



বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১



বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

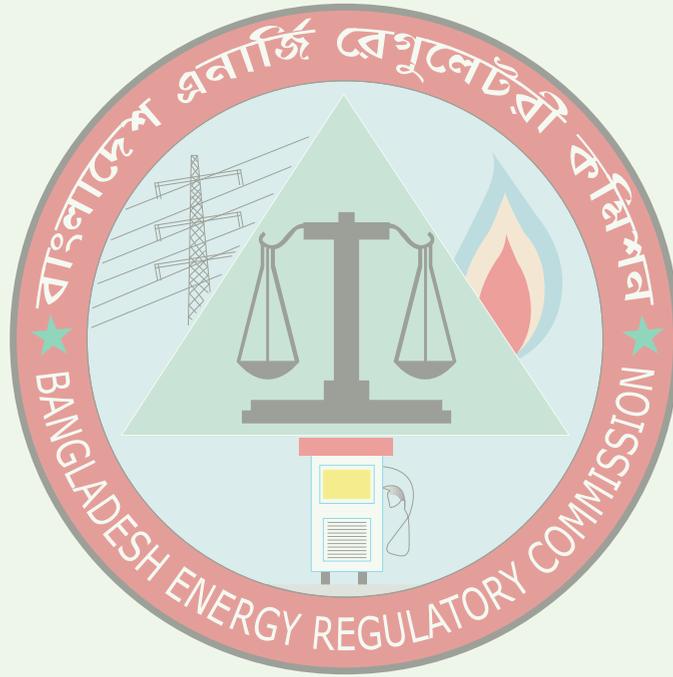


বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১



বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন





জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

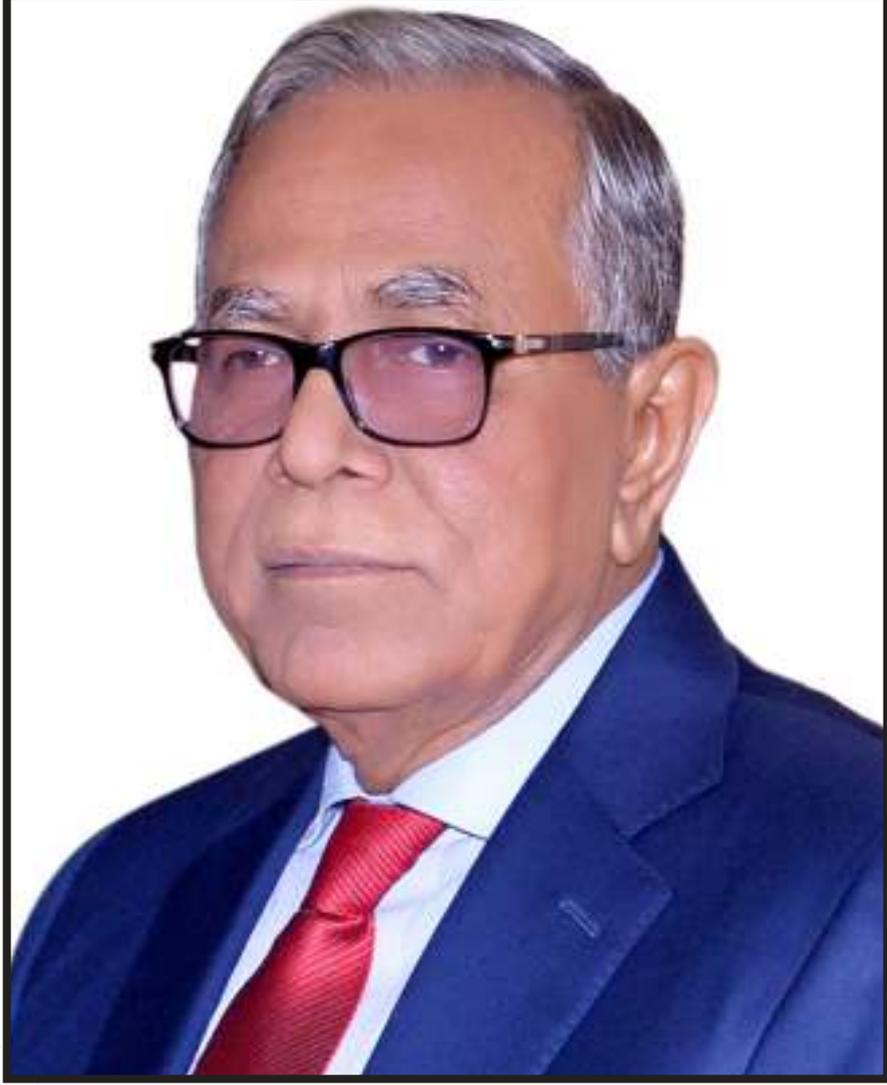
‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’।



ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

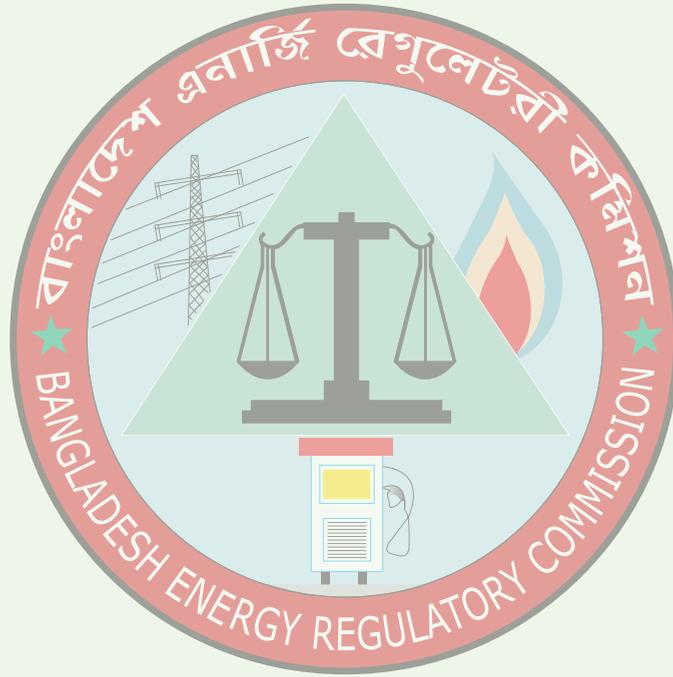


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটিশ তেল কোম্পানি ‘শেল অয়েল’ হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশাটলা ও বাখরাবাদ) ৪.৫০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং (১৭ কোটি ৮৬ লাখ টাকা) দাম দিয়ে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন করেন। এটি স্বাধীন বাংলাদেশের জ্বালানি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ



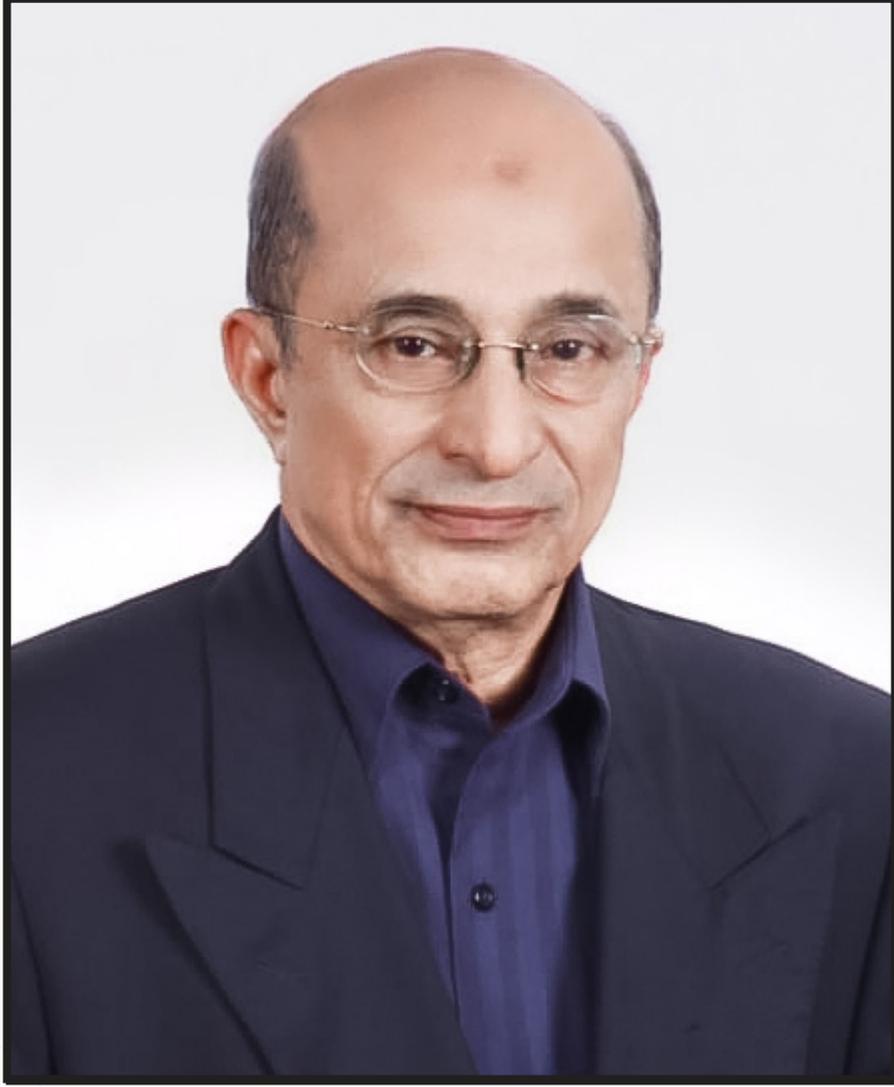




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

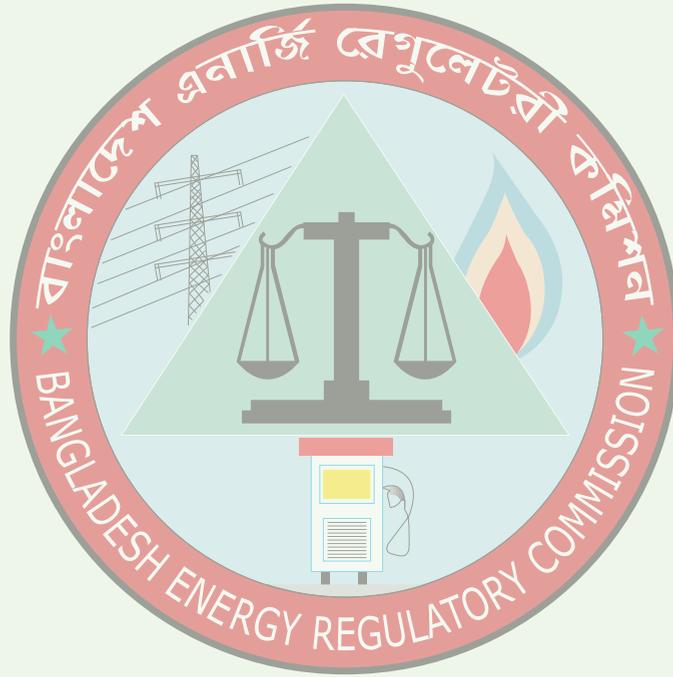






মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম, পি এইচ ডি

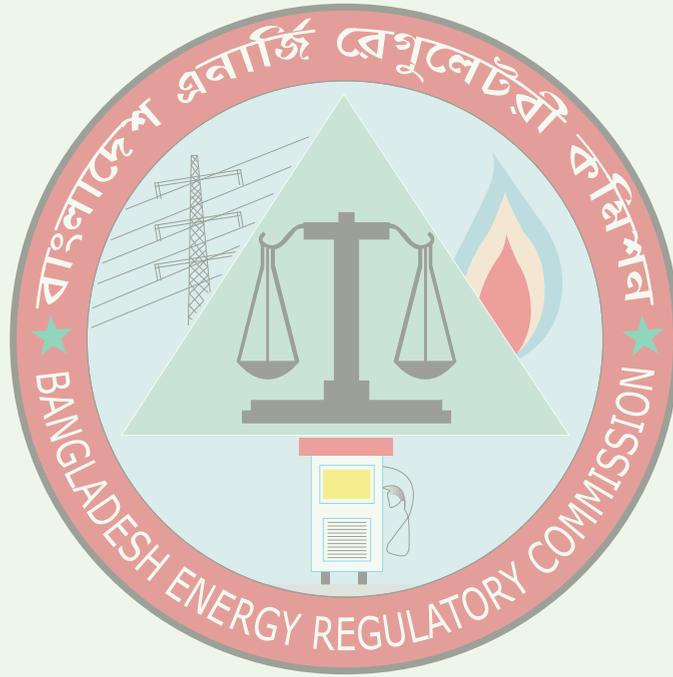






বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
নসরুল হামিদ, এম পি







মুখবন্ধ

মোঃ আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং গ্যাস সম্পদ ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, উক্ত খাতে ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ মূলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২১ ধারা অনুযায়ী প্রতি অর্থ-বছর সমাপ্তির পর পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সংবলিত একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে মহান সংসদে পেশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আমার বিশ্বাস এ প্রতিবেদন কমিশনের বাৎসরিক কার্যক্রমের প্রতিফলন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

কমিশন একটি নিরপেক্ষ এবং আধা-বিচারিক সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিয়মিত উন্মুক্ত সভা ও গনশুনানির মাধ্যমে যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, প্রিপেইড ও ইভিসি মিটার স্থাপন, মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়ন চালুসহ নানা ধরনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিশন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে কাজ করেছে। অধিকন্তু ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণসহ অসাধু ও একচেটিয়া ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করতে কমিশন স্বীয় ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।

কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ন্যায্য অধিকার, সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এ কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৯টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আরও ১৪টি প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement (Cancel) Regulations 2021 ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০২১ সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০ অনুযায়ী কমিশন লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত যেকোন বিবাদ নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরের মোট ৩৮টি বিবাদ মীমাংসার আবেদনসহ কমিশনে দাখিলকৃত মোট ৩৩২টি আবেদনের মধ্যে ১৮৩টি আবেদন নিষ্পত্তি করে রোয়েদাদ ও আদেশ জারি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৪ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ২২টিসহ কমিশনে দাখিলকৃত মোট ১৫৫টি ভোক্তা অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এর প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখের আদেশমতে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণের নিমিত্ত ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গণশুনানি গ্রহণের মাধ্যমে ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে কমিশন কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়। এর পর থেকে কমিশন প্রতি মাসে Saudi CP এর ভিত্তিতে ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি'র মূল্য সমন্বয় করে আসছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ৪৭টি, সংশোধিত ২১টি ও নবায়ন ৫৬০টিসহ মোট ৬২৮টি এবং পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ৬৬টি, সংশোধিত ৫৬টি ও নবায়ন ১৮৯টিসহ মোট ৩১১টি এবং গ্যাস বিপণন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন

অপর পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য

ক্যাটাগরিতে মোট ২২৮টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। Covid-19 জনিত পরিস্থিতিতেও কমিশন মোট ৭৫টি কমিশন সভা, ১০টি সমন্বয় সভা এবং ১টি করে উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানির আয়োজন করেছে।

কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সম্পর্কিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা SAFIR, NARUC, ERRA, ICER এর সাথে সভা, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। করোনা ভাইরাস জনিত কারণে সশরীরে বিদেশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা না হলেও ৩টি পৃথক Webinar এর মাধ্যমে মোট ১০ (দশ) দিনে ৯৩ জন কর্মকর্তা ৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন।

গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিত করার নিমিত্ত এনার্জি অডিট প্রবর্তন, নিজস্ব ভবন নির্মাণ, কোডস অব স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, টেস্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা, নতুন সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন, জনবল বৃদ্ধিকরণ এবং কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনসহ একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি খাতে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কমিশন একটি আত্মসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করি।

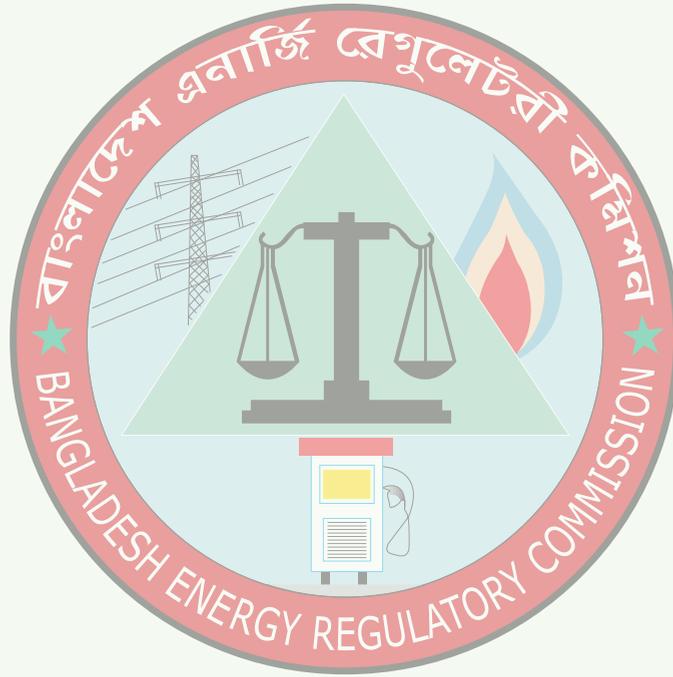
কমিশনের কাজে সহযোগিতার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।


(মোঃ আব্দুল জলিল)

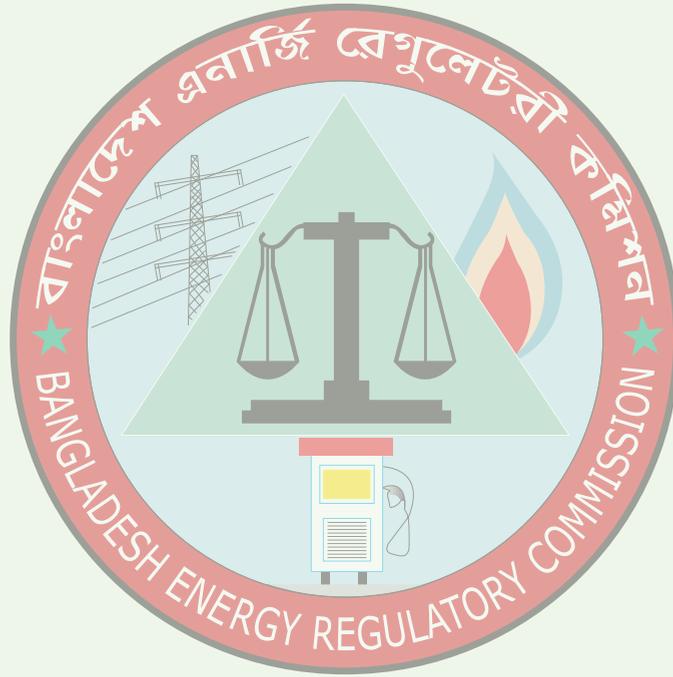
সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	মুখবন্ধ	১৩-১৪
২	কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম	১৭
	কমিশন গঠন	১৯
	কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ	১৯
	চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের প্রোফাইল	২০-২৪
	কমিশনের ভিশন, মিশন ও কৌশলগত কর্মপন্থা	২৫
	কমিশনের কার্যপরিধি	২৬
	কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো	২৭
	কমিশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো	২৮
	কমিশনের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো	২৯
	কমিশনের বিভিন্ন সভাসমূহ (কমিশন সভা, সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত সভা, গণশুনানি)	৩০-৩৩
৩	প্রশাসন শাখার কার্যক্রম	৩৫-৪০
৪	বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম	৪১-৪৮
৫	গ্যাস শাখার কার্যক্রম	৪৯-৬১
৬	পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম	৬৩-৭০
৭	আইন ও বিধি শাখার কার্যক্রম	৭১-৭৫
৮	অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম	৭৭-৮২
৯	আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক	৮৩-৮৭
১০	গবেষণা কার্যক্রম	৮৯-৯১
১১	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন	৯৩-৯৬
১২	কমিশনের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৯৭-১০৮
১৩	কমিশনের বর্তমান ও পূর্বতন চেয়ারম্যানবৃন্দ	১১১
১৪	কমিশনের কর্মকর্তাগণের বিবরণ	১১৩-১২০
১৫	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	১২১-১৫২
১৬	ফটো গ্যালারী	১৫৩-১৬৬





কমিশন
পরিচিতি
ও কার্যক্রম



কমিশন গঠন

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ পাশের মাধ্যমে নিরপেক্ষ এবং আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইন মোতাবেক কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ



মোঃ আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান



মোহাম্মদ আবু ফারুক
সদস্য



মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী
সদস্য



মোহাম্মদ বজলুর রহমান
সদস্য



মোঃ কামরুজ্জামান
সদস্য



মোঃ আব্দুল জলিল

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে (সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদায়) যোগদান করেন। তিনি South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি International Confederation of Energy Regulators (ICER) এর Steering Committee (SC) এর একজন অন্যতম সদস্য।

অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী জনাব এমএ জলিল, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের সদস্য হিসেবে ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৬ খ্রি. তারিখে তাঁর সরকারি কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে তিনি দীর্ঘ ৩৩ বছর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব (২০১৭-২০১৮) এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব (২০১৬-২০১৭) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পর এবং বিইআরসি'তে যোগদানের পূর্বে তিনি অতি দরিদ্র, এতিম ও দুস্থদের উন্নতির জন্য কাজ করা মানব-হিতৈষী সংস্থা 'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম' এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ভারতের সাথে ঐতিহাসিক 'The Land Boundary Agreement, 1974' এবং 'The Protocol 2011' এর বাস্তবায়নের কাজ, স্ট্রিপ ম্যাপস প্রণয়ন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভূ-সীমানার অসীমায়িত সীমানা চিহ্নিতকরণ, অপদখলীয় এলাকা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন করেন। তিনি মাঠ প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ বিভাগীয় কমিশনার, খুলনার দায়িত্বও পালন করেন।

অন্যান্য উলেখযোগ্য পদের মধ্যে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত), দিনাজপুর ও নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি ৩ (তিন) বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো) সচিব এর দায়িত্বে ছিলেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মাঠ প্রশাসনে রয়েছে তাঁর কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।

সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ-২০২১' পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে জনাব এমএ জলিল বেশ কয়েকটি ডিজিটলাইজিং কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়ন করেছেন। মাঠ প্রশাসনে ফ্রন্ট ডেস্ক, ওয়েব পোর্টাল, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) প্রবর্তন এবং জনসেবায় উদ্ভাবনী চর্চার তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। ভূমি সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে ই-নামজারী কার্যক্রম ও ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রমের প্রারম্ভিক সময়ে তাঁর উদ্যোগ ও ভূমিকা উলেখযোগ্য। এছাড়া ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে কর্মকালীন অনলাইন মৌজা ম্যাপস ও স্বত্বলিপি প্রদর্শন (Record of Rights), বিতরণ, ছিটমহলসমূহের স্বত্বলিপি ও ডিজিটাল মৌজা ম্যাপস প্রস্তুত এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে কর্মকালীন ই-হজ্ব ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় ই-প্রাক-নিবন্ধন ও ই-পেমেন্ট পদ্ধতি চালুকরণ তাঁর অনন্য উদ্যোগ।

দীর্ঘ কর্মজীবনে জনাব এমএ জলিল দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। MATT-2 সহ দেশের অভ্যন্তরীণ সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ছাড়াও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মধ্যে উলেখযোগ্য যেমন: (১) Public Administration Capacity Building at AIT, Thailand; (২) Senior Executive Certificate Course for Strategic Management at MACC, Malaysia; (৩) Critical Elements of Corruption Detection & Investigation at MACC, Malaysia; (৪) Security Sector Development in the Indian Ocean Region in Honolulu, Hawaii, USA; (৫) E-Government Policy Management Course in South Korea; (৬) Managing At The Top-2 (MATT-2) at University of Wolver Hampton, UK এবং (৭) Strengthening Government Through Capacity Development in the Civil Service College of UK প্রশিক্ষণসহ আরো অনেক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ও সরকারি কাজে ভারত, চীন, ফিনল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সৌদি আরবসহ বহু দেশ ভ্রমণ করেন।

জনাব এমএ জলিল ২১ অক্টোবর, ১৯৫৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশের সিলেট জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।



মোহাম্মদ আবু ফারুক

সদস্য

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোহাম্মদ আবু ফারুক ৩০ জানুয়ারি ২০২০ সালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এ সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে বি.এস.সি. (অনার্স) এবং এম.এস.সি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব ফারুক ১৯৮৬ সালের ৮ম বি.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অডিট এন্ড একাউন্টস) ক্যাডারে এ্যাসিস্টেন্ট একাউন্টেন্ট জেনারেল হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং অডিট এন্ড একাউন্টস বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পদে ১৫ বছরের অধিক সময় দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত জনাব ফারুক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাজ করেন। তদুপরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের কম্পিউটার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়সহ অডিট এন্ড একাউন্টস বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় ১৯ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব ফারুক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে পরিচালক (অর্থ), সচিব এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের 'প্রকল্প পরিচালক' হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন, জনবল ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা কার্যক্রম এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে।

কর্মজীবনে জনাব ফারুক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ান ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রাজিল সফর করেন।

জনাব ফারুক ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত। স্ত্রী খুরশিদ আরা একজন গৃহিণী। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহমিদ মুনাৎ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কস্থ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন করে বর্তমানে ওয়াল স্ট্রিটে প্রযুক্তি সেক্টরে কর্মরত রয়েছেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মেহরাজ মাহদীন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল, ঢাকা-তে বি.বি.এ. অধ্যয়নরত।



মো: মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী

সদস্য

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মো: মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী ২০২০ সনের ৩০ জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিওলোজি-তে এম.এস.সি করেন। জনাব চৌধুরী দেশে ও বিদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

জনাব চৌধুরী ১৯৭৫ সালে পেট্রোবাংলায় একজন ফিল্ড জিওলোজিস্ট হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। তিনি ২০০৮ সালে পেট্রোবাংলার পরিচালক (পরিকল্পনা) হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। পেট্রোবাংলায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি ও বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পেট্রোবাংলার অধীনস্থ দ্বিতীয় গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে দুইটি অনুসন্ধান কূপ (মরিচা কান্দি ও বেলাবো ক্ষেত্র দুটি আবিষ্কৃত হয়), কৈলাশটিলা গ্যাস ক্ষেত্র মূল্যায়নে দুইটি নতুন তেলের আধার ও দুইটি নতুন গ্যাস আধার আবিষ্কারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। জনাব চৌধুরী ১৯৯৫ সালের জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রণয়নে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

পেট্রোবাংলা থেকে অবসর গ্রহণের পর হাইড্রোকার্বন ইউনিট এবং এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের জ্বালানি অনুসন্ধান উন্নয়ন ও উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের তেল/গ্যাস এর সম্ভাবনা ও মজুদ নিরূপন খননকৃত কূপ সমূহ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

জনাব চৌধুরী ২০১০ সালের শেষ ভাগ থেকে ২০১৭ জুন পর্যন্ত সেন্টার ফর এনভায়রমেন্ট এন্ড জিওগ্রাফিক্যাল সার্ভিসের (CEGIS) জ্বালানি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। এ সময়ে তিনি কোল সোর্সিং, ট্রান্সপোর্টেশন ও হ্যান্ডলিং ফর খুলনা, চট্টগ্রাম ও মহেশখালী প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও রামপাল, এস আলম কোল ফার্মার্ড পাওয়ার প্লান্ট, বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম গ্যাস পাইপ লাইন, ঘোড়াশাল সার কারখানা ইত্যাদি প্রকল্পের আই.ই.ই এবং ই.আই.এ প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭ জুলাই থেকে জুন ২০১৮ কুতুবদিয়া ও পায়রা এলাকায় এলএনজি স্টোরেজ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। জুলাই ২০১৮ পুনরায় CEGIS এ উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশে ২য় পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ, শিলিগুড়ি (ভারত) থেকে পার্বতীপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত তেল পাইপ লাইন নির্মাণের উপর আই.ই.ই এবং ই.আই.এ প্রণয়ন করেন।

জনাব চৌধুরী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ০২ নং সেক্টরের অধীন ক্রয়ক প্লাটনের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে ঢাকা শহর ও সংলগ্ন পূর্ব অঞ্চলে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত।

জনাব চৌধুরী ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত। স্ত্রী শাকিলা বানু ভিকারুননেসা নূন স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষিকা। তিনি এক কন্যা এবং এক পুত্রের জনক।



মোহাম্মদ বজলুর রহমান

সদস্য

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে (বিইআরসি) সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ৩০ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব হিসাবে নিয়মিত সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিষয়ে ১৯৮৩ সালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এনইউবি) থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এমবিএ (ফিন্যান্স) অর্জন করেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে (বাপবিবো) সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং) ক্যাডারে বাংলাদেশ রেলওয়েতে সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী হিসাবে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত বাপবিবোতে কর্মরত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিভিন্ন পদে যেমন- সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, সিনিয়র পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সিনিয়র পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এবং সহকারী জেনারেল ম্যানেজার পদে বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা রেলওয়ে বিভাগ, সৈয়দপুর ওয়ার্কশপ বিভাগ, পাকশী রেলওয়ে বিভাগ, জেনারেল ম্যানেজার/পূর্বাঞ্চল দপ্তর এবং মহাপরিচালকের দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান অক্টোবর ২০০৬ তে উপসচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। তিনি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে উপসচিব হিসাবে প্রায় এক বছর কাজ করার পর জুলাই ২০০৮ মাসে পরিচালক(বিদ্যুৎ) পদে শ্রেণিতে বিইআরসি তে যোগদান করেন। বিইআরসি প্রতিষ্ঠার পর তিনিই এর সর্বপ্রথম পরিচালক (বিদ্যুৎ) হিসেবে ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরিচালক (বিদ্যুৎ) এর দায়িত্বের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় টিএ প্রজেক্ট ফর ইসটিটিউশনাল ডেভলপমেন্ট অব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে উপসচিব এবং যুগ্ম-সচিব হিসাবে সাসটেইন্যাবল এনার্জি ডেভলপমেন্ট অধিশাখায় কাজ করেছেন। এই অধিশাখায় কাজের সময় তিনি “টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শেডা)” প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে বিদ্যুৎ বিভাগের টিএ প্রজেক্ট ফর উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে “বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক” হিসেবে সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত তাঁর অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুই বছর দায়িত্ব পালন করেছেন।

দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বৎসরের সরকারি চাকরিকালীন তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ইউটিলিটি রেগুলেশন ও স্ট্র্যাটেজি, ইফেকটিভ রেগুলেশন অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউটিলিটিস এবং ট্যারিফ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে তিনি PURC/UF (USA), AIT(Thailand) এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান ময়মনসিংহ জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৩১ অক্টোবর ১৯৬০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক এবং তাঁর স্ত্রী একজন গৃহিণী।



মো: কামরুজ্জামান

সদস্য

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে ১৯৮৩ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব কামরুজ্জামান ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে পেট্রোবাংলার একটি অন্যতম রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি তে সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করেন। কোম্পানিতে চাকুরীকালে গ্যাস ফিল্ড পরিচালনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় জনাব কামরুজ্জামান প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে গ্যাস প্রসেসিং প্লান্ট ডিজাইন, অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড, গ্যাস কূপ ড্রিলিং ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম, গ্যাস ফিল্ডস্ পরিচালনা ও উন্নয়ন, গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন ও অপারেশন ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি ৩ (তিন) বছরেরও অধিক সময় বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দায়িত্ব পালনকালে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সূষ্ঠা পরিচালন ব্যবস্থার জন্য ২০১৬ সালের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহে এ কোম্পানি জ্বালানি সেক্টরে ১ম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেন।

জনাব কামরুজ্জামান ২০১৮ সালের জুন মাসে পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) হিসেবে অপারেশন ও মাইন্স পরিদপ্তরে পদায়িত হন। এ সময় তিনি পেট্রোবাংলার ১৩টি কোম্পানির অপারেশনাল কার্যক্রম তদারকিসহ কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা এবং কোম্পানিসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি পেট্রোবাংলার এলএনজি সেলের প্রধান হিসেবে ভাসমান এলএনজি টারমিনাল এর অপারেশনাল কার্যক্রম সমন্বয় এবং এলএনজি আমদানি ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং মাতারবাড়ীতে এলএনজি ল্যান্ড টারমিনাল স্থাপনের প্রাথমিক কার্যাবলী ও ফিজিবিলিটি স্টাডির লক্ষ্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি প্রায় ৯ (নয়) মাস পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন।

তিনি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য/পরিচালক হিসেবে পেট্রোবাংলার ৪টি কোম্পানি - বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এবং বড়পুকুরিয়া কোলমাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পিডিবি'র আওতাধীন ১টি কোম্পানি - নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এর দায়িত্ব পালন করেন।

গ্যাস সেক্টরে জনাব কামরুজ্জামান এর প্রায় দীর্ঘ ৩৬ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, নেদারল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, মিশর, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত সফর করেন।

কমিশনের ভিশন, মিশন ও কৌশলগত কর্মপন্থা



ভিশন

এনার্জি খাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ।



মিশন

- ❖ সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য অভিন্ন সুযোগ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা;
- ❖ এনার্জি খাতে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা, ট্যারিফ নির্ধারণ এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণে স্বচ্ছতা আনয়ন করা;
- ❖ জ্বালানি খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা;
- ❖ কর্ম এবং উদ্দীপনা ভিত্তিক রেগুলেশন চালু করা;
- ❖ এনার্জি খাতে সকল স্টেকহোল্ডারদের সুষম কর্ম-মাপকাঠি নির্ধারণ এবং সরবরাহের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করা।



কৌশলগত কর্মপন্থা

- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও উত্তম চর্চার মাধ্যমে কমিশনের কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় রেগুলেটরী ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জ্বালানি বিষয়ক বিভিন্ন কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড, গাইডলাইনস্ ও প্রবিধান প্রণয়ন এবং
- ভোক্তার স্বার্থ-সংরক্ষণ এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির নিমিত্ত গবেষণা পরিচালনা।



বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

কমিশনের কার্য পরিধি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় ৪, ধারা ২২ অনুযায়ী কমিশনের কার্য পরিধি নিম্নরূপ:

- (ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানী ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;
- (খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;
- (গ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;
- (ঘ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাহার চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- (ঙ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;
- (চ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও উহার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;
- (ছ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;
- (জ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;
- (ঝ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;
- (ঞ) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে আরবিট্রেসনে প্রেরণ করা;
- (ট) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;
- (ঠ) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং
- (ড) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হইলে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান, ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো

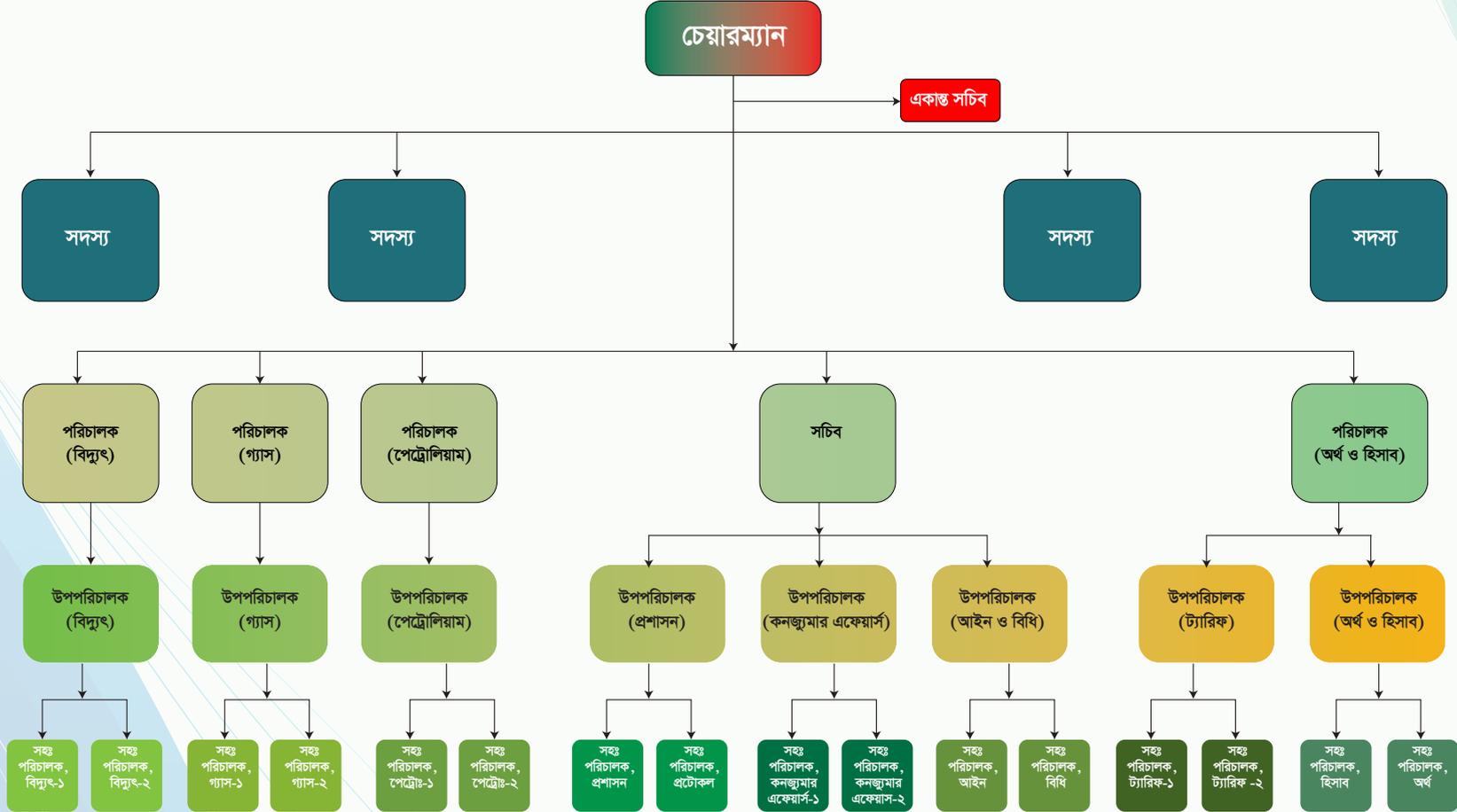
সরকার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কমিশনের মোট জনবল ৮১ জন। বর্তমানে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৮৫ জন। অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের সংখ্যা নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ ২০২০-২০২১ অর্থবছর	মন্তব্য
১	চেয়ারম্যান	০১	০১	--	
২	সদস্য	০৪	০৪	--	
৩	সচিব	০১	০১	--	
৪	পরিচালক	০৪	০৪	--	২ জন সংযুক্তি
৫	উপপরিচালক	০৮	০৮	--	১ জন সংযুক্তি
৬	সহকারী পরিচালক	১৬	১২	০৪	১ জন সংযুক্তি
৭	একান্ত সচিব	০১	০১	--	
৮	ব্যক্তিগত সহকারী	১০	০৯	০১	
৯	অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০৭	০৭	--	
১০	হিসাব সহকারী	০১	০১	--	
১১	গাড়িচালক	০৮	৮+৫*+১**	--	* অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৫ জন গাড়িচালক চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত আছে। ** দৈনিক মজুরীভিত্তিক ০১ জন গাড়িচালক নিয়োজিত আছে।
১২	অফিস সহায়ক	১৮	১৬+০৩**	০২	** দৈনিক মজুরীভিত্তিক ০৩ জন নিয়োজিত আছে।
১৩	নিরাপত্তা প্রহরী	০২	০২	--	
১৪	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	--	০২*		* দৈনিক মজুরীভিত্তিক নিয়োজিত আছে।
	মোট	৮১	৮৫	০৭ (অনুমোদিত পদের)	

উল্লেখ্য, কমিশনের সংশোধিত জনবল কাঠামো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।



বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো



বিঃদ্র: কমিশনের বিদ্যমান অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে আরো নতুন ৭৬ (ছিয়াত্তর) টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। যা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

কমিশন সভা

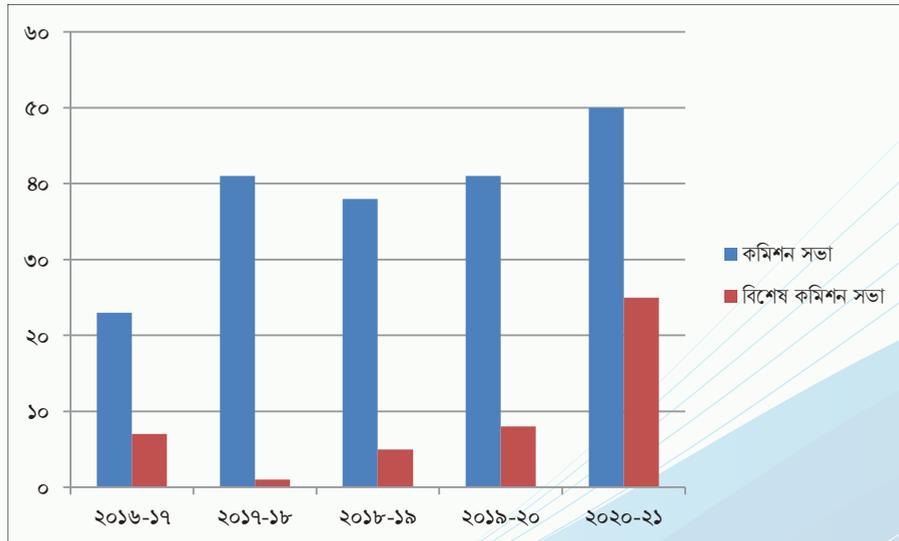
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী পরিপূর্ণ কোরামের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় কমিশনের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও জরুরী/গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশন বিশেষ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। গত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিবরণ:

সারণি-১: কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	কমিশন সভার সংখ্যা	বিশেষ কমিশন সভার সংখ্যা	মোট
২০১৬-১৭	২৩	৭	৩০
২০১৭-১৮	৪১	১	৪২
২০১৮-১৯	৩৮	৫	৪৩
২০১৯-২০	৪১	৮	৪৯
২০২০-২১	৫০	২৫	৭৫



কমিশন সভায় উপস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব, পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা।



লেখচিত্র-১: ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর ভিত্তিক কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার চিত্র

সমন্বয় সভা

কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কর্মকাণ্ডের সার্বিক বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য কমিশনে নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সমন্বয় সভায় পূর্ববর্তী মাসে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সমন্বয় সভায় কমিশনের সকল শাখার দাপ্তরিক কার্যক্রম পর্যালোচনা, অফিসের কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও কর্মচারীদের আইনানুগ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সভা চালু করার ফলে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা কমিশনের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সারণি-২: বিগত ৩ বছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার পরিসংখ্যান

অর্থবছর	সভার সংখ্যা
২০১৮-১৯	১২
২০১৯-২০	১০
২০২০-২১	১০

করোনা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে সরকার কর্তৃক জনসাধারণের চলাচলে সাধারণ বিধি নিষেধ আরোপিত হওয়ায় এবং সকল সরকারি, বেসরকারি অফিস আদালতে সাধারণ ছুটি ঘোষিত হওয়ায় ২টি মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।



সমন্বয় সভায় উপস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব, পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা।

উন্মুক্ত সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুদকরণ ও বিতরণের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

স্থায়ী লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে কমিশন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৩(৬) অনুযায়ী উন্মুক্ত সভার আয়োজন করে থাকে। উক্ত সভায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, কমিশনের সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সীর প্রতিনিধিবৃন্দ, কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়। তবে দেশে করোনা সংক্রমণজনিত কারণে সরকার কর্তৃক জনসাধারণের চলাচলে ও জনসমাগমে সাধারণ বিধি নিষেধ আরোপিত হওয়ায় এবং সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেশ কিছুদিন অফিস বন্ধ থাকায় প্রতিবেদনাব্যয়ী সময়ে ২(দুই) দিন ব্যাপি মাত্র ১(এক)টি উন্মুক্ত সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। গত ৫ (পাঁচ) বছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত সভার বিবরণ:

সারণি-৩: কমিশনে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত সভার বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	উন্মুক্ত সভার সংখ্যা
২০১৬-১৭	২
২০১৭-১৮	৪
২০১৮-১৯	৪
২০১৯-২০	৩
২০২০-২১	১



কমিশনে অনুষ্ঠিত ৮৩ তম উন্মুক্ত সভায় মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যগণ

গণশুনানি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৪) এবং ৩৪(৬) অনুযায়ী কমিশন জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে বিশেষ করে ট্যারিফ নির্ধারণ ও পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে আর্থহী পক্ষগণকে শুনানি দেয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য সকল স্টেকহোল্ডারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তা প্রতিনিধিগণের মতামত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন গণশুনানি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটসহ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে।

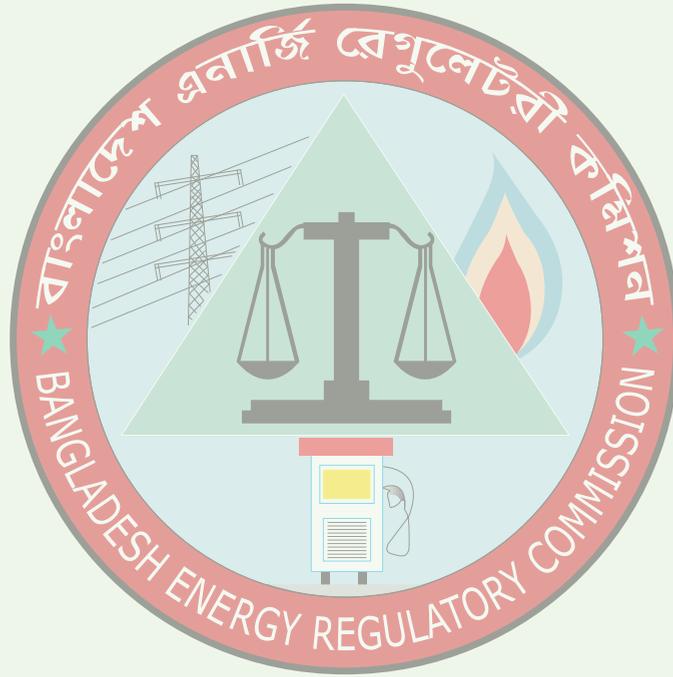
সারণি-৪: ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর ভিত্তিক গণশুনানি

অর্থবছর	আবেদনের সংখ্যা	গণশুনানির সংখ্যা			
		বিদ্যুৎ সংক্রান্ত	গ্যাস সংক্রান্ত	পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ সংক্রান্ত	মোট
২০১৬-১৭	১৫	৭	৮	--	১৫
২০১৭-১৮	৭	-	৭	--	৭
২০১৮-১৯	৮	-	৮	--	৮
২০১৯-২০	৮	৮	-	--	৮
২০২০-২১	৮	--	--	১	১
মোট	৪৬	১৫	২৩	১	৩৯

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধ্যায়-৭ এর অধীন ধারা ৩৪ এর বিধান অনুসারে প্রতিবেদনাদীন সময়ে লাইসেন্সী কর্তৃক পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ এলপিজি'র ট্যারিফ নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রস্তাব কমিশনে পাওয়া যায়। এ সকল প্রস্তাবের বিষয়ে বিইআরসি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী গত ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে লাইসেন্সী ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানি দেয়া হয়।



এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ





প্রশাসন শাখার
কার্যক্রম



প্রশাসন শাখার কার্যক্রম

কমিশনের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, বদলী, কমিশন সভা, সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানিসহ বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, স্টোর ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, প্রটোকল ও ডেসপাস নিয়ন্ত্রণসহ বিবিধ কার্যক্রম প্রশাসন শাখার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে এনার্জি খাতে রেগুলেটরী ধারণা অতি সাম্প্রতিক বলা যায়। কমিশনে কর্মরত নিজস্ব, প্রেষণ ও সংযুক্তিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, আইনে বর্ণিত দায়িত্ববাহী যথাযথভাবে পালন, বিইআরসিকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বিবেচ্য সময়ে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সকল কর্মচারীর বার্ষিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণজনিত কারণে প্রতিবেদনাধীন সময়ে সরাসরি কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), USAID কমিশনের সাথে কাজ করেছে। NARUC, USAID এর আয়োজনে ২৪, ২৭ মে, ১, ৩ জুন ২০২১ তারিখ USAID/NARUC কর্তৃক আয়োজিত Webinar Series on the Dispute Resolution শীর্ষক পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা এবং কমিশনের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। ২০২০-২১ অর্থবছরের কমিশনে কর্মচারীদের জন্য নিম্নবর্ণিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশগ্রহণকারী
১	সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪	সকল কর্মচারী
২	মানবাহন ব্যবস্থাপনা ও শিষ্টাচার	সকল গাড়িচালক
৩	ই-ফাইলিং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	সকল কর্মকর্তা
৪	ই-ফাইলিং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	সকল কর্মচারী

নিজস্ব ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে এনার্জি সশ্রয়ী ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত গ্রীন বিল্ডিং (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইস্টিটিউট অব আর্কিটেকটস (আইএবি) এর সহযোগিতায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।



কমিশনের স্থায়ী ভবনের চূড়ান্ত নকশা

টেস্টিং ইন্সটিটিউট স্থাপন

দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার পর্যায়ে ব্যবহৃত Tools and Equipments এর Standardization নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের Up-stream এবং Down stream এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ে সিস্টেম লস কমিয়ে আনা সম্ভব। চাহিদাকৃত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অধিকাংশ সরকারি উদ্যোগে আমদানি হচ্ছে। আমদানিকৃত এ সকল সামগ্রীর মান যথাযথ কিনা এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বিইআরসি'র অধীনে টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশনের অনুকূলে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ০১ নং সেক্টরে ২০৩ নং রাস্তার ০০১ নং প্লটের ১ (এক) বিঘা আয়তনের জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। রাজউক হতে জমির মালিকানা/দখল পাওয়ার পর টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে রাজউক এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

আউটরিচ কর্মসূচি

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজন করে আসছে। ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। এ খাতের সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা যেমন কমিশনের দায়িত্ব তেমনি ভোক্তাদের স্বার্থ, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করাও কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন স্থানীয়/তৃণমূল পর্যায়ে আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি/সংস্থাসমূহের সেবার মান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ এবং বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মতবিনিময়সহ সরাসরি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। এ পর্যন্ত কমিশন হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০ (বিশ) টি আউটরিচ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক জনগণের চলাচলে ও জনসমাগমে সাধারণ বিধি নিষেধ আরোপিত হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশন হতে কোন আউটরিচ কর্মসূচির আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। আগামীতে পর্যায়ক্রমে দেশের সব অঞ্চলে আউটরিচ কর্মসূচী আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

অভিযোগ বক্স

কমিশনের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চয়তা করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রবেশমুখে একটি স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে আগত সেবা প্রার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি/স্টেকহোল্ডারগণ কমিশনের সেবার বিষয়ে কোনো পরামর্শ/অভিযোগ থাকলে তা অভিযোগ বাক্সে জমা দিতে পারেন। এছাড়া অনলাইনে complain.berc@gmail.com ই-মেইলে অভিযোগ দাখিল করতে পারে।

ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ করা কমিশনের অন্যতম আইনি দায়িত্ব। ভোক্তা অভিযোগের বিষয়টি কমিশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে তা নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। কমিশনে ‘কনজুমার অ্যাফেয়ার্স’ নামে আলাদা একটি শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৫৪ ধারায় ভোক্তা অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা আছে।

এনার্জি সেবা বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ বা অসুবিধা সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি/সংস্থা হতে যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে নিষ্পত্তি না করা হলে সে বিষয়ে কমিশনে আবেদন করা যাবে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৪ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ২২টিসহ কমিশনে দাখিলকৃত মোট ১৫৫টি ভোক্তা অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আইসিটি সেলের কার্যক্রম

ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম

আইসিটি সেল কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আধুনিক ও যুগোপযোগি প্রযুক্তির সংযোজনের পাশাপাশি সেবাসমূহকে সহজীকরণ এবং সরকারের গৃহীত ই-সার্ভিসসমূহ কমিশনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কাজ করছে। কমিশনের একজন পরিচালক, একজন উপপরিচালক এবং চারজন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কমিশনের ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান। লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহিতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে অনলাইন ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরির সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ হতে জ্বালানি খাতের বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ই-লাইসেন্সিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ অনলাইনে কমিশন হতে প্রদত্ত সকল প্রকার লাইসেন্সের আবেদন করতে পারছেন এবং অনলাইনের মাধ্যমেই লাইসেন্স ইস্যু করা হচ্ছে। এতে সেবা গ্রহিতাদের লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সময় ও খরচ কমে যাচ্ছে। এছাড়া লাইসেন্স আবেদন ও গ্রহণের জন্য অফিসে যাতায়াতের প্রয়োজন হয় না বিধায় সেবা গ্রহীতাগণ ঝামেলা ও হয়রানিমুক্তভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ই-লাইসেন্স সফটওয়্যার আধুনিকীকরণ কাজ চলমান আছে।

ওয়েবসাইট:

www.berc.org.bd শিরোনামে কমিশনের একটি ওয়েবসাইট রয়েছে। বিদ্যমান ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কমিশনের সেবা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য সহজে পাওয়া যায়। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ আদেশ/বিজ্ঞপ্তি, খসড়া প্রবিধান ইত্যাদি যথাসময়ে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। কমিশনের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

মুজিব কর্ণার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে “মুজিব কর্ণার” স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে স্থাপিত “মুজিব কর্ণার” ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। মুজিব কর্ণারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা আত্মজীবনীমূলক বই, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী ও বর্ণাঢ্য জীবনের উপর লেখা পুস্তকসহ মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই ও ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়াও বিদেশী কোম্পানি ‘শেল’ থেকে গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয়ের ঐতিহাসিক দলিলের কপি কমিশনের মুজিব কর্ণারের সংগ্রহে রাখা হয়েছে।



কমিশন কর্তৃক স্থাপিত মুজিব কর্ণার

অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালুকরণ

সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশন ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে গ্যাস খাতের লাইসেন্সীসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ # ২০১৮/০১ জারি করেছে এবং ১ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণের গাইডলাইন্স; গ্যাস খাতের জন্য প্রযোজ্য সকল চার্ট অব একাউন্টস (জেনারেল লেজার, সাব-সিডিয়ারি লেজার এবং সাব-সাবসিডিয়ারি লেজার প্রতিশনসহ); স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স; স্থায়ী সম্পদের ক্লাসিফিকেশন, অবচয় হিসাবের পদ্ধতি এবং অবচয়ের হার নির্ধারণ; স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টার সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা; রেশিও এনালিসিস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অভিন্ন ফরম্যাটে রিপোর্টিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল গ্যাস সংস্থা/কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য ব্যালান্স শীট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং চেঞ্জ অব ইকুইটি স্টেটমেন্ট প্রস্তুতের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের অর্থায়নে গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড অভিন্ন একাউন্টিং সফটওয়্যার সেবা ক্রয়ের নিমিত্ত ২৩ মে ২০২১ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

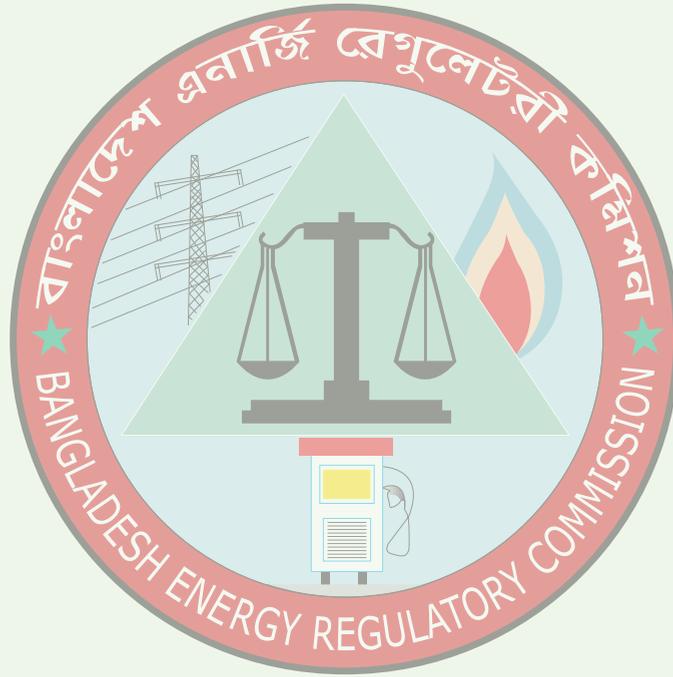
গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ন্যায় কমিশন বিদ্যুৎ খাতের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে এবং বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া কমিশন কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।



গ্যাস খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে কমিশনের সাথে ডিভাইন আইটি লিমিটেড ও গিগাটেক এর চুক্তি স্বাক্ষর



বিদ্যুৎ শাখার
কার্যক্রম

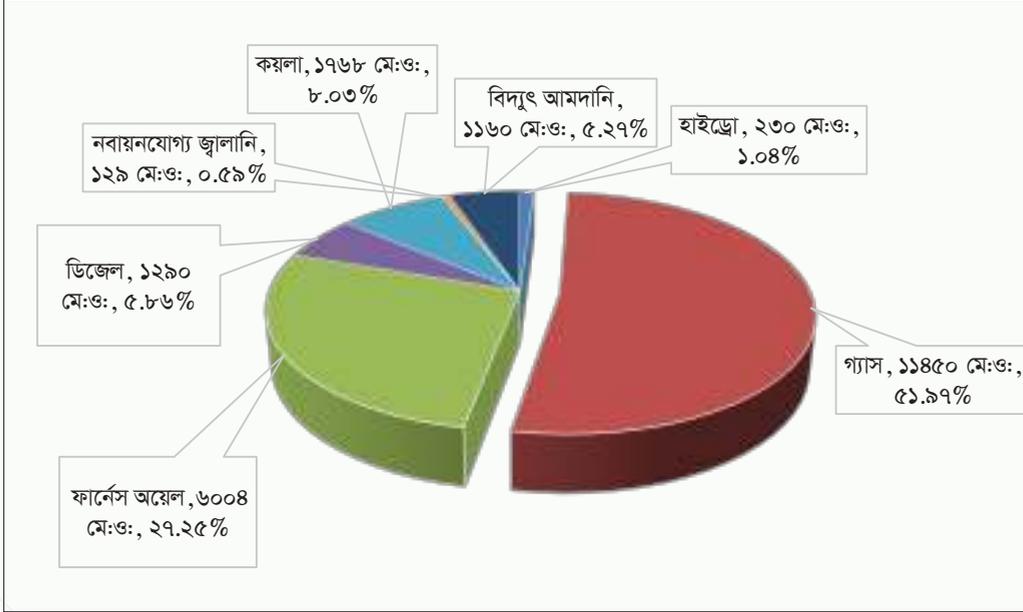


বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ সেক্টরে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ লাইসেন্স প্রদান, বিদ্যুতের বাস্ক ও খুচরা ট্যারিফ নির্ধারণ, কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন এবং এনার্জি ইফিসিয়েন্সী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা এবং এই সেক্টরে লাইসেন্সীদের রেগুলেটরী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা।

জাতীয় গ্রীডের আওতাধীন জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিত্র:

জুন, ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় গ্রীডে ক্যাপটিভ ব্যতিত সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২০,৩৮৩ মে:ও: এবং ক্যাপটিভ সহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৪,৯৫৫ মে: ও:। জুন, ২০২১ পর্যন্ত এ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২,৪৮০ মে:ও: বৃদ্ধি পেয়ে মোট ২৭,৪৩৫ মে:ও: এ দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতের অবদান ৯,৯৫১ মে:ও:, বেসরকারি খাতের অবদান ১৫,০৮০ মে:ও:, জয়েন্ট ভেঞ্চার ১,২৪৪ মে:ও: এবং আমদানিকৃত ১,১৬০ মে:ও:। আমদানিকৃত ১,১৬০ মে:ও: এর মধ্যে ভারতের বহরমপুর থেকে ভেড়ামারায় ১,০০০ মে:ও: এবং ত্রিপুরা থেকে কুমিল্লায় ১৬০ মে:ও: বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৫২% বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গ্যাস ভিত্তিক। তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলএনজি, আমদানিকৃত কয়লা, বিদ্যুৎ আমদানি এবং পারমাণবিক শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর জোর দেয়া হয়েছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপ:



লেখচিত্র-২: জুন, ২০২১ পর্যন্ত জাতীয় গ্রীডের আওতাধীন জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা।

লাইসেন্সিং কার্যক্রম

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন থেকে লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সরকারি খাতে ৬টি সংস্থাকে এবং বেসরকারি খাতে ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) এবং রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার (আরপিপি) হিসেবে সর্বমোট ৯টি সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি) ক্যাটাগরির ১৩টি, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি) ক্যাটাগরির ০৯টি, ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি) ক্যাটাগরির ৮১৩টি প্রতিষ্ঠানকে (যাদের উৎপাদন ক্ষমতা ১ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে) বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং ২,৫৩২টি প্রতিষ্ঠানকে (যাদের উৎপাদন ক্ষমতা অনূর্ধ্ব ১ মেগাওয়াট) লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ১ টি প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্স এবং বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ৬ টি প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স

সারণি-৫: সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স

ক্রমিক নং	সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০২১ পর্যন্ত পূর্জিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৩৮	৫৬৬৭
২.	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)	০৫	১৩৮৪
৩.	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো)	০৭	১৪০১
৪.	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)	০৩	৯৫৭
৫.	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)	০৪	৩৯৩
৬.	বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড	০১	১৪৯
মোট		৫৮	৯৯৫১

সারণি-৬: বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স

ক্রমিক নং	বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০২১ পর্যন্ত পূর্জিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)*
১.	ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) (জয়েন্ট ভেঞ্চারসহ)	৬৮	৮৮১০
২.	রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	২৯	২,১৫৫
৩.	কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)	১৩	৭৩৬
৪.	স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	০৯	৮৬
৫.	ক্যাপাটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)	৮১৩	৩,২২০
৬.	লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	২৫৩২	১,৩১৭
মোট		৩৪৬৪	১৬,৩২৪

নোট: * বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্স

সারণি-৭: বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্স

ক্রমিক	বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্স	জুন, ২০২১ পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য	ক্ষমতা
১.	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)	১২,৮৪৮ সার্কিট কি:মি:	৫২,৩৬৪ এমভিএ

বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্স

সারণি-৮: বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্স

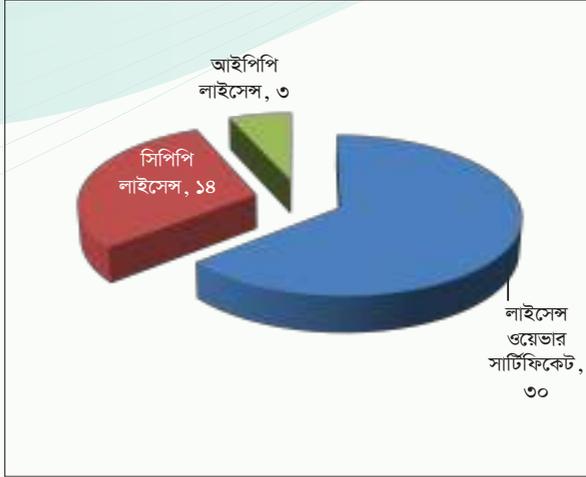
ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্স	জুন, ২০২১ পর্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৩৪,৫১,৪৫০
২.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	৩,১৬,৩৩,৯৬০
৩.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	১৪,৮৬,০৫৪
৪.	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	১০,৮১,৮৪৭
৫.	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	১৩,৫০,৯৭০
৬.	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো)	১৬,৮৯,২৯৫
	মোট	৪,০৬,৯৩,৫৭৬

২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান

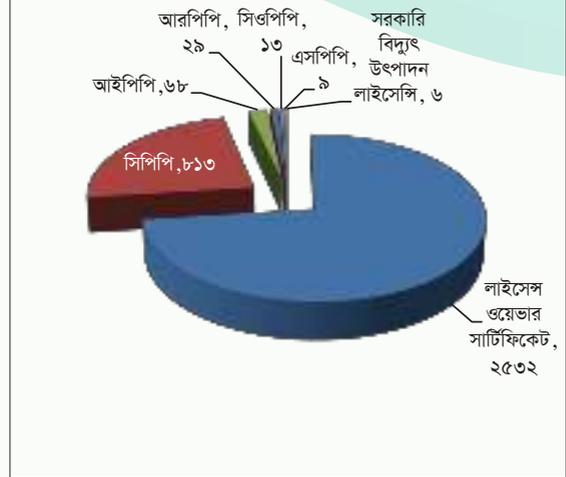
২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৪৭টি নতুন লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেসরকারি খাতে (আইপিপি) ৩টি সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ১৪টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং ৩০টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৫ সাল থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩,৪৭০ টি লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। নিম্নের ছকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যাভিত্তিক চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি-৯: বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান

লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	অর্থবছর ২০১৯-২০ পর্যন্ত	অর্থবছর ২০২০-২১	মোট
সরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স	৬	০	৬
বেসরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স:			
ক. ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) (সোলার ভিত্তিক ০৪টি সহ)	৬৫	৩	৬৮
খ. রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	২৯	০	২৯
গ. কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)	১৩	০	১৩
ঘ. স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	৯	০	৯
ঙ. ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)	৭৯৯	১৪	৮১৩
চ. লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	২,৫০২	৩০	২,৫৩২
সর্বমোট	৩,৪২৩	৪৭	৩,৪৭০



লেখচিত্র-৩: ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪৭টি নতুন লাইসেন্স প্রদান



লেখচিত্র-৪: জুন, ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ৩,৪৭০ টি লাইসেন্স প্রদান

ক্যাপটিভ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪ টি নতুন ক্যাপটিভ লাইসেন্সের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে প্রায় ৩৫.৯ মে:ও:। ২০২০-২১ অর্থ বছর শেষে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের (৮১৩ টি) সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,২২০ মে:ও:। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (অনুর্ধ্ব ১ মে:ও: ক্ষমতার) ওয়েভার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। উক্ত ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৪ মে:ও:। ২০২০-২১ অর্থ বছর শেষে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির ২,৫৩২ টি ওয়েভার সার্টিফিকেট/বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্মিলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৩১৭ মে:ও:। অর্থাৎ ২০২০-২০২১ অর্থবছর শেষে ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (ওয়েভার সার্টিফিকেটসহ) সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪,৫৩৭ মে:ও:।

সারণি-১০: ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানি ভিত্তিক)

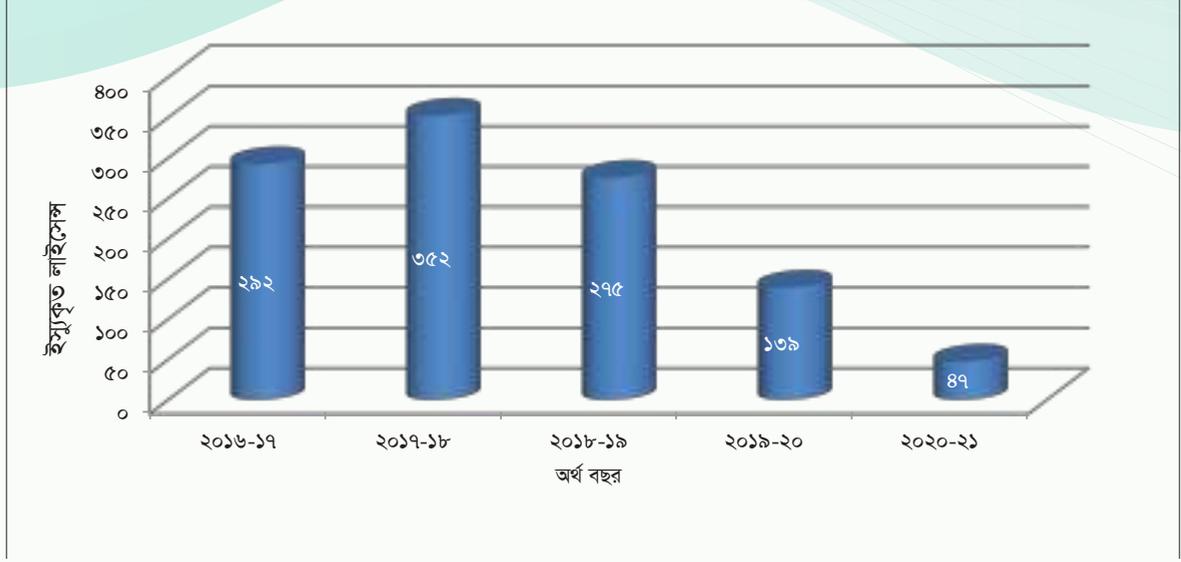
	গ্যাস (মে:ও:)	ডিজেল (মে:ও:)	মোট (মে:ও:)
সিপিপি লাইসেন্স	২৫৬৭.২	৬৫২.৮	৩২২০
ওয়েভার সার্টিফিকেট	২৫০	১০৬৭	১৩১৭
মোট	২৮১৭.২	১৭১৯.৮	৪৫৩৭

বিদ্যুৎ খাতে বছরওয়ারি ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্সের তুলনামূলক চিত্র:

বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স/ ওয়েভার সার্টিফিকেটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সারণি-১১: বিদ্যুৎ খাতে বছরওয়ারি ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্সের তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স সংখ্যা	২৯২	৩৫২	২৭৫	১৩৯	৪৭



লেখচিত্র-৫: নতুন লাইসেন্স ইস্যু করার বছরভিত্তিক লেখচিত্র।

২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সারণি-১২: বিদ্যুৎ খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যা

ক্রমিক	শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যা			
		নতুন	সংশোধন	নবায়ন/মেয়াদ বৃদ্ধি	মোট
১.	আইপিপি, আরপিপি, সিওপিপি, এসপিপি	৩	০	৩৮	৪১
২.	সিপিপি	১৪	৩	২০৪	২২১
৩.	লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	৩০	১৮	৩১৮	৩৬৬
	সর্বমোট=	৪৭	২১	৫৬০	৬২৮

ই-লাইসেন্সিং

লাইসেন্স আবেদনসমূহ অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম চালু হয়েছে। ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া অনলাইনভিত্তিক হওয়ায় আবেদন প্রক্রিয়া আরো সহজ এবং দ্রুত হয়েছে। আবেদনকারীদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ শাখার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২৩৪ টি লাইসেন্স এবং ৩৪৬টি লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

কমিশন লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টে দুর্ঘটনা রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেফটি ইস্যু যেমন জেনারেটরসমূহের আর্থিং সিস্টেম এবং আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্ট রিপোর্ট, জেনারেটরসমূহের প্রোটেকশন সিস্টেম, পাওয়ার প্ল্যান্টের লে-আউট প্ল্যান, পাওয়ার প্ল্যান্টসহ সাবস্টেশন এবং গ্রীড কানেকশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে সচেতনতা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। তরল জ্বালানিভিত্তিক প্ল্যান্টের জ্বালানি মজুদকরণে জেনারেটরসমূহের ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেম বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তরল জ্বালানি মজুদকরণে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের লাইসেন্স ব্যতীত কোন সাময়িক লাইসেন্সিকে নিয়মিত লাইসেন্স প্রদান করা হয় না। প্রতিষ্ঠানসমূহে HSE (Health, Safety & Environment) কার্যক্রম প্রণয়ন ও প্রতিপালনে গুরুত্বারোপ করা হয়।

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি

ফুয়েলের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের এগজস্ট গ্যাস ব্যবহার করে কো-জেনারেশন বা কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইসেন্সিদের উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি ব্যয় এবং বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাব রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর জেনারেটরসমূহের দক্ষতা পরিমাপে বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি ব্যয়ের হিসাব এবং প্ল্যান্টের হীট রেট যাচাই করা হয় এবং সে মোতাবেক লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।

কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন

গ্রিড কোড:

গ্রিড কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম পরিকল্পনা, ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ ম্যানেজমেন্ট, জেনারেশন শিডিউল প্রস্তুতকরণ, ব্যাক আউটের সময় সিস্টেম রিকভারি, ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যেকোন ইকুইপমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপায়ে মিটারিং ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রিডের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। ‘বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রিড কোড’ রেগুলেশনস আকারে ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রাক-প্রকাশনা করা হয়। বর্তমানে তা প্রকাশনার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ডিস্ট্রিবিউশন কোড:

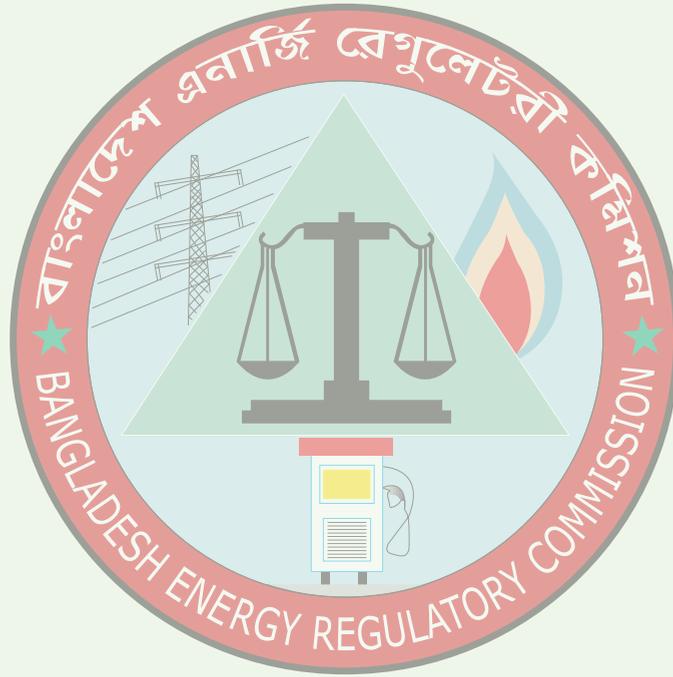
ডিস্ট্রিবিউশন কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম পরিচালনা ও সমন্বয়, বিতরণ পরিকল্পনা, সংযোগ শর্তাবলী, বিতরণ সিস্টেম অপারেশন, প্রোটেকশন, পাওয়ার কোয়ালিটি ও সিস্টেম লসের স্ট্যান্ডার্ড বজায়, বিতরণ সিস্টেমের নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি, সঠিক উপায়ে মিটারিং এবং বিল পেমেন্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে সার্বিক বিতরণ সিস্টেমের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে খসড়া ডিস্ট্রিবিউশন কোড প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ শাখার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ১। লাইসেন্সের আবেদন প্রক্রিয়াকরণে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- ২। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রচার কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- ৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মান নিরূপণে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ৪। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ৫। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ম্যানুয়াল প্রণয়ন;
- ৬। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের এনার্জি অডিট রেগুলেশনস প্রণয়ন;
- ৭। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের এনার্জি অডিট সম্পাদন;
- ৮। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রিড কোড ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ডিস্ট্রিবিউশন কোড চূড়ান্তকরণ।



গ্যাস শাখার
কার্যক্রম



গ্যাস শাখার কার্যক্রম

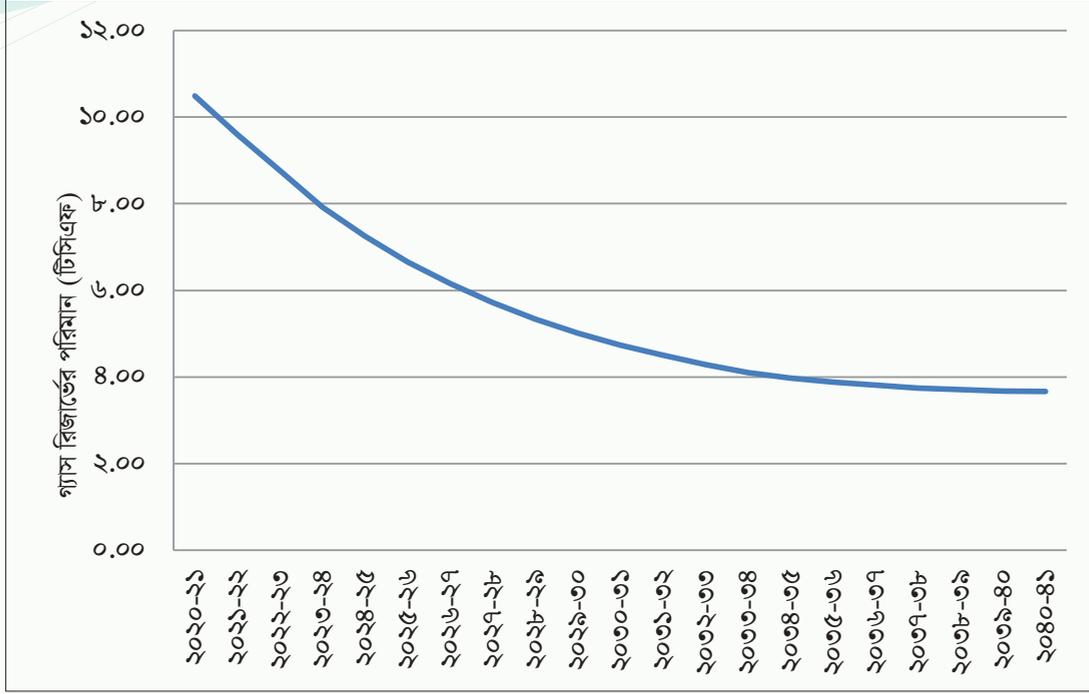
প্রাকৃতিক গ্যাস (NG), প্রাকৃতিক তরল গ্যাস (NGL), তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG), সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG), সিনথেটিক (Synthetic) প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদির প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, ট্যারিফ নির্ধারণ, স্বচ্ছতা আনয়ন, বিনিয়োগকারী ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কমিশন আইন ও প্রবিধানমালার আলোকে গ্যাস শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহারের জন্য কোডস ও স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। গ্যাসের সাশ্রয়ী (Efficient) ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এনার্জি অডিটিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ যন্ত্রপাতি/সিস্টেম ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়। গ্যাসের আওতাভুক্ত পণ্যের মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, সঞ্চালন, বিতরণ ও বিপণন এর লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, স্থগিত, বাতিল, জরিমানা, দণ্ড ও ভালো কাজের জন্য উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে এখানে শৃঙ্খলা আনয়ন করা হয়। সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা আনয়ন, চাহিদা ও সরবরাহ নির্ধারণের বিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। গ্যাস খাতের সঠিক উন্নয়নের জন্য তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ট্রেনিং ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের গ্যাস খাতের সার্বিক অবস্থা

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের প্রায় ৪৬% গ্যাস খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। দেশে এ পর্যন্ত মোট ২৮.৩০ টিসিএফ গ্যাস (২পি) আবিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে ১৮.৭০ টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছর শেষে মাত্র ৯.৬০ টিসিএফ গ্যাস মজুদ রয়েছে। গত বছর প্রায় ০.৮৯ টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে এবং প্রতি বছর গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার না হওয়ায় দেশীয় গ্যাস উৎপাদন অতি সামান্য পরিমাণে যুক্ত হচ্ছে। দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রসমূহ থেকে উৎপাদিত গ্যাস চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বিদেশ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানি করে চাহিদা মেটানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতীয় গ্যাস গ্রীডে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০.২১৬ টিসিএফ আরএলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে।

গ্যাস রিজার্ভ, চাহিদা ও সরবরাহ

গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান-২০১৭ হতে প্রাপ্ত ২০২০-২১ থেকে ২০৪০-৪১ পর্যন্ত প্রাকল্পিত গ্যাস রিজার্ভ, চাহিদা, উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য অনুযায়ী চিত্র-৬ ও ৭ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে হারে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার না হলে বাংলাদেশের গ্যাস রিজার্ভ ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০৩০ সালে নূন্যতম পর্যায়ে নেমে আসবে। গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান-২০১৭ (Scenario C) অনুসারে ২০২০-২১ অর্থবছরে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা ছিলো প্রায় ৪৩০০ এমএমসিএফডি যার বিপরীতে মোট সরবরাহ ছিলো দৈনিক ৩০১২ এমএমসিএফডি তমধ্যে দেশীয়ভাবে প্রায় ২৪২০ এমএমসিএফডি গ্যাস এবং প্রায় ৫৯২ এমএমসিএফডি আরএলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ দেশীয় সরবরাহের বিপরীতে দৈনিক প্রায় ১৮৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহের ঘাটতি ছিলো। এই ঘাটতি যথাক্রমে ২০২৫ সালে ৩৯০৩ এমএমসিএফডি ও ২০৩০ সালে ৫৫৮৭ এমএমসিএফডি হবে। গ্যাসের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরপক্ষে দেশীয়ভাবে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। দেশীয়ভাবে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি না করা গেলে গ্যাসের ঘাটতি মেটানোর জন্য এলএনজি বা পাইপলাইন গ্যাস অথবা বিকল্প জ্বালানি আমদানি করতে হবে। এলএনজি আমদানি বৃদ্ধি করে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হলে গ্যাসের সরবরাহ মূল্য অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে, যার ফলস্বরূপ জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল চাপ পড়বে ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাধাগ্রস্ত হবে। এজন্য দেশীয়ভাবে গ্যাসের মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন। সে লক্ষ্য পূরণে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ভোক্তাদের সহায়তায় গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) গঠন করেছে।



লেখচিত্র-৬: দেশীয় গ্যাস রিজার্ভ প্রক্ষেপণ (গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান-২০১৭ ও পেট্রোবাংলার তথ্য সমন্বয়ে)



লেখচিত্র-৭: গ্যাসের চাহিদা ও দেশীয় উৎপাদনের পার্থক্য (গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান-২০১৭ ও পেট্রোবাংলার তথ্য সমন্বয়ে)

দেশীয় গ্যাস উৎপাদন

দেশে বর্তমানে ০৩ (তিন)টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি এবং উৎপাদন বন্টন চুক্তির আওতায় ০২ (দুই)টি বিদেশী কোম্পানি মূল ভূখণ্ড হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নোক্তভাবে গ্যাস উৎপাদন করেছে:

সারণি-১৩: কোম্পানি ভিত্তিক দেশীয় গ্যাস উৎপাদন

ক্রমিক নং	কোম্পানি	উৎপাদন (এমএমসিএফডি)
১	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)	৫৮৯
২	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)	৮৮
৩	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	১২৬
৪	শেভরন বাংলাদেশ	১৫৩৫
৫	ত্রিস এনার্জি বাংলাদেশ লিঃ	৮২
	মোট	২৪২০

সূত্র: পেট্রোবাংলার ওয়েবসাইট।



বাপেক্স শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র, ভোলা।

এলএনজি আমদানি

চাহিদার তুলনায় দেশীয় উৎপাদন কম হওয়ায় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আরপিজিসিএল ২০১৮ সাল থেকে এলএনজি আমদানি শুরু করে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দৈনিক ৫৯২ এমএমসিএফডি হিসেবে প্রায় ০.২১৬ টিসিএফ আরএলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। এলএনজি আমদানির জন্য কাতার এর সাথে ১৫ বছর ও ওমানের সাথে ১০ বছর মেয়াদি চুক্তি করা হয়েছে। চুক্তি অনুসারে দুই দেশ থেকে বার্ষিক সরবরাহের পরিমাণ ২.৮-৪.০ মিলিয়ন মেট্রিকটন (এমটিপিএ) যা গড়ে দৈনিক ৩৫০-৫৪০ এমএমসিএফডি। ২০২১ সালে এডিপি অনুসারে কাতার হতে ৪০টি এবং ওমান হতে ২৪ টি মোট ৬৪টি কার্গো সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে ১৪ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে Master Sales and Purchase Agreement (MSPA) চূড়ান্ত স্বাক্ষর করা হয়। ২৫/০৯/২০২০ তারিখে স্পট মার্কেট হতে ১ম এলএনজি কার্গো আমদানি করা হয়। স্পট মার্কেট হতে ৩১ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩টি এলএনজি কার্গো সরবরাহ করা হয়েছে (সূত্র: আরপিজিসিএল এর ওয়েবসাইট)।

গ্যাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

আপস্ট্রিম গ্যাস সরবরাহ

দেশীয় কোম্পানি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এবং আন্তর্জাতিক তেল অনুসন্ধান কোম্পানি (আইওসি) শেভরন বাংলাদেশ ও ক্রিস এনার্জি বাংলাদেশ লিঃ গ্যাস উৎপাদন করে। এছাড়া দেশের গ্যাসের চাহিদা মিটানোর জন্য আরপিজিসিএল এলএনজি আমদানি করে। উৎপাদিত গ্যাস এবং এলএনজি গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানির মাধ্যমে সঞ্চালনপূর্বক ০৬(ছয়) টি বিতরণ কোম্পানির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট সরবরাহ করা হয়। এ সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) নিয়ন্ত্রণ করে।

ইভিসি মিটার

প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিইআরসি ট্যারিফ নির্ধারণ, মান উন্নয়ন ও ভোক্তার সেবা নিশ্চিত করার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তার অংশ হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের সঠিক পরিমানে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত কমিশনের ২৭ আগস্ট ২০১৫ খ্রি. এবং ১৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখের আদেশ এর মাধ্যমে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহকে ইভিসি মিটার স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে প্রায় সব সিএনজি স্টেশন এবং কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

প্রি-পেইড মিটার

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকসমূহকে মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকদের তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০%-৫০% বেশি বিল প্রদান করতে হয়। তাই বিইআরসি ২৭ আগস্ট ২০১৫ খ্রি. এবং ১৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখের আদেশ এর মাধ্যমে গৃহস্থালি গ্রাহকদেরকে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের জন্য গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহকে পরামর্শ প্রদান করেছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ গেজেট নং-২৮.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০১.১৯.২০১, তারিখ: ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ এ “আবাসিক পর্যায়ে খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্টমিটার ক্রয় ও স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯” জারী করে। প্রি-পেইড মিটারের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করে উন্মুক্ত করে দিতে হবে যাতে গ্রাহকসমূহ তা নিজস্ব অর্থে ক্রয় করে সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থাপন করতে পারে। এর ফলে বিতরণ কোম্পানি নিজস্ব অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়িত করতে পারবে। আশা করা যায় এ কার্যক্রম অচিরেই শুরু হবে।

নূন্যতম বিল

গ্যাস বিলে নূন্যতম চার্জ থাকার কারণে গ্রাহকগণকে গ্যাস ব্যবহার না করলেও নির্দিষ্ট পরিমাণ বিল পরিশোধ করতে হতো। বিইআরসি ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখের আদেশে নূন্যতম চার্জ প্রত্যাহার করায় ভোক্তাগণ গ্যাসের প্রকৃত ব্যবহার অনুযায়ী বিল প্রদান করেছে এবং গ্যাস ব্যবহারের হিসেবে সঠিকতা ও ভোক্তার সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্যাস ব্যবহারে নিরাপত্তা

বিগত কয়েক বছরে পাইপলাইন গ্যাস থেকে দুর্ঘটনায় অনেক জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। গ্যাস লিকেজ এসব দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ। লিকেজ চিহ্নিত করার জন্য কমিশন গ্যাসে গন্ধ (Odor) মেশানোর উপর গুরুত্বারোপ করে সংশ্লিষ্টদেরকে পত্র দিয়েছে এবং তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করেছে। দুর্ঘটনা রোধে এলপিগ্যাসের ক্ষেত্রে অনুরূপ গন্ধ (Odor) মেশানোসহ অন্যান্য নিরাপত্তার বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিইআরসি গুরুত্বারোপ প্রদান করেছে।

সিস্টেম লস

পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০২০-২১ অর্থবছরে গ্যাসফিল্ড ও এলএনজি থেকে জাতীয় গ্রীডে গড়ে দৈনিক ৩০১২ এমএমসিএফডি গ্যাস ট্রান্সমিশন করা হয়েছে। কিন্তু ০৬(ছয়) টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ ২৭৮৫ এমএমসিএফডি গ্যাস বিতরণ করেছে অর্থাৎ প্রতিদিন ২২৭ এমএমসিএফডি গ্যাসের (৭.৫৪%) হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না যার বার্ষিক আর্থিক মূল্য প্রায় ২৩০০ কোটি টাকা (প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের গড় মূল্য ৯.৮০ টাকা হিসেবে)। এক্ষেত্রে কমিশনের দৃঢ় সুপারিশ হচ্ছে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ থেকে বিতরণ কোম্পানির এলাকা ভিত্তিক সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে যথাযথ মিটারিং এর ব্যবস্থা ও নিয়মিতভাবে হিসাবরক্ষণ এবং ইনভেন্টরি করতে হবে। সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। প্রতিমাসে সিস্টেম লস হিসাব করে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। যথাযথভাবে গ্যাসে গন্ধ যুক্ত করে পাইপের ছিদ্র সনাক্তকরণ, মেরামত ও পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। অবৈধ গ্যাস লাইন ও সরঞ্জাম অপসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে। অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারকারী ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে গ্যাস আইন-২০১০ অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে অচিরেই সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাস শাখার লাইসেন্সিং কার্যক্রম

গ্যাস খাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে ০৩(তিন) টি ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

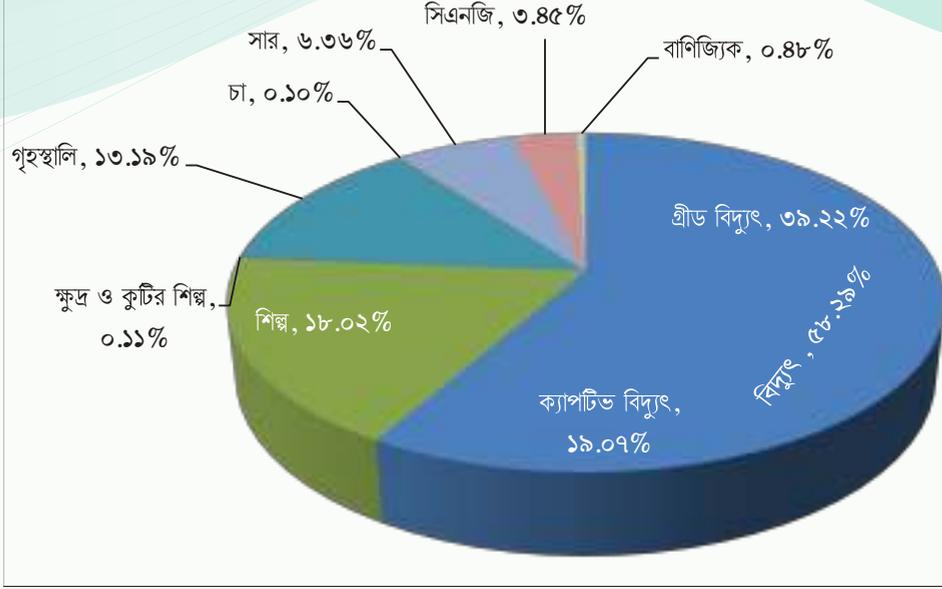
বিপণন লাইসেন্স

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) কে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বিপণন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান করেছে। বিভিন্ন উৎপাদন কোম্পানি এবং এলএনজি থেকে পেট্রোবাংলা ২০২০-২১ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ২৭৮৫ এমএমসিএফডি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ০৬ (ছয়) টি বিতরণ কোম্পানির মাধ্যমে সরবরাহ করেছে। নিম্নে খাতওয়ারী উক্ত গ্যাসের ব্যবহার দেখানো হলো।

সারণি-১৪: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাতওয়ারী গ্যাসের আনুপাতিক ব্যবহারের বিবরণ

ক্রমিক নং	খাত	পরিমাণ (বিসিএফ)	ব্যবহারের আনুপাতিক হার (%)
১.১	গ্রীড বিদ্যুৎ	৩৯৮.৭৫	৩৯.২২
১.২	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	১৯৩.৮৬	১৯.০৭
	মোট (বিদ্যুৎ)	৫৯২.৬১	৫৮.২৯
২	শিল্প	১৮৩.২৩	১৮.০২
৩	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১.১৪	০.১১
৪	গৃহস্থালি	১৩৪.১০	১৩.১৯
৫	সার	৬৪.৬৪	৬.৩৬
৬	সিএনজি	৩৫.০৬	৩.৪৫
৭	চা	০.৯৮	০.১০
৮	বাণিজ্যিক	৪.৮৭	০.৪৮
	মোট	১০১৬.৬৫	১০০

সূত্র: সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানি।



লেখচিত্র-৮: খাতওয়ারী গ্যাসের আনুপাতিক ব্যবহারের হার।

সারণি-১৫: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাতওয়ারী গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যার বিবরণ

ক্রমিক নং সংখ্যা	খাত	গ্যাস বিতরণ কোম্পানি ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা						খাত ভিত্তিক মোট গ্রাহক
		তিতাস	কর্ণফুলী	বাখরাবাদ	জালালাবাদ	পশ্চিমাঞ্চল	সুন্দরবন	
১	বিদ্যুৎ	২০	৫	১৪	১৯	১০	৫	৭৩
২	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	১৪৪১	১৯২	৮১	১২৫	৪৭	২	১৮৮৮
৩	সার কারখানা	১	৪	১	১	-	-	৭
৪	শিল্প	৩২৭৩	১০৯২	১৮১	১১৮	১২৮	৫	৪৭৯৭
৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১১	-	৬১০	৪৫৯	-	-	১০৮০
৬	সিএনজি	৩১৮	৭০	৯১	৫৯	৩০	-	৫৬৮
৭	চা-বাগান	-	২	-	১০০	-	-	১০২
৮	বাণিজ্যিক	৪১৫৮	২৮৪৩	১৫২৯	৮০৩	৩৩২	২	৯৬৬৭
৯.১	গৃহস্থালি	৯৯৬১৩০	১৪৩২৪৫	২৩৮৫৯১	৯৬৮১৩	৫৭৯৯০	২৩৭২	১৫৩৫১৪১
৯.২	গৃহস্থালি (বার্নারের সংখ্যা)	২৮১১৩৫৯	৫৯৩০৪৭	৪৮৮০৬১	২১৯৭৭৫	১২৮৮৪৪	৬৪৫১	৪২৪৭৫৩৭
সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা		১০০৫৩৫২	১৪৭৪৫৩	২৪১০৯৮	৯৮৪৯৭	৫৮৩৫৭	২৩৮৬	১৫৫৩৩২৩
সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা (বার্নার হিসেবে)		২৮২০৫৮১	৫৯৭২৫৫	৪৯০৫৬৮	২২১৪৫৯	১২৯৩৯১	৬৪৬৫	৪২৬৫৭১৯

সূত্র: সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির প্রেরিত তথ্য ও ওয়েবসাইট।

সঞ্চালন লাইসেন্স

গ্যাস সঞ্চালনের ক্ষেত্রে ০৩(তিন)টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানিগুলোর সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য নিম্নরূপঃ

সারণি-১৬: সঞ্চালন কোম্পানির লাইনের বিবরণ

ক্রমিক নং	গ্যাস কোম্পানির নাম	সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	১৯৭৩
২	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৬৩৭
৩	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৫২৫

সূত্র: সংশ্লিষ্ট কোম্পানি হতে প্রাপ্ত তথ্য।

বিতরণ লাইসেন্স

গ্যাস বিতরণের ক্ষেত্রে ছয়(০৬) টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কোম্পানিসমূহের সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ এবং গ্রাহক সংখ্যা নিম্নরূপঃ

সারণি-১৭: বিতরণ কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা ও সরবরাহকৃত গ্যাসের বিবরণ

ক্রমিক নং	গ্যাস কোম্পানির নাম	২০২০-২১ অর্থবছরে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ (বিসিএফ)	
গ্রাহক সংখ্যা	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৫৫৯.৭৯	১০০৫৩৫২
২	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১১২.২৪	১৪৭৪৫৩
৩	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১১২.০২	২৪১০৯৮
৪	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	১৪৪.৪২	৯৮৪৯৭
৫	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৫৪.৯২	৫৮৫৩৭
৬	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৩৩.২৫	২৩৮৬
	মোট	১০১৬.৬৫	১৫৫৩৩২৩

সূত্র: সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানি।

কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত খাতওয়ারী বছরভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ

লাইসেন্স প্রদান, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ ও বাতিল করা কমিশনের অন্যতম একটি কাজ। উন্মুক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার উপস্থিতিতে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

সারণি-১৮: ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বিবরণ

ক্যাটাগরি	৩০ জুন ২০১৭পর্যন্ত	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০	অর্থবছর ২০২০-২১	মোট
গ্যাস বিপণন লাইসেন্স	১	-	-	-	-	১
গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্স	৩	-	-	-	-	৩
গ্যাস বিতরণ লাইসেন্স	৫	১	-	-	-	৬
সিএনজি মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	৩৮৯	৩৯	৪০	৪	৪	৪৭৬
এলপিগি মজুতকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স	৯	১২	৮	৭	৫	৪১
অটোগ্যাস মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	-	-	-	১	-	১
এলএনজি মজুতকরণ লাইসেন্স	-	১	১	-	-	২
প্রপেন/বিউটেন মজুতকরণ ও বিতরণ লাইসেন্স	১	১	-	-	-	২
মোট	৪০৮	৫৪	৪৯	১২	৯	৫৩২

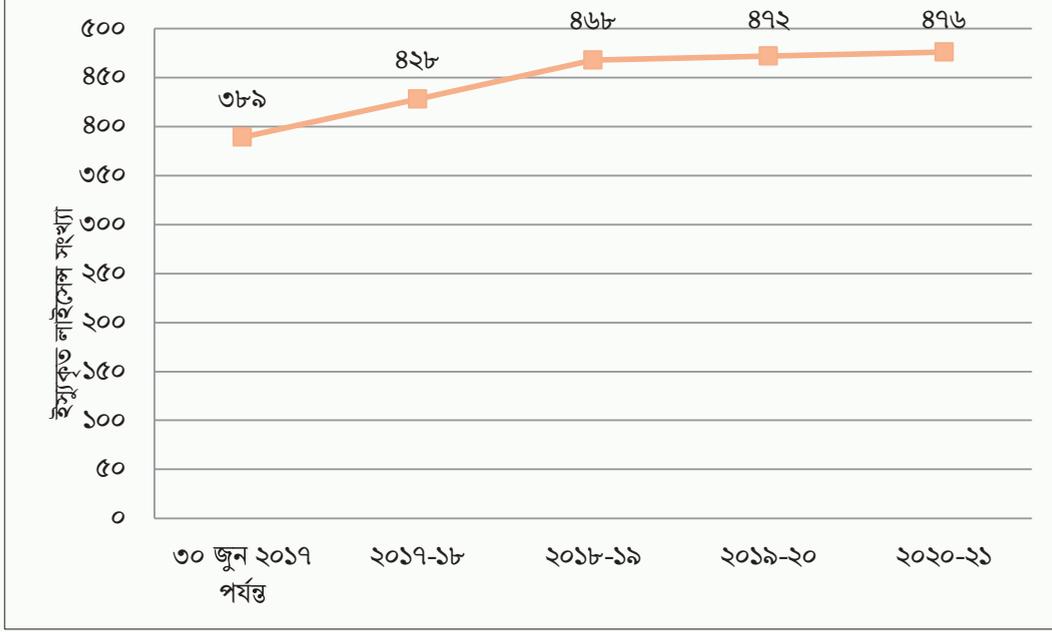
সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেজ।

** এলপিগি খাতের বেসরকারি ডিস্ট্রিবিউটরগণ এখন পর্যন্ত বিইআরসি হতে কোন লাইসেন্স গ্রহণ করেনি।

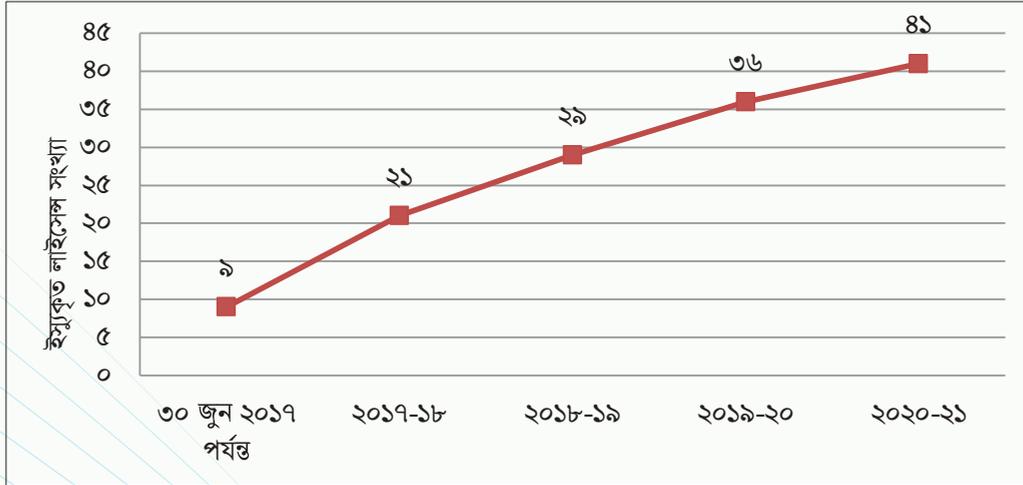
সারণি-১৯: বছরভিত্তিক লাইসেন্স নবায়ন, মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ ও সংশোধনের সংখ্যা

ক্যাটাগরি	অর্থবছর ২০১৬-১৭	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০	অর্থবছর ২০২০-২১
গ্যাস বিপণন লাইসেন্স	-	১	১	-	১
গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্স	২	৩	২	২	৩
গ্যাস বিতরণ লাইসেন্স	-	৫	৫	৪	৮
সিএনজি মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	১৪৫	২১৬	২২৫	৯৬	১৮৪
এলপিগি মজুতকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স	-	১৪	২৮	২৩	২৭
অটোগ্যাস মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	-	-	-	-	-
এলএনজি মজুতকরণ লাইসেন্স	-	-	১	১	৩
প্রপেন/বিউটেন মজুতকরণ ও বিতরণ লাইসেন্স	-	-	২	১	২
মোট	১৪৭	২৩৯	২৬৪	১২৭	২২৮

সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেজ।



লেখচিত্র-৯: ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত সিএনজি লাইসেন্স সংখ্যা (২টি ডটার স্টেশনসহ)



লেখচিত্র-১০: ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত এলপিগি লাইসেন্স সংখ্যা



লেখচিত্র-১১: ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স সংখ্যা

এলপিজি কার্যক্রম

এলপিজি একটি পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি। ০১ (এক) কেজি এলপিজি'র জ্বালানি ক্ষমতা ১৮ কেজি কাঠের দহন ক্ষমতার সমপরিমাণ। এছাড়া রান্নার কাজে এলপিজি ব্যবহার করার কারণে ধোয়ায় সৃষ্ট ফুসফুসজনিত রোগের প্রকোপ কমে। বাংলাদেশে ১৯৭৮ সাল থেকে ইস্টান রিফাইনারী লিমিটেড জ্বালানি তৈল শোধনের সময় উপজাত হিসেবে এলপিজি উৎপাদন করে আসছে। পরবর্তীতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর থেকে কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র থেকে অন্যান্য উপজাতের মধ্যে এলপিজি উৎপাদিত হচ্ছে। উভয় সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র বিপণন কোম্পানি এলপি গ্যাস লিমিটেড (এলপিজিএল) বাজারজাত করছে। জাতীয় জ্বালানি নীতি-১৯৯৬ তে সর্বপ্রথম বেসরকারি খাতে এলপিজি বাজারজাত করার সুপারিশ করা হয়। সে নীতির আলোকে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে এ সেক্টরকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিইআরসি থেকে ইতোমধ্যে ২৮টি প্রতিষ্ঠান-কে এলপিজি আমদানিপূর্বক বিভিন্ন স্থানে ৪১টি এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিপণন ও বিতরণের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরবরাহকৃত এলপিজি'র ৮৪%-ই গৃহস্থালি রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শিল্প, বাণিজ্যিক এবং অটোগ্যাস খাতে প্রায় ১৬% এলপিজি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অটোমোবাইলখাতে এলপিজি'র (অটোগ্যাস) ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১.২০ মিলিয়ন টন এলপিজি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে এলপিজি'র প্রায় ৯৮% বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যোগান দিচ্ছে এবং সরকারি সংস্থা বিপিসি এর আওতাধীন কোম্পানি এলপিজিএল দেশীয় উৎস থেকে সংগ্রহকৃত ২% এলপিজি সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) এবং ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে বিইআরসি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ে সরকারি/বেসরকারি এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। রীট পিটিশন নম্বর-১৩৬৮৩/২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আদেশ অনুযায়ী বিইআরসি প্রতিমাসে ভোক্তাপর্যায়ে এলপিজি'র মূল্য সমন্বয় করে আসছে।

গ্যাস শাখার অর্জন

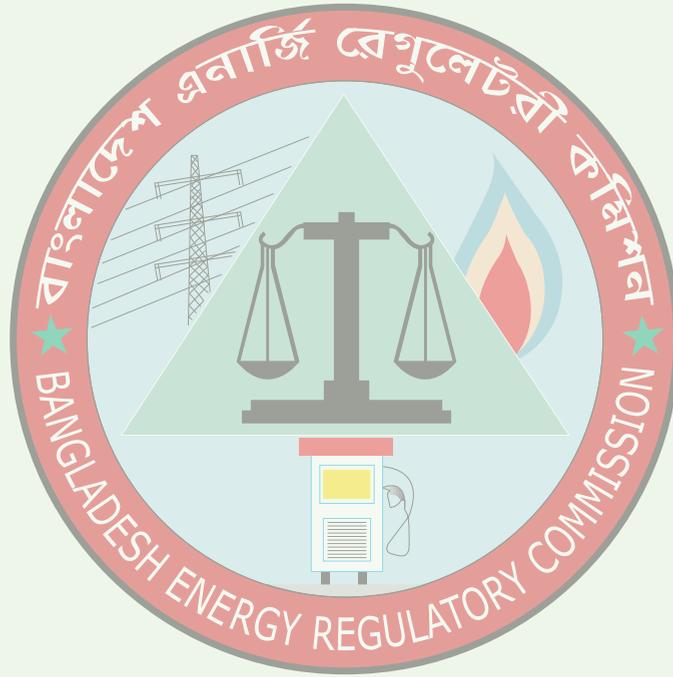
- ১। গৃহস্থালি গ্রাহকদের হতে আনমিটারড অবস্থায় গ্যাস ব্যবহারের তুলনায় ৪০-৫০% বিল বেশি আদায় করা হতো। বিইআরসি নির্দেশনায় গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ প্রিপেইড মিটার স্থাপন করার ফলে গ্রাহকদের ব্যবহার অনুযায়ী প্রকৃত বিল প্রদান করতে হচ্ছে। উপকারভোগী গ্রাহকসংখ্যা খুবই কম, তাই দ্রুত গতিতে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গ্রাহকের অর্থায়নে মিটার স্থাপনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে।
- ২। ভোক্তাকে প্রকৃত পরিমাপে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ইভিসি মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং বিতরণ কোম্পানিসমূহকে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে, যাতে ১০০% গ্রাহক (ইভিসি স্থাপনে উপযুক্ত) দ্রুত ইভিসি মিটার পেতে পারে।
- ৩। মিনিমাম চার্জ জুলাই ২০১৯ থেকে বিইআরসি কর্তৃক প্রত্যাহারের ফলে গ্রাহকগণ ব্যবহার অনুযায়ী প্রকৃত বিল প্রদানের সুফল পাচ্ছে।

- ৪। ২০২০-২১ অর্থবছরে লাইসেন্স খাতে গ্যাস বিভাগের ৭.৯৩ কোটি টাকা আয় হয়েছে।
- ৫। ভোক্তাদের সঠিক দামে এলপিগ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে বিইআরসি ভোক্তাপর্যায়ে সরকারি/বেসরকারি এলপিগ্যাস মূল্যহার প্রতিমাসে নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করেছে যার সুফল ভোক্তাগণ পাচ্ছে।
- ৬। গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) এর মাধ্যমে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৩৫ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৩০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
- ৭। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) এর মাধ্যমে সহায়তা করে গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য সহায়তা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

গ্যাস শাখার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

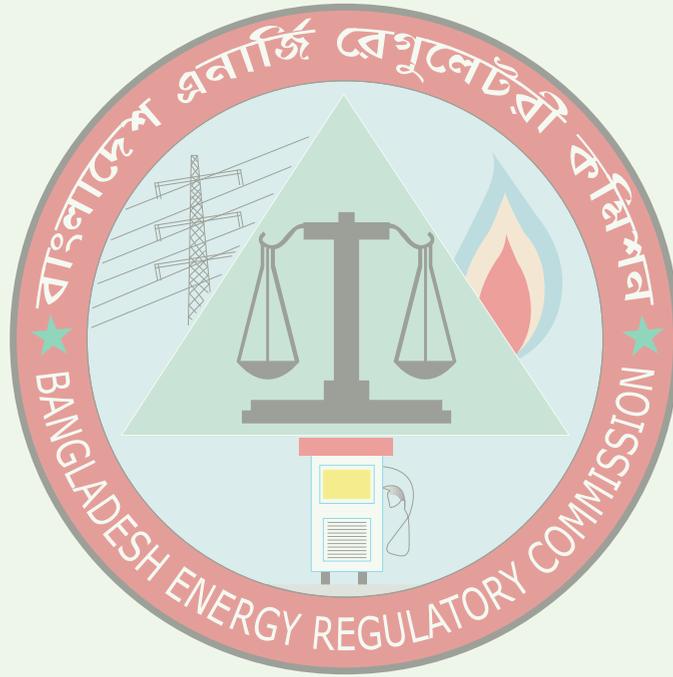
কমিশন আইনের ধারা ২২(চ) অনুযায়ী কমিশনের অন্যতম কার্যাবলী হচ্ছে জ্বালানি সেক্টরে গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস ও স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা। গ্যাস খাতে গুণগতমান সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

- ১। সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং স্টেশন নিরাপত্তা কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা প্রণয়ন;
- ২। যানবাহনের সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানি ব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস ও স্ট্যান্ডার্ডস প্রবিধানমালা প্রণয়ন;
- ৩। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এলপিগ্যাস মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, পরিবহন এবং বিতরণ কোডস ও স্ট্যান্ডার্ডস (অটোগ্যাস স্টেশনসহ) প্রণয়ন;
- ৪। তৈল ও গ্যাসের মজুদকরণ, পরিমাপ, বিতরণ ও সঞ্চালনের মান নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ৫। এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;
- ৬। জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।





পেট্রোলিয়াম শাখার
কার্যক্রম



বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেল খাতের সার্বিক অবস্থা

বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেল খাত মূলত আমদানি নির্ভর। গ্যাস ক্ষেত্র সমূহ থেকে কিছু পরিমাণ (দৈনিক প্রায় ১০,৫০০ ব্যারেল এবং বার্ষিক ৫,১৮,১৫৪ মেট্রিক টন, যা আবার ক্রমহ্রাসমান) কনডেনসেট/ ন্যাচারাল গ্যাস লিকুইড (এনজিএল) পাওয়া যায় যা সরকারি-বেসরকারি রিফাইনারিতে সরবরাহ ও ফ্রাকশনেসনের মাধ্যমে পুনরায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) বিপণন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হয়। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে সর্বমোট প্রায় ৯৮,৪৯,৯০৮ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ৬০,৫২,২০১ মেট্রিক টন (৬১.৪৫%) বিপিসির মাধ্যমে বাকি ৩৭,৯৭,৭১৭ মেট্রিক টন (৩৮.৫৫%) (ফার্নেস অয়েল) বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক সংগ্রহ পূর্বক সিস্টেমে সরবরাহ করা হয়।

সারণি-২০: অর্থবছর ভিত্তিক পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেলের ব্যবহার

(মেট্রিক টন)

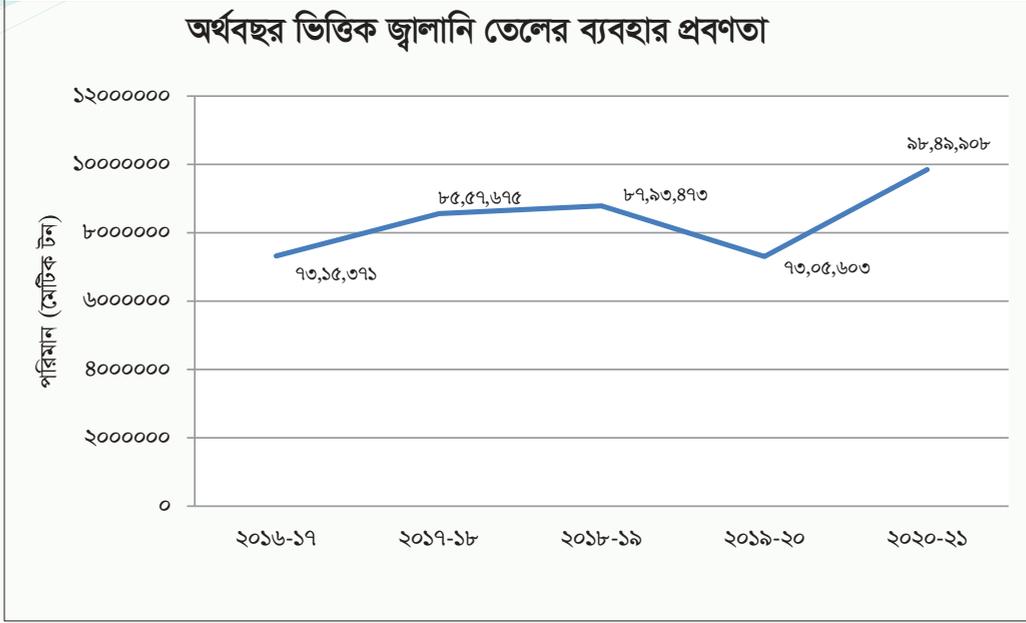
ক্রম	জ্বালানি তেল	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
১	জেট এ -১	৩৭৬৭০০	৪০৮২৭২	৪৩০৩৪১	৩৪৫১২৬	২৩৪২৬০
২	অকটেন	১৮৬৯১১	২৩০২৮০	২৬৬৯৮৮	২৬২৮২৫	২৯৯৫১৩
৩	পেট্রোল	২৩২৩৫৯	২৮৪৬৮৮	৩১৮৫৯৩	৩২২৪৩২	৩৭২৬৭০
৪	কেরোসিন	১৭০৯৯৩	১৩৮৪০৩	১২১৪৯৭	১০৫৮৫১	৯৯৫৩৯
৫	ডিজেল	৪০০০০৪৪	৪৮৩৫৭১২	৪৫৯৩৪৮৬	৪০২৩৪০৯	৪৪৮০৯৮৮
৬	ফার্নেস অয়েল	২৩৪৭৭০৪	২৬৬০২২৪	৩০৬২৪৭২	২২৪৫৬৯২	৪৩৪৯০৫৯
৭	এলডিও	৬৬০	৯৬	৯৬	২৬৮	৭৩
৮	মেরিন ফুয়েল	-	-	-	-	১৩৮০৬
	মোট	৭৩১৫৩৭১	৮৫৫৭৬৭৫	৮৭৯৩৪৭৩	৭৩০৫৬০৩	৯৮৪৯৯০৮

সূত্র: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিক্রয় ও বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ফার্নেস অয়েল আমদানির তথ্য।

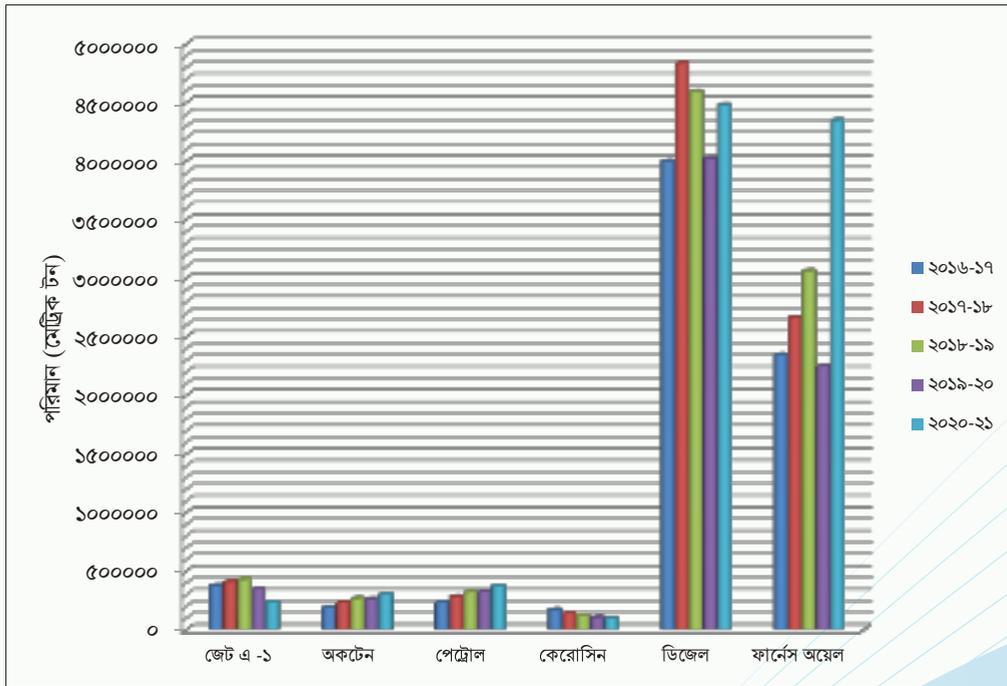
বিগত ২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত পর্যালোচনায় জ্বালানি তেল ব্যবহারের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের পরিমাণ ছিল ৭৩,১৫,৩৭১ মেট্রিক টন যা ২০১৭-১৮ এ বেড়ে ৮৫,৫৭,৬৭৫ মেট্রিক টন এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৯৮,৪৯,৯০৮ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। করোনা মহামারির প্রথম ঢেউয়ে পরিবহন খাত বন্ধ থাকাসহ সামগ্রিক ছুটি ও লকডাউনের কারণে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জ্বালানি তেলের ব্যবহারের প্রবণতা রেখাটি সাময়িক ভাবে নিম্নগামী হয় এবং ঐ অর্থ বছরে জ্বালানি তেলের ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৭৩,০৫,৬০৩ মেট্রিক টন (লেখচিত্র-১২)।

বার্ষিক জ্বালানি তেলের তুলনামূলক ব্যবহার প্রবণতা বিশ্লেষণে ডিজেলের ব্যবহার বিগত ৫ বছরে ৪০-৫০ লাখ মেট্রিক টনে উঠানামা করেছে, ফার্নেস অয়েল, পেট্রোল এবং অকটেনের ব্যবহারে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় ছিল; এভিয়েশন ফুয়েল জেট এ-১ এর ২০১৮-১৯ পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী প্রবণতা থাকলেও করোনার প্রভাবে এর ব্যবহার ক্রমহ্রাসমান এবং কেরোসিনের ব্যবহার লক্ষণীয় ভাবে ক্রমহ্রাসমান ছিল (লেখচিত্র-১৩)।

লেখচিত্র-১২: বিগত পাঁচ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের ব্যবহার প্রবণতা



লেখচিত্র-১৩: বিগত পাঁচ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের তুলনামূলক ব্যবহার প্রবণতা



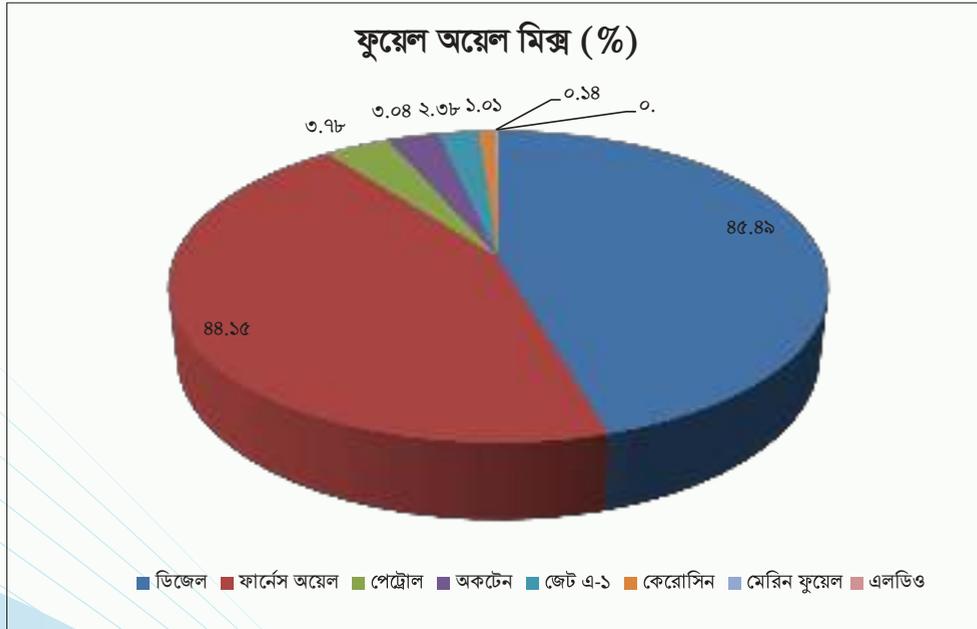
সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম ফুয়েল অয়েল মিক্স বিশ্লেষণে যথারীতি ডিজেলের প্রাধান্য লক্ষণীয় (৪৫.৪৯%); এর পরেই যথাক্রমে ফার্নেস অয়েল (৪৪.১৫%), পেট্রোল (৩.৭৮%), অকটেন (৩.০৪%), জেট এ-১ (২.৩৮%), কেরোসিন (১.০১%) এর অবস্থান (লেখচিত্র-১৪)।

সারণি-২১: ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম ফুয়েল অয়েল মিক্স

জ্বালানি তেল	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	%
ডিজেল	৪৪৮০৯৮৮	৪৫.৪৯
ফার্নেস অয়েল	৪৩৪৯০৫৯	৪৪.১৫
পেট্রোল	৩৭২৬৭০	৩.৭৮
অকটেন	২৯৯৫১৩	৩.০৪
জেট এ-১	২৩৪২৬০	২.৩৮
কেরোসিন	৯৯৫৩৯	১.০১
মেরিন ফুয়েল	১৩৮০৬	০.১৪
এলডিও	৭৩	০
মোট	৯৮৪৯৯০৮	১০০

সূত্র: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ফার্নেস অয়েল আমদানির তথ্য।

লেখচিত্র-১৪: ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম ফুয়েল অয়েল মিক্স



২০২০-২১ অর্থবছরে পেট্রোলিয়াম ফুয়েল অয়েলের কনজুমার মিক্স পর্যালোচনায় প্রথমবারের মত বিদ্যুৎ খাতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় (৪৪.১২%)। এর পরে ধারাবাহিকভাবে রয়েছে পরিবহন খাত (৪০.১৯%), কৃষি খাত (৯.৯%), শিল্প খাত (৪.০৯%), গৃহস্থালি খাত (০.৮৭%) এবং অন্যান্য (সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন) খাত (০.৮১%) (লেখচিত্র-১৫)।

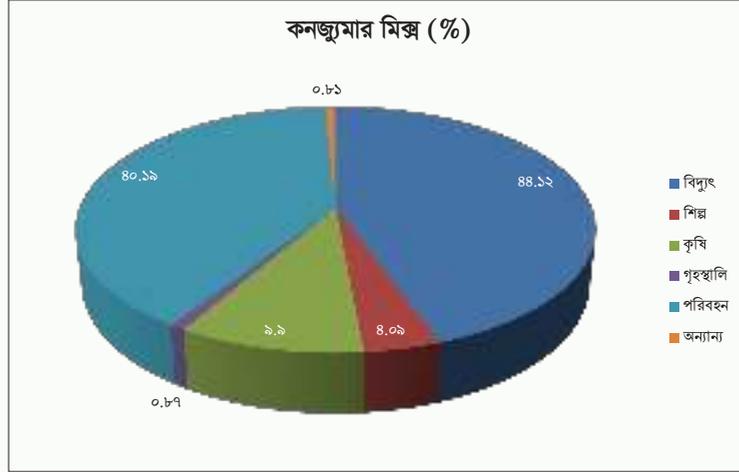
সারণি-২২: ২০২০-২১ অর্থবছরে খাত ভিত্তিক পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেলের ব্যবহার

(মেট্রিক টন)

জ্বালানি তেল	বিদ্যুৎ	শিল্প	কৃষি	গৃহস্থালি	পরিবহন	অন্যান্য	মোট
অকটেন	০	১০৩৫	০	০	২৯৪৫৭৮	৩৯০০	২৯৯৫১৩
পেট্রোল	০	৮৫	০	০	৩৬৮০৮৫	৪৫০০	৩৭২৬৭০
কেরোসিন	০	৭৮০০	০	৮৫৬০০	২০৩৯	৪১০০	৯৯৫৩৯
ডিজেল	৫৮৫০০	৩৪৫১০০	৯৭৫৫০০	০	৩০৪২৯০০	৫৮৯৮৮	৪৪৮০৯৮৮
ফার্নেস অয়েল	৪২৮৭৬৮৪	৪৯৩০০	০	০	৩৩৭৫	৮৭০০	৪৩৪৯০৫৯
জেট এ-১	০	০	০	০	২৩৪২৬০	০	২৩৪২৬০
এলডিও	০	৭৩	০	০	০	০	৭৩
মেরিন ফুয়েল	০	০	০	০	১৩৮০৬	০	১৩৮০৬
মোট	৪৩৪৬১৮৪	৪০৩৩৯৩	৯৭৫৫০০	৮৫৬০০	৩৯৫৯০৪৩	৮০১৮৮	৯৮৪৯৯০৮
%	৪৪.১২	৪.০৯	৯.৯	০.৮৭	৪০.১৯	০.৮১	১০০

সূত্র: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ফার্নেস অয়েল আমদানির তথ্য।

লেখচিত্র-১৫: ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেলের কনজুমার মিক্স



পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণ ব্যবসায় নিয়োজিত হতে হলে কমিশন থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। যেখানে ধারা ২(খ) অনুযায়ী “এনার্জি” অর্থ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ এবং ধারা ২(খ) অনুযায়ী “পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ” অর্থ প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত তরল কিংবা কঠিন হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ এবং পেট্রোলিয়াম উপজাত যেমন: লুব্রিকেন্ট ও পেট্রোলিয়াম দ্রাবক (solvent) উহার অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে প্রাকৃতিক গ্যাস উহার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উক্ত আইন অনুযায়ী পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন ও বিতরণ, সঞ্চালন ও সরবরাহে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদানসহ লাইসেন্সীদের সেবার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংজ্ঞা অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সংখ্যা ব্যাপক। Environmental Science & Technology এর ফেব্রুয়ারি ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্ববাজারে কেমিক্যাল পণ্যের সংখ্যা ৩,৫০,০০০ ছাড়িয়েছে, যার মধ্যে ৪০% অর্থাৎ অন্তত ১,৫০,০০০ টি হাইড্রোকার্বনজাত পেট্রোকেমিক্যাল থেকে সংশ্লেষিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ/পলিমার। প্রতিবছর ২,০০০ টি নতুন কেমিক্যাল পদার্থ বিশ্ববাজারে প্রবেশ করছে যার মধ্যে প্রায় ৮০০ টি পেট্রোকেমিক্যাল পদার্থ। আজ পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম শাখা প্রায় ১৫০ টির অধিক পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু করেছে।

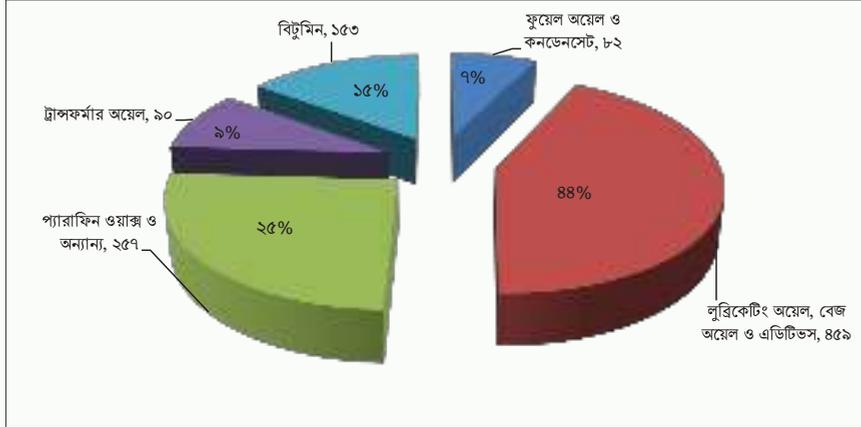
পেট্রোলিয়াম শাখার অর্জন

কমিশনের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৮ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে পেট্রোলিয়াম শাখা কর্তৃক সর্বমোট ৯২৫টি পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে লুব্রিকেটিং অয়েল, বেজ অয়েল ও এডিটিভস ক্যাটাগরিতে ৪৫৯টি (৪৪%), প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য ক্যাটাগরিতে ২৫৭টি (২৫%), বিটুমিন ক্যাটাগরিতে ১৫৩টি (১৫%), ট্রান্সফর্মার অয়েল ক্যাটাগরিতে ৯০টি (৯%) এবং ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট ক্যাটাগরিতে ৮২টি (৯%) লাইসেন্স দেয়া হয়েছে (লেখচিত্র-১৬)।

সারণি-২৩: পেট্রোলিয়াম পদার্থের অনুকূলে ক্যাটাগরি ভিত্তিক ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যার পরিমাণ

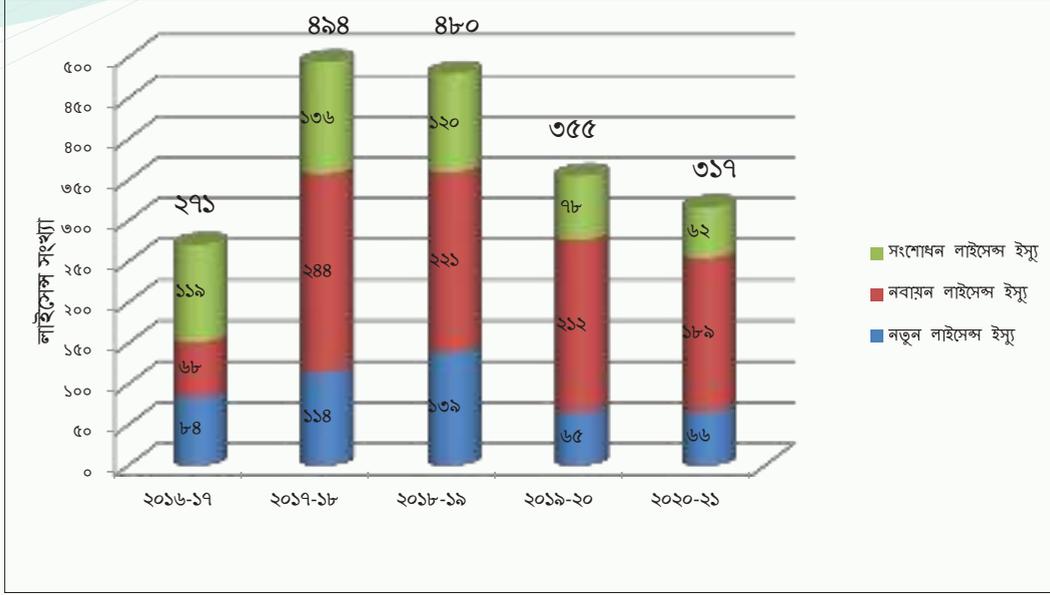
ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	লাইসেন্স সংখ্যা	%	মন্তব্য
১	ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট	৮২	৯	একই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সে একাধিক পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ক্যাটাগরি অন্তর্ভুক্ত থাকায় লাইসেন্সের সংখ্যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।
২	লুব্রিকেটিং অয়েল, বেজ অয়েল ও এডিটিভস	৪৫৯	৪৪	
৩	প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য	২৫৭	২৫	
৪	ট্রান্সফর্মার অয়েল	৯০	৯	
৫	বিটুমিন	১৫৩	১৫	

লেখচিত্র-১৬: বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থের অনুকূলে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স সংখ্যার শতকরা পরিমাণ।



২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৭১টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৯৪টি লাইসেন্স, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৮০টি, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৫৫টি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩১৭টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৬টি নতুন লাইসেন্স, ১৮৯টি নবায়ন লাইসেন্স ও ৬২টি সংশোধন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে (লেখচিত্র-১৭)। করোনা মহামারীকালেও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের নিমিত্ত পেট্রোলিয়াম শাখা লাইসেন্সিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

লেখচিত্র-১৭: পেট্রোলিয়াম শাখা থেকে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার বছরভিত্তিক লেখচিত্র

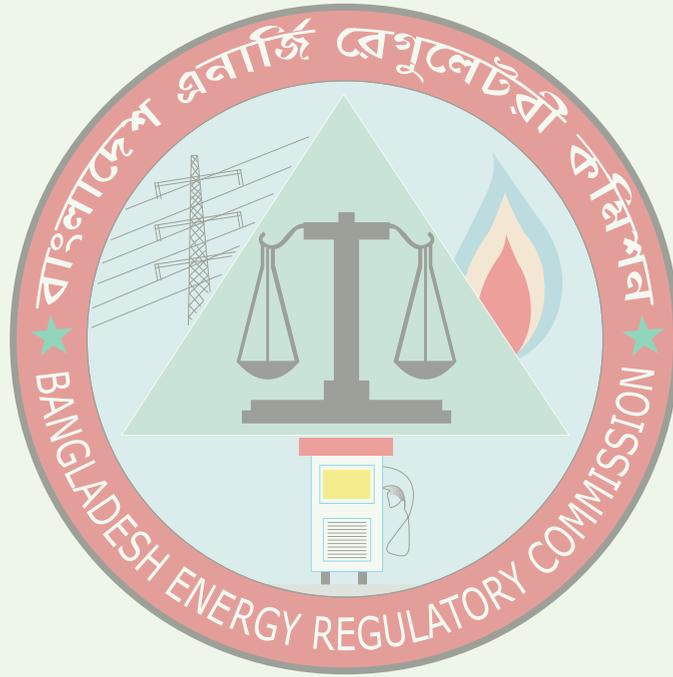


পেট্রোলিয়াম শাখার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- লাইসেন্স আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রচারে কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুতকরণ, সরবরাহ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনে মান নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ম্যানুয়াল প্রণয়ন;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুতকরণ ও হ্যান্ডলিং নিরাপত্তা ম্যানুয়াল প্রণয়ন এবং
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিবহন নিরাপত্তা ম্যানুয়াল প্রণয়ন।



আইন ও বিধি
শাখার কার্যক্রম



আইন ও বিধি শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০ অনুযায়ী সালিশি আইন, ২০০১ বা অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত যে কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণের বিধান রয়েছে। কমিশন আইন অনুযায়ী লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। কমিশনের বিরোধ নিষ্পত্তির যাবতীয় কার্যক্রম আইন ও বিধি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়া এ শাখার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা।

বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম

কমিশনের নিকট নিষ্পত্তির জন্য যে সমস্ত বিরোধ আসে তার বেশিরভাগই অবৈধ সংযোগ, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, মিটার টেম্পারিং, ন্যূনতম বিল আরোপ, বিল বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ইভিসি মিটারে বিল না করা, Excess Fuel এবং Liquidity Damage আরোপ ইত্যাদি সংক্রান্ত। ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের নিকট সর্বমোট ৩৮টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন জমা হয়। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ২২ টি বিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক কমিশন রোয়েদাদ (Award) প্রদান করে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিরোধ ৬ টি, গ্যাস (শিল্প ও বাণিজ্য) সংক্রান্ত বিরোধ ১২ টি এবং গ্যাস (সিএনজি) সংক্রান্ত বিরোধ ৪ টি। ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশনে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩২ ও ১৮৩ টি। তন্মধ্যে প্রতিবেদনাধীন সময়ে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮ ও ২২ টি।

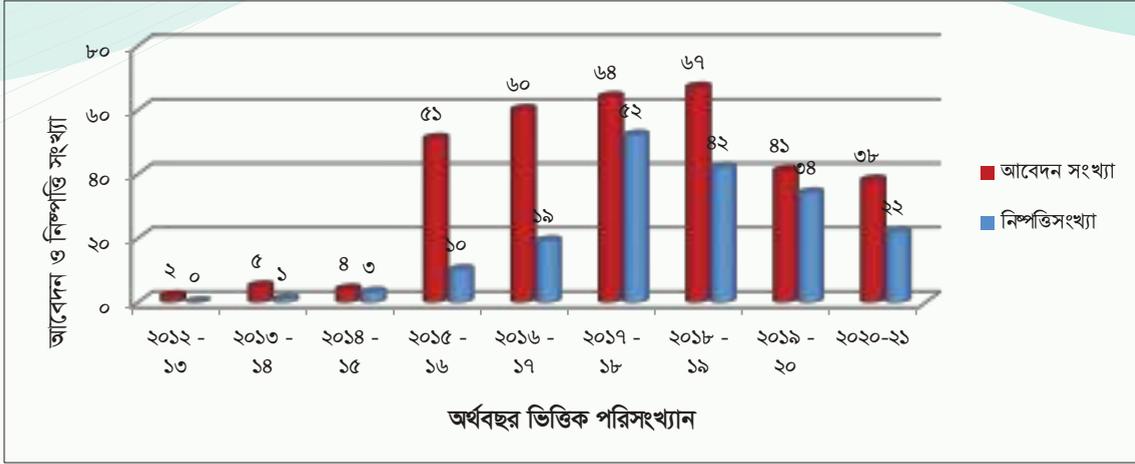
সারণি-২৪: ২০১২-১৩ হতে ২০২০-২১ পর্যন্ত অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও বিরোধ নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থবছর	আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	পুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন আবেদন সংখ্যা
২০১২ - ১৩	২	০	২
২০১৩ - ১৪	৫	১	৬
২০১৪ - ১৫	৪	৩	৭
২০১৫ - ১৬	৫১	১০	৪৮
২০১৬ - ১৭	৬০	১৯	৮৯
২০১৭ - ১৮	৬৪	৫২	১০১
২০১৮ - ১৯	৬৭	৪২	১২৬
২০১৯ - ২০	৪১	৩৪	১৩৩
২০২০ - ২১	৩৮	২২	১৪৯
মোট	৩৩২	১৮৩	১৪৯



কমিশনের বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনায় উপস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ।

লেখচিত্র-১৮: ২০১২ -১৩ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান



প্রবিধানমালা প্রণয়ন

কমিশন বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ধারা ৫৯ অনুসারে প্রণীতব্য প্রবিধানমালা প্রাক-প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের আপত্তি/পরামর্শ বিবেচনাক্রমে চূড়ান্তপূর্বক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০২১ ও Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement (Cancel) Regulations, ২০২১ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। Bangladesh Energy Regulatory Commission (Electricity Grid Code) Regulations, ২০১৯ এর উপর আপত্তি/পরামর্শ আহ্বান করে প্রাপ্ত আপত্তি/পরামর্শ বিবেচনাক্রমে প্রবিধানমালাটি চূড়ান্তভাবে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্র: নং	শিরোনাম
১।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২১ (খসড়া)
২।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও অপরাধ হিসেবে গণ্যকরণ) প্রবিধানমালা, ২০২১ (খসড়া)
৩।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের খুচরা ট্যারিফ) প্রবিধানমালা- ২০১২ (খসড়া)
৪।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন ও বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা ২০১২ (খসড়া)
৫।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ পরিবহন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১২ (খসড়া)

কমিশন প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে এ যাবৎ নিম্নবর্ণিত ৯ টি প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
১।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬
২।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
৩।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
৪।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
৫।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
৬।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন ২০১৬
৭।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন ২০১৬
৮।	Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement (Cancel) Regulations 2021	১৬ জুন ২০২১
৯।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০২১	১৬ জুন ২০২১

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ দ্বারা কমিশন পরিচালিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০, বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ প্রভৃতি আইনানুযায়ী কমিশন বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

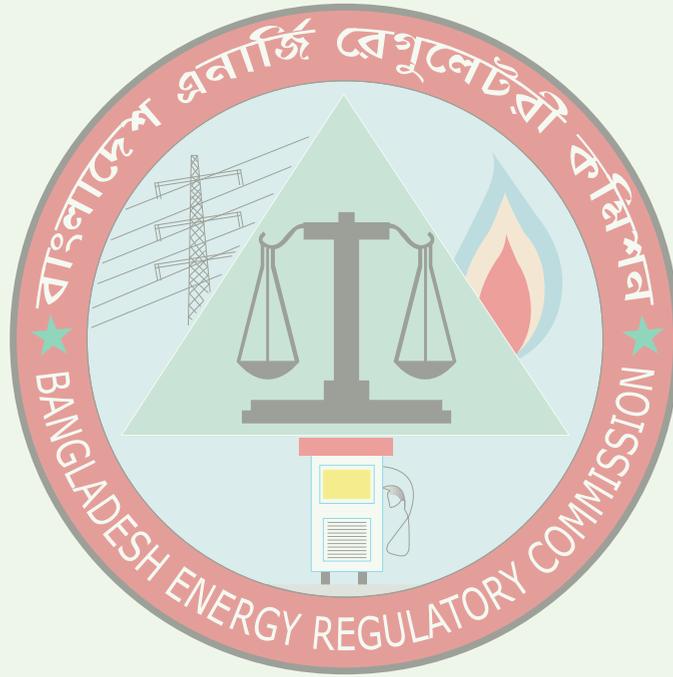
বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম পরিদর্শকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল

বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ৪১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম পরিদর্শকের যে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি করে থাকে। বিগত অর্থবছরে এতদসংক্রান্ত কোন আপীল আবেদন দাখিল হয়নি।





অর্থ ও হিসাব
শাখার কার্যক্রম



অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১৭-২১ এর বিধান এবং “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪” ও “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪” অনুযায়ী কমিশনের আর্থিক কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে।

কমিশনের তহবিলের উৎস

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৭(১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত মোট ৪ (চার) টি উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ কমিশনের তহবিল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে;

- সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ;
- এ আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ এবং
- অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ। অন্যান্য উৎসের মধ্যে সিস্টেম অপারেশন ফিস, আরবিট্রেশন ফিস ও ব্যাংক সুদ উল্লেখযোগ্য।

২০২০-২১ অর্থবছরের আয়ের হিসাব

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত মোট আয় হয় ৪১.৫৫ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের মোট আয় ছিল ২৮.৩৫ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে লাইসেন্স ফি বাবদ আয় ছিল ১৪.৪১ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭.৬৪ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতেও কমিশনে নতুন লাইসেন্স ইস্যু, সংশোধন ও নবায়ন কার্যক্রম চলমান থাকায় বিগত অর্থবছরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন সময়ে লাইসেন্স ফিস খাতে কমিশনের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইউটিলিটিসমূহ হতে সিস্টেম অপারেশন ফিস বাবদ ১৮.২৯ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৭(১) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের তহবিলে নিম্নোক্ত ৪ (চার) টি উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী নিম্নের সারণি-২৫ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২৫: ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/জমাকৃত আয়ের হিসাব

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/জমাকৃত আয় (কোটি টাকায়)

কমিশনের আইন অনুযায়ী অর্থের উৎসসমূহ

সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান [১৭(ক)]	কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ [১৭(খ)]	কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ [১৭(গ)]					অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ [১৭(ঘ)]				সর্বমোট প্রাপ্তি	
		লাইসেন্স ফিস	আবেদন ফিস	সিস্টেম অপারেশন ফিস	টারিফ নির্ধারণে আবেদন ফিস	বিরোধ নিষ্পত্তি ফিস	উপ- মোট	এসএনডি হিসাবে প্রাপ্ত সুদ	এফডিআর তহবিলের প্রাপ্ত সুদ	বিবিধ		উপ- মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮= (৩+৪+৫+৬+৭)	৯	১০	১১	১২= (৯+১০+১১)	১৩=(৮+১২)
---	---	১৭.৬৪ (৪২.৪৫%)	০.২৯ (০.৭০%)	১৮.২৯ (৪৪.০১%)	০	০.০৮৪ (০.২০%)	৩৬.৩০ (৮৭.৩৬%)	০.৪৫ (১.০৮%)	৪.৬৬ (১১.২২%)	০.১৪ (১.৩৪%)	৫.২৫ (১২.৬৪%)	৪১.৫৫ (১০০%)

উপরের সারণি-২৫ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের আয়ের প্রধান খাত হলো এনার্জি উৎপাদন, বিপণন, বিতরণ এবং সঞ্চালনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ফিস ও সিস্টেম অপারেশন ফিস। ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত সর্বমোট আয় ৪১.৫৫ কোটি টাকার অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছে এই দুটি খাত হতে। সিস্টেম অপারেশন ফিস খাত হতে আয় ১৮.২৯ কোটি টাকা যা মোট আয়ের ৪৪.০১%। লাইসেন্স ফিস বাবদ সংগৃহীত আয় ১৭.৬৪ কোটি টাকা যা মোট আয়ের প্রায় ৪২.৪৫%। এই দুটি খাত ছাড়াও স্থায়ী আমানত হিসাব (এফডিআর) হতে প্রাপ্ত সুদ কমিশনের অন্যতম আয়ের উৎস।

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের বাজেট সংস্থান এবং প্রকৃত ব্যয়

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ ধারা অনুসরণে কমিশন প্রতি অর্থবছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং উইং এ পেশ করে। বিভিন্ন খাতের জন্য কমিশন কর্তৃক সংস্থানকৃত বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কমিশনের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬০.৭৯ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে বেতন ও ভাতাদি খাতে ৫.৯৫ কোটি, সরকারি কোষাগারে প্রদান বাবদ ২৫.০০ (পঁচিশ) কোটি টাকা, কর্মচারীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি বাবদ ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার খাতে ২.০০ (দুই) কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী মোট ব্যয় ছিল ২৫.৯৮ কোটি টাকা যা মোট বাজেট সংস্থানের ৪২.৭৪%। বর্ণিত ২৫.৯৮ কোটি টাকার মধ্যে কর্মচারীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি বাবদ ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেশে করোনার প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভ্রমণ ব্যয় খাতে এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে যানবাহন ক্রয় খাতে কোন অর্থ ব্যয় না হওয়ায় সার্বিক ব্যয় কম হয়েছে। খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিভাজন নিম্নরূপ:

সারণি-২৬: ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের মূল বাজেট, সংশোধিত বাজেট এবং প্রকৃত ব্যয় বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) ২০২০-২১
১	বেতন ও ভাতাদি	৫.৩১	৫.৯৫	৪.৯১ (৮২.৫২%)
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.৩৮	০.৩১	০.১৮ (৫৮.০৬%)
৩	অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (অফিস ভাড়া, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আইন সংক্রান্ত ব্যয়, জ্বালানি ইত্যাদিসহ)	১২.৯৩	১০.৯৮	৫.৫০ (৫০.০৯%)
৪	মোট পরিচালন ব্যয় [১+২+৩]	১৮.৬২	১৭.২৪	১০.৫৯ (৬১.৪৩%)
৫	বিনিয়োগ তফসিল / মূলধনী ব্যয়	১০.৬৭	২.৯৪	০.২৫ (৮.৫০%)
৬	জিপিএফ, কল্যাণ তহবিল, ঋণ ও অগ্রিম এবং পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড	১০.৫৫	১৫.৬১	১৫.১৪ (৯৬.৯৮%)
৭	সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদান	১৫.০০	২৫.০০	০.০০
	সর্বমোট (৪+৫+৬+৭)	৫৪.৮৪	৬০.৭৯	২৫.৯৮ (৪২.৭৪%)

উপরের সারণি-২৬ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হচ্ছে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি, অফিস ভাড়া, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আইন সংক্রান্ত ব্যয়, জ্বালানি, কর্মকর্তা-কর্মচারী পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড, সম্পদ ক্রয় এবং অন্যান্য। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন নির্ধারণ করা হয়েছিল ৬০.৭৯ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৫.৯৮ কোটি টাকা যা ব্যয়ের প্রাক্কলন হতে ৩৪.৮১ কোটি টাকা বা ৫৭.২৬ শতাংশ কম।

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় তহবিল

“বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪” এর প্রবিধি ৮(খ) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০০৫ এর ধারা ৬ অনুযায়ী কমিশনের সকল ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ থাকলে তা কমিশনের একাউন্টে জমা থাকে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমিতে কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ, টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮” এর প্রবিধান ৫৬ অনুযায়ী কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের জন্য কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও, কমিশন ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় থেকে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০.০০ (দশ) কোটি ও ১৫.০০ (পনেরো) কোটি টাকা প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে “স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০” ক্ষমতাবলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে ২৫.০০ (পঁচিশ) কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে।

সারণি-২৭: কমিশনের ২০২০-২১ অর্থবছরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা, প্রকৃত আয়, প্রকৃত ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত আয় (+/-)

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) ২০২০-২১
১.	মোট আয়	৪৩.৭৪	২৮.১৮	৪১.৫৫
২.	মোট ব্যয়	২৮.৮৭	৩২.৫৬	২৫.৯৮
৩.	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়(+/-)	১৪.৮৭	-৪.৩৮	১৫.৫৭

উপরের সারণি-২৭ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের পরিমাণ ১৫.৫৭ কোটি টাকা; যেখানে উক্ত অর্থবছরে অনুমোদিত বাজেটে ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৪.৮৭ কোটি টাকা। দেশে করোনার প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেশ কিছুদিন অফিস বন্ধ থাকায় এবং জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রত্যাশার তুলনায় লাইসেন্স কম ইস্যু হওয়ায় এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহে আমানতের উপর সুদের হার কম থাকায় আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

ভ্যাট ও আয়কর আদায়

কমিশন ২০২০-২১ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদানের সময় লাইসেন্সিদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট বাবদ আনুমানিক ৫.৮৪ কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব আদায়ে অবদান রেখেছে। লাইসেন্সিগণ লাইসেন্স ফিস জমা প্রদানের সময় সরকার প্রযোজ্য ভ্যাট জমা প্রদান করে চালানোর মূল কপি কমিশনে দাখিল করে থাকে। এছাড়া, কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর কর্তনপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট কোডে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

সারণি-২৮: ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক ভ্যাট এবং আয়কর আদায় বিবরণী (সাময়িক)

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের খাত	টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত ভ্যাট	আদায়কৃত আয়কর
১.	লাইসেন্স ফিস	১৭.৬৪	২.৬৫	-----
২.	আয়ের ক্ষেত্রে সিস্টেম অপারেশন ফিস	১৮.৩৯	২.৭৬	-----
৩.	কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত ভ্যাট (মে ২০২১ পর্যন্ত)		.৪৩	
৪.	ব্যয়ের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত আয়কর (মে ২০২১ পর্যন্ত)			.১৫
			৫.৮৪	.১৫

বিইআরসি কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল

অর্থ ও হিসাব ০২/২০২০তম কমিশন সভার (সিএম.প্রশা: ২.২১.৩; তারিখ: ০৩/০৬/২০২১) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিইআরসি কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে প্রদেয় চাঁদা বাবদ কর্তনকৃত টাকা ও এ অর্থের উপর বিধি অনুযায়ী প্রদেয় মুনাফাসহ কর্মচারীগণের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল (জিপিএফ)' এর অনুকূলে ৩৯,৩৩,৩০৫/- (উনচল্লিশ লাখ তেত্রিশ হাজার তিনশত পাঁচ) টাকা [কর্তনকৃত ২৪,৭৩,১০০/-টাকা+সুদ বাবদ ১৪,৬০,২০৫/-টাকা] স্থানান্তর করা হয়েছে।

বিইআরসি কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল

বিইআরসি কর্মচারী অবসরভাতা তহবিলে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্ষিত তহবিলের বর্তমান স্থিতি সুদসহ প্রায় ২০.০০ (বিশ) কোটি টাকা। “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮” এর প্রবিধান ৫৬ অনুযায়ী কমিশনের নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তনের জন্য Actuarial Firm নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া, “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রবিধানমালা, ২০২১” এর খসড়া হালনাগাদ করার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

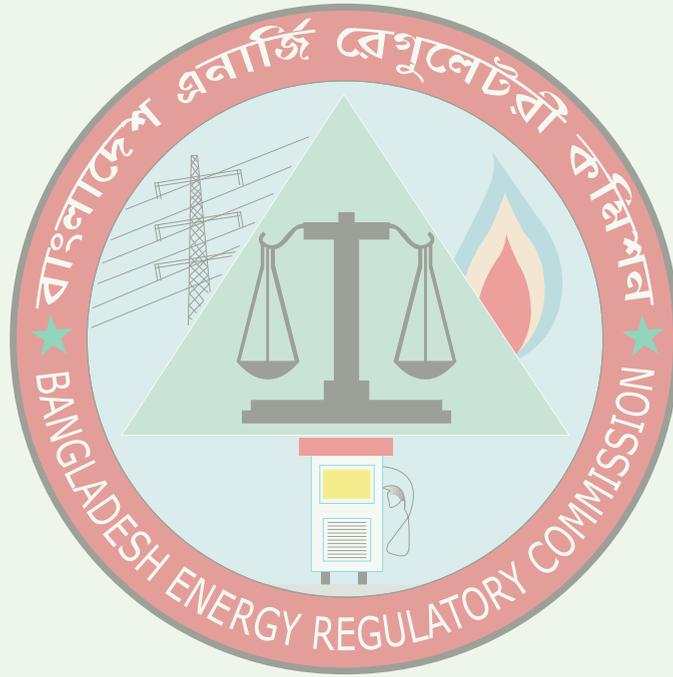
কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত “সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০১৮”; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত “বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা” এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর শিক্ষক/কর্মচারীদের জন্য জন্য প্রণীত “পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর শিক্ষক/কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০১৯” এর অনুসরণে “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩” এবং “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮” এর আলোকে “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১” (খসড়া) প্রস্তুতের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

অর্থ ও হিসাব শাখার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ১) একাউন্টিং সফটওয়্যার ক্রয় করা;
- ২) কমিশনের নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে পেনশন স্কীম প্রবর্তন;
- ৩) “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রবিধানমালা, ২০২১” (খসড়া) চূড়ান্তকরণ এবং সরকারের অনুমোদন গ্রহণ;
- ৪) “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১” (খসড়া) প্রস্তুতের কাজ চূড়ান্তকরণ এবং সরকারের অনুমোদন গ্রহণ;
- ৫) কমিশনের নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা সুবিধাদি প্রবর্তন।

আঞ্চলিক ও
আন্তর্জাতিক
সংস্থার সাথে
কমিশনের সম্পর্ক



আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক

South Asia Form for Infrastructure Regulation (SAFIR)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অবকাঠামো সম্পর্কিত রেগুলেটরী কমিশনসমূহের সমন্বিত সংস্থা South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর অন্যতম সদস্য। SAFIR কর্তৃক প্রতিবছর Executive Committee Meeting (ECM), Steering Committee Meeting (SCM), এনার্জি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাগণ এসব প্রশিক্ষণ, সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সদস্যভুক্ত দেশসমূহের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে পাম্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে SAFIR হতে নিম্নবর্ণিত সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়:

ক্রমিক	সভা	অনুষ্ঠানের তারিখ
১	19 th Executive Committee Meeting	২৮ আগস্ট ২০২০
২	26 th Steering Committee Meeting	২৮ আগস্ট ২০২০
৩	20 th Executive Committee Meeting	১০ মার্চ ২০২১
৪	21 st Executive Committee Meeting	১৯ এপ্রিল ২০২১
৫	27 th Steering Committee Meeting	১৯ এপ্রিল ২০২১

SAFIR এর চেয়ারম্যান হিসেবে উল্লিখিত সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল জলিল। এছাড়া কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান SAFIR এর চেয়ারম্যান হিসেবে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনলাইনে অনুষ্ঠিত The International Confederation of Energy Regulators (ICER) এর 51st Steering Committee Meeting এ অংশগ্রহণ করেন।

SAFIR হতে ২৭, ২৮, ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখ 19th Core course অনলাইনে আয়োজন করা হয়। এতে কমিশন হতে ১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।



SAFIR এর 20th Executive Committee Meeting এ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল জলিল ও ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভূটানের রেগুলেটরী কমিশন/সংস্থার চেয়ারম্যানগণ।

National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), USAID

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), USAID কমিশনের সাথে কাজ করেছে। NARUC, USAID এর আয়োজনে ৭, ৯ ও ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ Public Communication and Stakeholder Engagement এবং ২৪, ২৭ মে ও ১, ৩ জুন ২০২১ তারিখ Dispute Resolution Process শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইউটিলিটিসমূহ এবং কমিশন হতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ ওয়েবিনিয়ারে যথাক্রমে ৫০ জন ও ৪২ জন অর্থাৎ মোট ৯২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।



National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), USAID কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ ওয়েবিনিয়ারে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীগণ।

First SAFIR Quarterly Regulatory Newsletter এ প্রকাশিত SAFIR এর চেয়ারম্যান হিসেবে কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এর বাণী

Message from SAFIR Chairperson



Bangladesh Energy Regulatory Commission

TCB Bhaban (3rd Floor), 1 Karwan Bazar, Dhaka-1215

Md. Abdul Jalil
Chairman

Phone : +88-02-5501517
Fax : +88-02-55013518
E-mail : chair.berc.bd@gmail.com
Website : www.berc.org.bd

Message

I am highly pleased to know that the South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) has come up with the first issue of the “quarterly regulatory newsletter” for the South Asian Power Sector under the aegis of SAFIR Working Group on “Regulatory Cooperation to Facilitate Knowledge sharing, addressing Cross-cutting Energy/Electricity Regulatory Issues and Capacity Building in South Asia”. I believe that the newsletter will act as a window through which the complete scenario of SAFIR activities, achievements, reform initiatives, regulatory framework development and progress made during the stipulated period can be viewed and channeled.

SAFIR is devoted to creating a congenial environment for nurturing best practices, creativity and excellence in the region. It aims to develop a model regulatory framework in the region through mutual understanding and co-operation. By sharing high quality technical and managerial experiences, coupled with appropriate training and exposure SAFIR wants to face the challenges of cross border electricity co-operation and grid codes confidently. It is my belief that this quarterly newsletter will be successful for providing information, creative ideas, best practices and sharing views and experiences among the member countries. The publication of this newsletter will be helpful for not only channeling of information of the collective wisdom in respect of creating an atmosphere of co-operation but also in facing the challenges and implementing the programs in this regard.

Thanks and gratitude to USAID for supporting SAFIR Working Group under the flagship of South Asia Regional Initiative for Energy Integration (SARI/EI) and Integrated Research and Action for Development (IRADe).

Best wishes for the success and bright future of “SAFIR Regulatory Newsletter”.

Md. Abdul Jalil
Chairman, BERC
and
Chairman, SAFIR

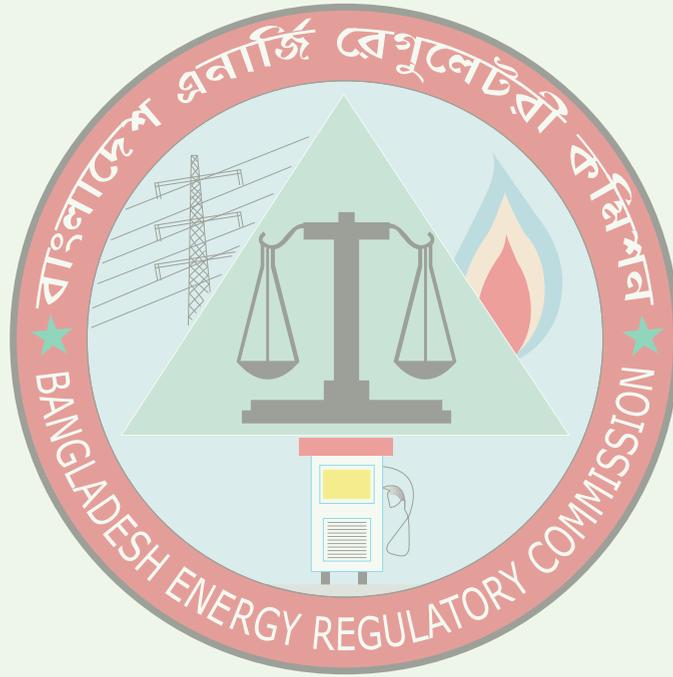
Energy Security for Sustainable Development

SAFIR Regulatory Newsletter | April - June 2020
(compiled by SARI/EI Project Secretariat)





গবেষণা
কার্যক্রম



গবেষণা কার্যক্রম

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এই খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(ক) Study of Lubricating Petroleum Operation in Bangladesh with Special Emphasis on Different Grades and Their Relative Contribution to Energy Efficiency and Impact on Machine and Environment

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবহারের ধরণ এবং উৎপাদনশীলতা ও পরিবেশের ওপর তার প্রভাব বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়। গবেষণাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্প্রতি কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে।

(খ) Petroleum Product (including LPG) Safety from the Perspective of Licensing

বাংলাদেশে এলপিগ্যাস অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের লাইসেন্সিং কার্যক্রমে এ সকল পদার্থের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ গবেষণা কার্যটি পরিচালনা করে। গবেষণাটির একটি খসড়া প্রতিবেদন সম্প্রতি কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে।

(গ) Economic Impacts of Energy Price on Industrialization in Bangladesh

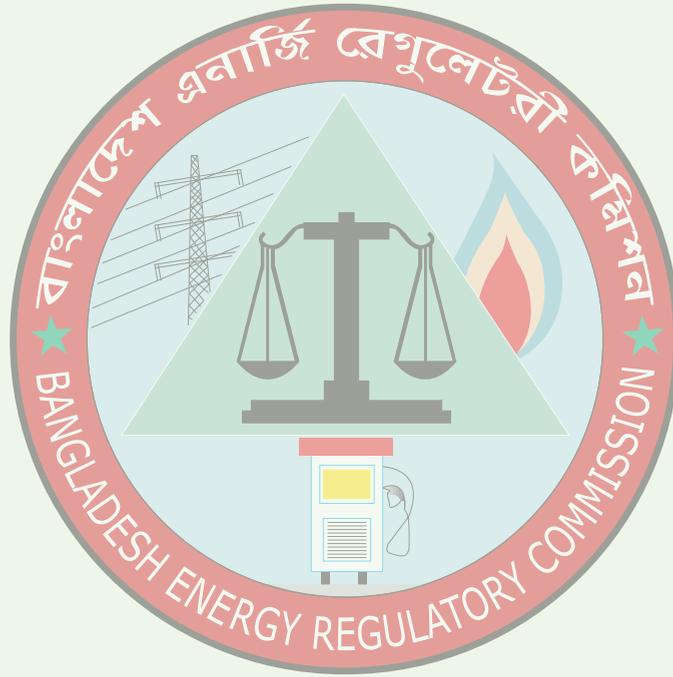
বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে জ্বালানি মূল্যের প্রভাব বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণা কার্যটি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য ইতোমধ্যে Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়েছে এবং আগ্রহী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে EOI পাওয়া গিয়েছে।

(ঘ) A comparative Study on Grid versus Captive Power for Export Oriented Industry in Bangladesh-Past-Present and Future

গ্রিড বিদ্যুতের সাথে ক্যাপটিভ বিদ্যুতের নির্ভরযোগ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং গ্রিড ভিত্তিক রপ্তানিমুখী শিল্পের সাথে ক্যাপটিভ ভিত্তিক রপ্তানিমুখী শিল্পের ব্যয় বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণা কার্যটি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য ইতোমধ্যে Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়েছে এবং আগ্রহী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে EOI পাওয়া গিয়েছে।



টেকসই উন্নয়ন অর্জিত
(এসডিজি) বাস্তবায়ন



টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এজেন্ডা

সহগ্রাম উন্নয়ন অভীষ্টের (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এমডিজি) যেখানে শেষ, সেখানেই শুরু নতুন অভীষ্টের-টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি)। ২০১৫ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘ সম্মেলনে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী: ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' শিরোনামে ১৫ বছর মেয়াদি এসডিজি এজেন্ডা ঘোষণা করা হয়। সারা বিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা (ইন্ডিকেটর) নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৭টি অভীষ্টের জন্য ৩৯টি সূচককে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১১টি আছে জাতীয় সূচক। এ সূচকগুলোয় অগ্রগতি হলে তার ইতিবাচক প্রভাব অন্যগুলোর ওপরও পড়বে। এর বাইরে আরেকটি অতিরিক্ত সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না' নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। জ্বালানি খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৭: সকলের জন্য শাস্যী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।

'অভীষ্ট-৭' বাস্তবায়নে লক্ষ্যসমূহ (টার্গেট)

- লক্ষ্য ৭.১: ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শাস্যী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা।
- লক্ষ্য ৭.২: ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।
- লক্ষ্য ৭.৩: জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের বৈশ্বিক হার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা।
- লক্ষ্য ৭.ক: ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা এবং উন্নততর ও নির্মলতর জীবাশ্ম-জ্বালানি প্রযুক্তিসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি অবকাঠামো ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগ প্রবর্তন।
- লক্ষ্য ৭.খ: ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব সহায়ক কর্মসূচি অনুযায়ী সকলের জন্য আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি সেবা সরবরাহকল্পে জ্বালানি অবকাঠামোর বিস্তারসহ প্রযুক্তির উন্নতি সাধন।

লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার সূচকসমূহ (ইন্ডিকেটর)

স্বল্পতম সময়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে ৩৯ সূচকের একটি সেট নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত সূচকসমূহের কিছু বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট থেকে সরাসরি এবং কিছু সূচক বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন করে নির্বাচন করা হয়েছে।

'অভীষ্ট-৭' অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার সূচকসমূহ নিম্নরূপ:

- লক্ষ্যমাত্রা ৭.১.১: ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা।
- লক্ষ্যমাত্রা ৭.১.২: ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ২০% এ উন্নীত করা।

সূচক সমূহ অর্জনে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২০২১ সালে সক্ষমতা ২৪ হাজার এবং ২০৩০ সালে ৪০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা।
- বর্তমানে দেশে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, তার মাত্র তিন শতাংশ (অর্থবছর ২০১৪-১৫) আসে কয়লাভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম থেকে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে এটি ১১ শতাংশ এবং ২০২৯-২০৩০ অর্থবছর নাগাদ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
- বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ ও হালনাগাদকরণ; উপকেন্দ্র নির্মাণ ও মানোন্নয়ন; সুইচ স্টেশন ও নদী পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ; যেসব ট্রান্সফরমারের অধীনে সক্ষমতার বেশি সংযোগ রয়েছে, সেসব ট্রান্সফরমার স্থানান্তর; গতানুগতি ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ও ডিজিটাল মিটারগুলো প্রিপেইড মিটারের মাধ্যমে স্থানান্তর; বিতরণ পদ্ধতির পুনর্গঠন ও নিবিড়তা বাড়ানো; গ্যাস বরাদ্দকরণ নীতি (বিকল্প মাধ্যম হিসেবে এলপিগ্যাস ও বায়োগ্যাস), দেশীয় গ্যাস উত্তোলন নীতি, দেশীয় কয়লা রপ্তানি নীতি প্রতিষ্ঠাকরণ; জ্বালানি ভর্তুকি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; গৃহস্থালি ও পরিবহন খাতে এলপিগ্যাস ব্যবহার উৎসাহিতকরণ; এলএনজি আমদানি কৌশল ও কয়লা আমদানি কার্যক্রম সম্প্রসারণে পরিকল্পনা গ্রহণ।
- ৭০ লাখ নতুন গ্রাহককে সংযোগ দেওয়ার মাধ্যমে ৩০ হাজার গ্রামের শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা।

‘অভীষ্ট-৭’ অর্জনে কমিশনের রেগুলেটরী সহায়তা কার্যক্রম:

- জ্বালানি খাতে এসডিজি’র বর্ণিত অভীষ্ট অর্জনে সরকারের যথাযথ উদ্যোগ ও বাজেটারি সাপোর্টের ফলে এবং বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতকরা প্রায় শতভাগে (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) উন্নীত হয়েছে।
- পল্লী এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের বিদ্যুৎ বিতরণ অবকাঠামো ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার স্বার্থে কমিশনের রেগুলেটরী সহায়তার আওতায় পবিসসমূহের উক্ত কস্ট রিকোভারি নিশ্চিতকল্পে পবিসসমূহের পাইকারি (বান্ধ) মূল্যহার তুলনামূলক কম নির্ধারণ করা হয়েছে।
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বর্তমানে গ্রামীণ এলাকার প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ গ্রাহক লাইফ-লাইন মূল্যহারের সুবিধা ভোগ করছে।
- দেশীয় গ্যাস কোম্পানির তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কমিশন কর্তৃক ‘গ্যাস উন্নয়ন তহবিল’ গঠন করা হয়েছে।
- দেশের সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ‘বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল’ গঠন করা হয়েছে।
- দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ‘জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল’ গঠন করা হয়েছে।
- দেশে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রিড কোড চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে সরকারের নবায়নযোগ্য নীতিমালা অনুযায়ী রেগুলেটরী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- রেগুলেটরী গাইডলাইন/নীতি-নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিত এবং এসডিজি’র ‘অভীষ্ট-৭’ অর্জনের পথ সুগম হচ্ছে।
- বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, সংযোগের আওতা বাড়ানো এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাত্রা বছরের পর বছর ধরে চমকপ্রদভাবে বেড়েছে। বিদ্যুৎ বিদ্রোহের দৈনিক নিবিড়তা ব্যাপকহারে কমেছে।



কমিশনের অর্জন ও
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা



কমিশনের অর্জন

ট্যারিফ নির্ধারণ

কমিশন বিদ্যুৎ এর পাইকারি (বান্ধ) ট্যারিফ, সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং বা ট্রান্সমিশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ (ট্রান্সমিশন চার্জ), গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও অংশীজনদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ করে থাকে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, পরিচালন ব্যয় সংকুলান ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ভোক্তাস্বার্থ, সরকার কর্তৃক অনুদান প্রদান, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ, আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়ন ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশন বিগত বছরগুলোতে ট্যারিফ সমন্বয় করেছে।

বিদ্যুতের বান্ধ, সঞ্চালন ও খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) বিদ্যুতের পাইকারি (বান্ধ) মূল্যহার বৃদ্ধির জন্য ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) বৃদ্ধির জন্য ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কমিশনে আবেদন দাখিল করে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা-কোম্পানি হিসেবে বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিউবো, ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এবং ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো) কমিশনে আবেদন দাখিল করে।

অগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি প্রদান এবং সমূহবিষয় বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় এবং পাইকারি পর্যায়ে বিউবো-কে সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদান এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বিদ্যুতের পাইকারি, সঞ্চালন এবং খুচরা মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে পুনর্নির্ধারিত মূল্যহার বর্তমানে কার্যকর রয়েছে।

- (ক) বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসেবে বিউবো এর উৎপাদন ব্যয় এবং পাইকারি পর্যায়ে বিউবো-কে সরকার কর্তৃক বছরে ৩,৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বিচেনায় বিদ্যুতের বিদ্যমান পাইকারি (বান্ধ) মূল্যহার ভারিত গড়ে (Weighted Average) ৪.৭৭ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে ৮.৪০% বৃদ্ধি করে ৫.১৭ টাকা/কি.ও.ঘ. পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে;
- (খ) পিজিসিবি এর সঞ্চালন ব্যয় বিবেচনায় বিদ্যুতের বিদ্যমান সঞ্চালন মূল্যহার বা হুইলিং চার্জ ভারিত গড়ে ০.২৭৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে ৫.৩০% বৃদ্ধি করে ০.২৯৩৪ টাকা/কি.ও.ঘ. পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে এবং
- (গ) বিদ্যুতের পুনর্নির্ধারিত পাইকারি (বান্ধ) ও সঞ্চালন মূল্যহার এবং বিতরণ ব্যয় বিবেচনায় বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা-কোম্পানিসমূহ তথা বিউবো, বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহ, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো এবং নেসকো এর বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ভারিত গড়ে (Weighted Average) কি.ও.ঘ. প্রতি ৬.৭৭ টাকা থেকে ৫.৩০% বৃদ্ধি করে কি.ও.ঘ. প্রতি ৭.১৩ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, উক্ত আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা-কোম্পানিসমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনজনিত কমিশন আদেশ কার্যকরের সময়কাল নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২৯: কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ঘোষিত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	ডিসেম্বর ২০০৯	বাপবিবো এর জন্য আদেশ
০২	মার্চ ২০১০	বিউবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাড়িকো এর জন্য আদেশ
০৩	ফেব্রুয়ারি ২০১১	
০৪	ডিসেম্বর ২০১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২	একই আদেশে দুই ধাপে কার্যকর
০৫	মার্চ ২০১২	
০৬	সেপ্টেম্বর ২০১২	
০৭	মার্চ ২০১৪	
০৮	সেপ্টেম্বর ২০১৫	
০৯	ডিসেম্বর ২০১৭	
১০	মার্চ ২০২০	

প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ

গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি ও বিতরণ কোম্পানিসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন ট্যারিফ এবং বিতরণ কোম্পানিসমূহের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে আহ্বানী পক্ষগণকে শুনানি প্রদান এবং সমূহবিষয় বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক কমিশন ভোক্তাপর্যায়ে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ৭.৩৮ টাকা/ঘনমিটার থেকে ৩২.৮% বৃদ্ধি করে ৯.৮০ টাকা/ঘনমিটার নির্ধারণ করে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ আদেশ জারি করে; যা ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। অদ্যাবধি কমিশন কর্তৃক ঘোষিত গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-৩০: অদ্যাবধি গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	আগস্ট ২০০৯	সিএনজি ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য
০২	মে ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজির জন্য
০৩	সেপ্টেম্বর ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজির জন্য
০৪	সেপ্টেম্বর ২০১৫	বিদ্যুৎ ও সার ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য
০৫	মার্চ ২০১৭ জুন ২০১৭	একই আদেশে দুই ধাপে কার্যকর সকল গ্রাহকশ্রেণির জন্য। তবে দ্বিতীয় ধাপে উচ্চ আদালতের আদেশ অনুযায়ী গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির জন্য মার্চ ২০১৭ এর মূল্যহার বহাল ছিল।
০৬	সেপ্টেম্বর ২০১৮	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়
০৭	জুলাই ২০১৯	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন করা হয়। তবে বাণিজ্যিক শ্রেণির আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়

ভোক্তাপর্যায়ে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিগ্যাস) মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ

ভোক্তাপর্যায়ে এলপিগ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে রীট পিটিশন নম্বর-১৩৬৮৩/২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখের আদেশ মোতাবেক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন গণশুনানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। তদপরিপ্রেক্ষিতে সরকারি এলপিগ্যাস মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এলপি গ্যাস লিমিটেড (এলপিগ্যাস) ভোক্তাপর্যায়ে এলপিগ্যাসের মূল্যহার এবং বেসরকারি এলপিগ্যাস মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ লাইসেন্সসমূহ আমদানিকৃত এলপিগ্যাসের ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব পেশ করে।

এলপিজিএল (সরকারি সংস্থা) এবং বেসরকারি এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ লাইসেন্সীসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত ভোক্তাপর্যায়ে এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাবসমূহের ওপর ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে কমিশন গণশুনানি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে আবেদনকারী পক্ষগণের আবেদন ও তৎসঙ্গে দাখিলকৃত দলিলাদি এবং সকল পক্ষকে শুনানি অস্ত্রে সমূহবিষয় বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক সরকারি এবং বেসরকারি এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ লাইসেন্সীসমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোক্তাপর্যায়ে এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করে কমিশন ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে আদেশ জারি করে। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৮.৬ এ সৌদি আরামকো কর্তৃক মাসভিত্তিতে ঘোষিত Saudi CP'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমিশন বেসরকারি এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ লাইসেন্সী/অটোগ্যাস স্টেশন লাইসেন্সী কর্তৃক সরবরাহকৃত এলপিজি এবং অটোগ্যাসের ভোক্তাপর্যায়ের মূল্যহার সমন্বয় আদেশ জারি করে আসছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত মাসভিত্তিক Saudi CP'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারি এলপিজি'র মূল্য সমন্বয় করতঃ ২৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০২, ৩১ মে ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০৩ এবং ৩০ জুন ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০৪ জারি করা হয়। জুলাই ২০২১ মাসের জন্য কার্যকর করে ৩০ জুন ২০২১ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০৪ এর মাধ্যমে-

- (ক) সরকার নির্ধারিত ইআরএল/আরপিজিসিএল পর্যায়ে প্রতি ১২.৫ কেজি এলপিজি'র মূল্য ৩৫৭.৮৯/- টাকা কে ভিত্তি ধরে এলপিজিএল কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রতি ১২.৫ কেজি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ের মূল্যহার ৫৯১/- টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- (খ) জুন ২০২১ মাসের জন্য সৌদি আরামকো কর্তৃক প্রোপেন এবং বিউটেনের ঘোষিত Saudi Contract Price (Saudi CP) যথাক্রমে প্রতি মেট্রিক টন ৫৩০ মার্কিন ডলার এবং ৫২৫ মার্কিন ডলার অনুযায়ী প্রোপেন ও বিউটেনের মিশ্রণ অনুপাত ৩৫:৬৫ বিবেচনায় প্রোপেন ও বিউটেনের গড় Saudi CP প্রতি মেট্রিক টন ৫২৬.৭৫ মার্কিন ডলার বিবেচনায়-
- (i) বেসরকারি এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ লাইসেন্সীসমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত এলপিজি'র রিটেইলার পয়েন্টে ভোক্তাপর্যায়ে মূসক ব্যতিত মূল্যহার ৬৯.৫২ টাকা/কেজি এবং মূসকসহ মূল্যহার ৭৪.২৪ টাকা/কেজি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী রিটেইলার পয়েন্টে ভোক্তাপর্যায়ে প্রতি ১২ কেজি এলপিজি'র মূসকসহ মূল্যহার ৮৯১/- টাকা নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ৫.৫, ১২.৫, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৫, ৩০, ৩৩, ৩৫ এবং ৪৫ কেজি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে;
- (iii) বেসরকারি এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ লাইসেন্সীসমূহ কর্তৃক রেটিকুলেটেড সিস্টেমের মাধ্যমে সরবরাহকৃত এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ে মূসক ব্যতিত মূল্যহার ৬৭.২৭ টাকা/কেজি এবং মূসকসহ মূল্যহার ৭১.৯৪ টাকা/কেজি বা গ্যাসীয় অবস্থায় সরবরাহকৃত এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ে মূসক ব্যতিত মূল্যহার ০.১৪৯৪ টাকা/লিটার এবং মূসকসহ মূল্যহার ০.১৫৯৭ টাকা/লিটার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে; এবং
- (iv) ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের মূসকসহ মূল্যহার ৪৪.০০ টাকা/লিটার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

অদ্যাবধি কমিশন কর্তৃক এলপিজি'র খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ/সমন্বয় সংক্রান্ত কমিশন আদেশ কার্যকরের সময়কাল নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

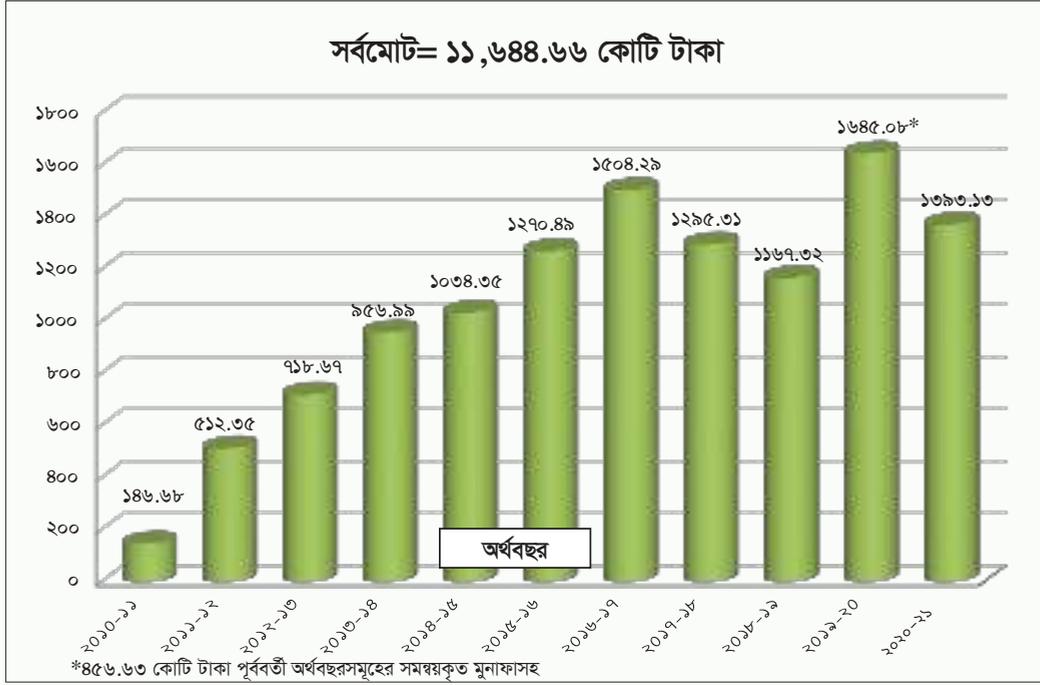
সারণি-৩১: কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ঘোষিত ভোক্তাপর্যায়ে এলপিজি'র মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	ভোক্তাপর্যায়ে এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ/সমন্বয় আদেশ কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	১২ এপ্রিল ২০২১-৩০এপ্রিল ২০২১	সরকারি সংস্থা এলপিজিএল এবং বেসরকারি লাইসেন্সীসমূহের জন্য এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ আদেশ
০২	মে ২০২১	মে ২০২১ মাসের জন্য প্রযোজ্য বেসরকারি এলপিজি'র মূল্য সমন্বয় সংক্রান্ত আদেশ
০৩	জুন ২০২১	জুন ২০২১ মাসের জন্য প্রযোজ্য বেসরকারি এলপিজি'র মূল্য সমন্বয় সংক্রান্ত আদেশ
০৪	জুলাই ২০২১	জুলাই ২০২১ মাসের জন্য প্রযোজ্য বেসরকারি এলপিজি'র মূল্য সমন্বয় সংক্রান্ত আদেশ

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বান্ধ) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন করে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়ের ওপর চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে কমিশন ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত তহবিলে জমার হার বান্ধ পর্যায়ে প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করে। উক্ত তহবিলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মুনাফাসহ ১,৬৪৪.৬৬ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ ফাণ্ডে মুনাফাসহ সর্বমোট ১১,৬৪৪.৬৬ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

লেখচিত্র-১৯: ২০১০-১১ হতে ২০২০-২১ সময়কালে অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলে মুনাফাসহ সংগৃহীত/জমাকৃত অর্থের পরিমাণ



(সূত্র: বিউবো'র নিরীক্ষা প্রতিবেদন)

কমিশন কর্তৃক প্রণীত 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন, ২০১৯' অনুযায়ী উক্ত তহবিলের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে:-

- বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় গ্যাস, এলএনজি, কয়লা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক Least Cost ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানি কর্তৃক গঠিত যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture) কোম্পানির মাধ্যমে উক্ত জ্বালানিভিত্তিক Least Cost ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানির ইকুয়িটি ফাইন্যান্সিং;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় গ্রিড সংযুক্ত (grid-tied) নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌর ও বায়ু) ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন; এবং
- বিউবো-এর মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, Balancing, Modernization, Rehabilitation (BMR), পুনঃক্ষমতায়ন (Repowering) এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে।

এ পর্যন্ত তহবিল হতে যে সকল প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

সারণি-৩২: বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে অদ্যাবধি অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের অর্থায়নে অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কোম্পানি	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)	তহবিল হতে অর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)
১	বিবিয়ানা গ্যাস বেইজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	বিউবো	৩৮৪	২,৬২৬	২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে COD হয়েছে।
২	কনভারশন অব সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট টু ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	বিউবো	৭৫	৭৬০	১৪ মার্চ ২০২০ তারিখ COD হয়েছে।
৩	কম্প্রাকশন অব শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিউবো	১০০	৮৮৮	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ COD হয়েছে।
৪	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নওপাজেকো/ বিসিপিপিএল	১,৩২০	১,১৮৪	ইউনিট-১ : ১৫ মে ২০২০ এবং ইউনিট-২ : ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে COD হয়েছে।
৫	৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাউজান, চট্টগ্রাম	বিউবো	৪০০	১,৭৪০.৫৮	জুন ২০২৩ (ক্রয় কমিটি কর্তৃক ১৯/০৫/২১ তারিখে অনুমোদিত)

সূত্র: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য ১১.২২% হারে বৃদ্ধি করে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়-যা ০১ আগস্ট ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়। তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ তহবিলে মুনাফাসহ মোট ১৬,৭৭৫.৮৮ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে বাপেক্স গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেশর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৩৫টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৩০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সারণি-৩৩: গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থাৎ বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়নের বছর	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	তিতাস ১২ নং কূপ ওয়ার্কওভার	৫,৩৮৩.৪৩	জুলাই ২০১০-জুন ২০১২	বিজিএফসিএল
২	সুনামগঞ্জ-সেত্রাকান্দা (সুনের) তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন	৬,৩৫৬.১৫	জানুয়ারি ২০১১-অক্টোবর ২০১৩	বাপেক্স
৩	১৫০০ এইচপি রিগ সংগ্রহ	১৯,৭০০.৫৭	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৪	বাখরাবাদের ৫টি কূপ খনন	৯১,৩৩১.১০	মার্চ ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৫	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ	৪,১৭৩.০৫	সেপ্টেম্বর ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৬	রূপগঞ্জ তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৬,১২৭.৫৪	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৭	বাখরাবাদ ৫ নং কূপ পুনঃসম্পাদন	৩,৮৫৯.৪৮	অক্টোবর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৪	বিজিএফসিএল
৮	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ	৭,৪৯২.৬০	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬	বাপেক্স
৯	কৈলাশটিলা কূপ নং-৭ (তৈল কূপ)	১৬,৮২৯.৬১	সেপ্টেম্বর ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৫	এসজিএফএল
১০	তিতাস ২৭ নং কূপ খনন প্রকল্প	৯,০৭৩.৯৬	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৬	বিজিএফসিএল
১১	আইডিকো রিগের ইঞ্জিন, মাড ট্যাংক এবং ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম পুনর্বাসনকরণ প্রকল্প	৩,৭৩৯.৪২	নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০১৬	বাপেক্স
১২	তিতাস ফিল্ডের গ্যাসের উদগীরণ এলাকায় কূপসমূহের ওয়ার্কওভার (১ম সংশোধিত) (৫টি কূপের ওয়ার্কওভার)	১৬,০৪৯.৯৬	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৭	বিজিএফসিএল
১৩	রশিদপুর-১০ ও রশিদপুর-১২ নং কূপ খনন	৩৪,৭০৩.৭০	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	এসজিএফএল
১৪	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে কম্প্রসর স্থাপন	৯,২৯৪.৫১	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	বিজিএফসিএল
১৫	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	১১,৩০৬.৭২	জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৬	বাপেক্স
১৬	রশিদপুর-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	১৯,৪৭৭.৩৯	ফেব্রুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৭	এসজিএফএল
১৭	তিতাস ২১ নং কূপ ওয়ার্কওভার	৪,৫০৬.৬৩	জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬	বিজিএফসিএল
১৮	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের ১০ নং কূপ খনন	২২,৩১৯.৯৫	জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৭	বিজিএফসিএল
১৯	শ্রীকাইল-৪ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	১৯,৬৪৭.০০	জুলাই ২০১৫-সেপ্টেম্বর ২০১৬	বাপেক্স
২০	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	৯,৩৩৩.০০	ডিসেম্বর ২০১২-জুন ২০১৮	বাপেক্স
২১	কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	১৪,০০৭.০০	নভেম্বর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৮	এসজিএফএল
২২	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর-২) এপ্রাইজল/ডেভলপমেন্ট ড্রিলিং গ্র্যান্ড সুন্দলপুর-১ ওয়ার্কওভার প্রকল্প	৫,০৩৫.৫০	অক্টোবর ২০১৪-অক্টোবর ২০১৭	বাপেক্স
২৩	রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর পূর্ব-১, ভোলা উত্তর-১) এবং ২টি ওয়ার্কওভার (শাহবাজপুর-১ ও ২)	৪৬,২১০.০০	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	বাপেক্স
২৪	বাপেক্স এর জন্য রিগ সাপোর্টিং যন্ত্রপাতিসহ একটি খনন এবং একটি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়	৮,৭৭৪.০০	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	বাপেক্স
২৫	২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্রোরেশন ব্রক ৩বি, ৬বি ও ৭	১৮,৮০০.০০	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৯	বাপেক্স
২৬	৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	২৩,৩৮২.০০	ডিসেম্বর ২০১২-নভেম্বর ২০১৯	বাপেক্স

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়নের বছর	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
২৭	রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল ইস্ট-১ ও সালদা নর্থ-১) ও ২টি উন্নয়ন কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২)	১৪,৪২৫.০০	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০	বাপেক্স
২৮	রূপকল্প -৩ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১)	৭,৩৮৮.০০	জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৮	বাপেক্স
২৯	রূপকল্প -৫ খনন প্রকল্প: ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩)	২,৭৫৭.০০	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৮	বাপেক্স
৩০	রূপকল্প -৯ খনন প্রকল্প: ২-ডি সাইসমিক (৩৫০০ লাইন কিঃমিঃ ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন)	৯,৪২২.০০	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০২১	বাপেক্স
মোট		৪,৭০,৯০৬.২৭		

(সূত্র: পেট্রোবাংলা)

সারণি-৩৪: গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে চলমান/গৃহীত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	চলমান/গৃহীত প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ) খনন	১৭,১২৭.০০	ইতিমধ্যে কূপটির খননকাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পাইপাইন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। উক্ত পাইপাইন নির্মাণ শেষে দৈনিক কম-বেশী ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হবে	পেট্রোবাংলা/ এসজিএফএল
২	রূপকল্প -২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কূপ (সালদা নদী সাউথ-১, সেমুতাং সাউথ-১, বাতচিয়া-১ এবং সালদা নদী ইস্ট-১)	২২,০১৮.০০	জকিগঞ্জের নতুন গ্যাসক্ষেত্রে ৬ হাজার ৮০০ কোটি ঘনফুট গ্যাসের মজুদ পাওয়া গেছে।	বাপেক্স
৩	তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার	৩৪,৪৩৫.০০	প্রকল্পের আওতায় ৬টি কূপ (হবিগঞ্জ-১, বাখরাবাদ-১, তিতাস-৬, নরসিংদী-১, তিতাস-৯ ও তিতাস-৭) ওয়ার্কওভার সম্পন্ন শেষে দৈনিক মোট প্রায় ৯৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট তিতাস-১৩ নং কূপের ওয়ার্কওভার এর বাস্তব কাজ ২৬ জুন ২০২১ তারিখ হতে শুরু হয়ে চলমান আছে।	বিজিএফসিএল
৪	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ mmcfদ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	১০,৯২৯.০০	প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে	বাপেক্স
৫	২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প	৬৯,৪৬৩.০০	প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে	বাপেক্স
মোট		১,৫৩,৯৭২.০০		

(সূত্র: পেট্রোবাংলা)

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল

০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাসের সম্পদ মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে কমিশন আদেশ বলে “জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল” গঠন করা হয়েছে। গ্যাস কোম্পানিসমূহ তহবিলে সংগৃহীত অর্থ এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা/সুদ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ তহবিলে মুনাফাসহ মোট ১২,৯১৭.৪৩ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে। এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে Revolving ফান্ড হিসাবে এ তহবিল হতে ৯,২২৭.৪৪ কোটি টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে “জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮” প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিদ্যুতের গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিन্যাস

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহক কর্তৃক বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রকৃতি এবং ভোল্টেজ লেভেল অনুযায়ী যথাযথ শ্রেণিতে বিদ্যুৎ বিল প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা দূর করে সকল গ্রাহকশ্রেণিকে নিম্নচাপ (এলটি), মধ্যমচাপ (এমটি), উচ্চচাপ (এইচটি) এবং অতি-উচ্চচাপ (ইএইচটি) এ চারটি ভোল্টেজ লেভেলে বিভক্ত করে গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিन্যাস করা হয়। গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাসের আওতায় সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল গ্রাহককে সমন্বিতভাবে একটি গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে যৌক্তিকভাবে অভিন্ন ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সকল রাস্তার বাতি, শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় জনস্বার্থে/আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত সকল পানির পাম্প এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহককে অভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। মধ্যমচাপ (৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট) বহুতল আবাসিক, মিশ্র (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) এবং বাণিজ্যিক ভবন/স্থাপনার জন্য গ্রাহকশ্রেণি এবং সুনির্দিষ্ট বিলিং পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।

কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ঘোষিত ২০ (বিশ) টি গ্রাহকশ্রেণির সাথে গ্রাহকের স্বার্থে আরও ০৩ (তিন) টি নতুন গ্রাহকশ্রেণি সংযুক্ত করে মোট ২৩ (তেইশ) টি গ্রাহকশ্রেণিতে পুনর্বিন্যাস করে খুচরা মূল্যহার কাঠামো আরও গ্রাহকবান্ধব করা হয়েছে।

নতুন গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি এবং সুপার অফ পিক মূল্যহার প্রবর্তন

নিম্নচাপ পর্যায়ে রাস্তার বাতি, পানির পাম্প এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহকশ্রেণিকে পুনর্বিন্যাস করে ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের জন্য পৃথক গ্রাহকশ্রেণি এলটি-ডি ৩ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক্যাল ভেহিক্যালের ব্যাটারি চার্জিং এর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মধ্যমচাপ পর্যায়ে ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের জন্য পৃথক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লিখিত দু’টি গ্রাহকশ্রেণিতে গ্রাহকদের সুবিধার্থে পিক ও অফ-পিক এর পাশাপাশি সাশ্রয়ী সুপার অফ-পিক মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে। মধ্যমচাপ পর্যায়ে সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্পের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী মূল্যহারে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে এমটি-৮ গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পিক ও অফ-পিক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ বিষয়ক বিধানাবলী জারি

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত, অনুমোদিত লোড সীমা অতিক্রম এবং স্থাপনার পুনঃক্ষমতায়ন, বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির প্রযোজ্যতা এবং বিলিং পদ্ধতি, বিবিধ চার্জ/ফি ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নির্ধারণ করে তা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়। কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আদেশ অনুযায়ী কমিশনের ২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩ নম্বর আ্রকের মাধ্যমে তা আরও সমন্বয়যোগী এবং গ্রাহক বান্ধব করে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিবিধ চার্জ/ফি এর খাত সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং চার্জ/ফি এর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ এবং গ্যাস খাতের গ্রাহকদের ন্যূনতম চার্জ প্রত্যাহার ও ডিমান্ড চার্জ আরোপ

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বিদ্যুতের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুতের সকল গ্রাহকশ্রেণির ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়। কমিশনের এ সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাহকগণ প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী বিল প্রদান করতে পারছে এবং আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির প্রায় ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ লাইফ-লাইন গ্রাহকের (০-৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী) বিদ্যুৎ বিল হ্রাস পেয়েছে। কমিশনের ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের গ্যাসের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে গ্যাস খাতের বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান প্রযোজ্য ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা হয়েছে।

দরিদ্র ও প্রান্তিক আবাসিক ভোক্তাদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার

০-৫০ ইউনিট (লাইফ-লাইন) পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য ১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখ জারীকৃত মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিল মাস মার্চ ২০১৪ হতে কার্যকর করে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য দেশে প্রথমবারের মত লাইফ-লাইন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, নেসকো এবং বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের লাইফ-লাইনের এনার্জি রেটের সমতা আনয়ন করা হয়েছে। তবে যে সকল পবিস এর এনার্জি রেট ৩.৭৫ টাকা/কি.ও. এর উর্দে, তাদের রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান

দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ও গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি বিবেচনা করে কমিশন ট্যারিফ আদেশে কৃষি খাতকে সুবিধা প্রদান করে আসছে। এছাড়া জাতীয় অর্থনীতি এবং কর্ম সুযোগ বিবেচনায় কমিশন ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ট্যারিফ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে আসছে।

সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) কর্তৃক অসচ্ছল পবিসসমূহে ক্রস-সাবসিডি প্রদান

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহক প্রতি বিদ্যুতের ব্যবহার তুলনামূলক কম ইত্যাদি কারণে পবিসসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। আবার সকল পবিস এর আর্থিক অবস্থাও একরকম নয়। শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার পবিসসমূহের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক ভালো। মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে সরকার পল্লী বিদ্যুতের কার্যক্রমকে সার্বিক সহযোগিতা করছে। সরকারের পাশাপাশি কমিশনও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে পবিসসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের পাইকারি (বান্ধ) ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে।

২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের পাইকারি (বান্ধ) মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি প্রদানের পদ্ধতি ০১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর করে সংশোধন করা হয়েছে। কমিশনের আদেশ মোতাবেক পবিসসমূহের আর্থিক, ভৌগলিক এবং অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিতে পবিসসমূহকে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনা বিবেচনায় বাপবিবো প্রত্যেক পবিস এর নীট রাজস্ব চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রত্যেক পবিস এর ভিন্ন ভিন্ন পাইকারি (বান্ধ) মূল্যহার স্থির করবে। অর্থবছর শেষে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পবিস এর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় স্থিরকৃত পাইকারি (বান্ধ) মূল্যহার বাপবিবো কর্তৃক পুনঃস্থির (Refix) করা যাবে।

সিস্টেম লস হ্রাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

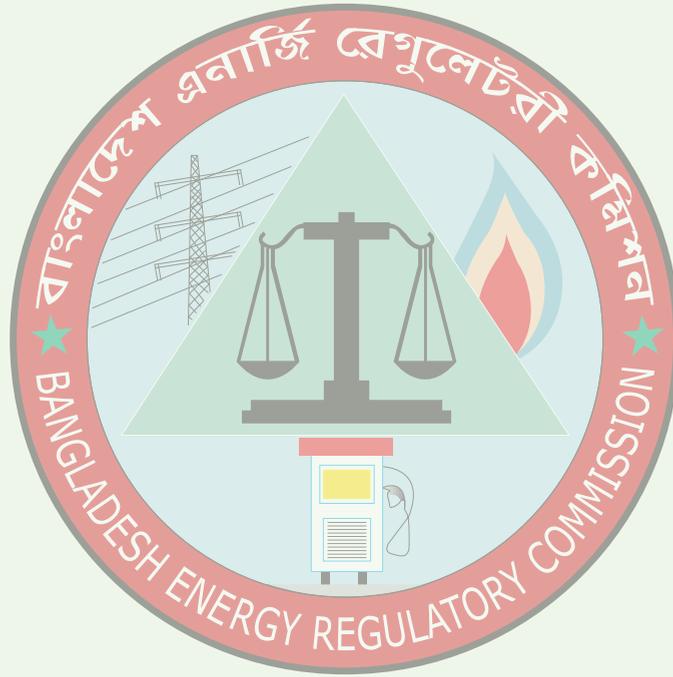
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ছিল ১৪.৩৩% এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে এ লস ৮.৪৯%। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লস ছিল ৩.২৩% এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে এ লস ৩.০৫%। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস আরো কমিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ট্যারিফ নির্ধারণের সময়ে যৌক্তিক পর্যায়ে সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয়, যাতে ভোক্তার ওপর অহেতুক সিস্টেম লসের চাপ না পড়ে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম বিদ্যুৎ সেক্টরের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এতে বিগত ১২ বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ৫.৮৪% হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে:

- সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কোডস্ এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন;
- লাইসেন্সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি;
- জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি;
- সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন;
- এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;
- কমিশনের সালিশ মীমাংসা কার্যক্রম গতিশীল ও অব্যাহত রাখা;
- আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ও এলপিগ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ অব্যাহত রাখা;
- Performance Management System চালু;
- এনার্জি অডিটের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও ম্যানুয়েল প্রণয়ন;
- জ্বালানি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির (Prepaid meter, EVC meter ইত্যাদি) ব্যবহার নিশ্চিত;
- আগারগাঁওস্থ শেরে-ই-বাংলানগরে কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ;
- কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তন;
- কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি;
- কমিশনের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং এনার্জি খাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন Tools এবং Equipments এর Standardization নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ;
- রেগুলেটরী কাজে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেগুলেটরী সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ;
- কমিশনের কার্যক্রম ডিজিটলাইজ;
- ই-লাইসেন্সিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পেপারলেস অফিস তৈরি;
- কমিশনের কার্যক্রমে সৃজনশীলতার প্রয়োগ বৃদ্ধি;
- কমিশনে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু।







কমিশনের বর্তমান ও পূর্বতন চেয়ারম্যানবৃন্দ



মোঃ আদুল জলিল

কার্যকাল
০২.০২.২০২০ থেকে কর্মরত



মনোয়ার ইসলাম এনডিসি

কার্যকাল
০২.০২.২০১৭ থেকে ০১.০২.২০২০



মোঃ মাকসুদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)

কার্যকাল
০৮.০৯.২০১৬ থেকে ২২.১২.২০১৬



এ আর খান

কার্যকাল
০৪.০৯.২০১৩ থেকে ০১.০৯.২০১৬



প্রকৌশলী মোঃ ইমদাদুল হক
(ভারপ্রাপ্ত)

কার্যকাল
২১.১০.২০১২ থেকে ০৩.০৯.২০১৩



সৈয়দ ইউসুফ হোসেন

কার্যকাল
১২.১০.২০০৯ থেকে ১১.১০.২০১২



মোঃ মোখলেসুর রহমান খন্দকার
(ভারপ্রাপ্ত)

কার্যকাল
০৮.০৭.২০০৯ থেকে ১১.১০.২০০৯



গোলাম রহমান

কার্যকাল
০৮.১১.২০০৭ থেকে ২৩.০৬.২০০৯



মোঃ খালিলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)

কার্যকাল
২৮.১০.২০০৭ থেকে ০৭.১১.২০০৭



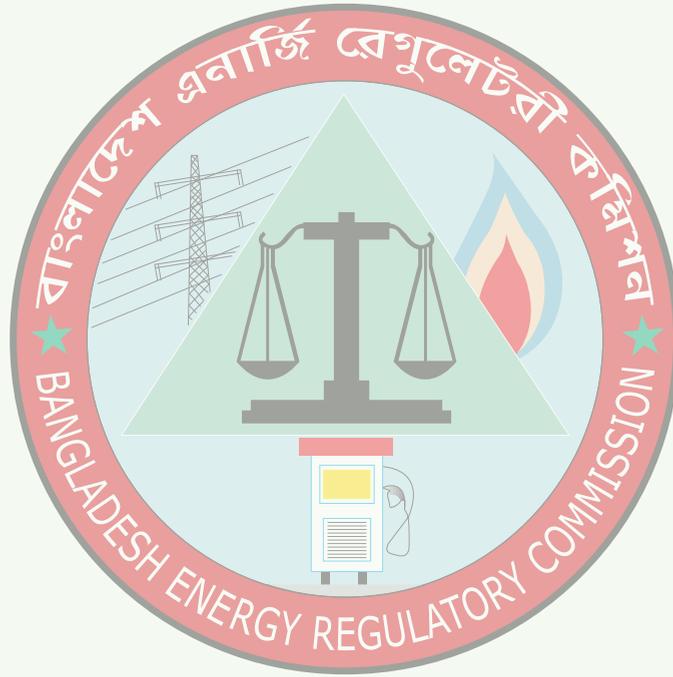
ড. মুজিবুর রহমান খান

কার্যকাল
০৪.০৬.২০০৫ থেকে ০৪.১০.২০০৭



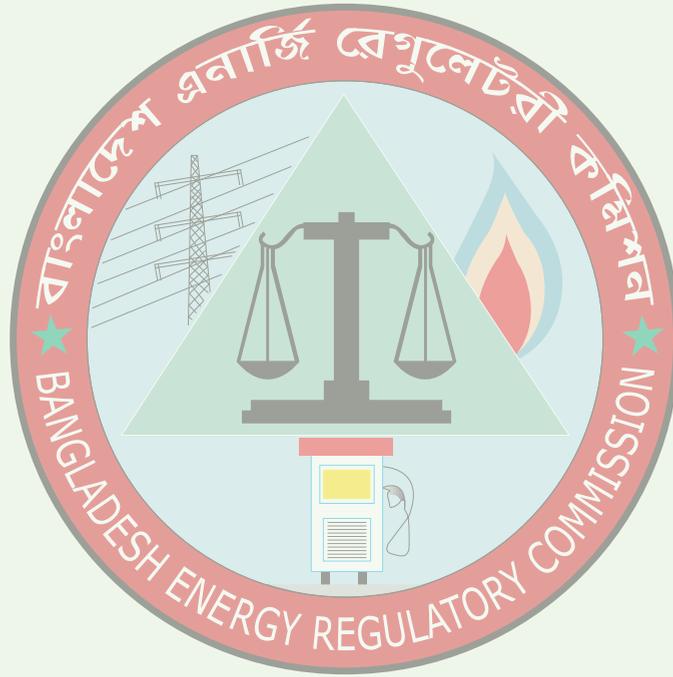
মোঃ মোশাররফ হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)

কার্যকাল
০৫.০৬.২০০৪ থেকে ০৩.০৬.২০০৫





কমিশনে
কর্মরত
কর্মকর্তাগণের
বিবরণ



কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ



মোঃ আব্দুল জলিল

চেয়ারম্যান

☎ ০২৫৫০১৩৫১৭

✉ chair.berc.bd@gmail.com



মোহাম্মদ আবু ফারুক

সদস্য

☎ ০২৯১৪৬১৯৬, ০১৮১৯১৩৬১৯২

✉ faruque.berc@gmail.com



মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী

সদস্য

☎ ০২৫৫০১৪০০৫, ০১৭৫৫৫৫৫৫৮৮০

✉ mgas@berc.org.bd



মোহাম্মদ বজলুর রহমান

সদস্য

☎ ০২৮১৮৯৮২১, ০১৫৫৬৩৯০৫১০

✉ engr.mbr@gmail.com



মোঃ কামরুজ্জামান

সদস্য

☎ ০২৮১৮৯৮২৪, ০১৭১১৮০৭৯৯৪

✉ kamruzzaman61@yahoo.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ



আবুল হাছান খান

পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
(সরকারের অতিরিক্ত সচিব)

☎ ০২৫৫০১৪০১০

✉ abulhasankhan97@gmail.com



রুবিনা ফেরদৌসী

সচিব, বিইআরসি
(উপসচিব)

☎ ০২-৫৫০১৪০০৭

✉ secy@berc.org.bd



ড. মোঃ দিদারুল আলম

পরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
(উপসচিব)

☎ ০১৭১১৯৪৪৫০

✉ dirpetro@berc.org.bd



প্রকৌশলী মহম্মদ আলী বিশ্বাস

পরিচালক (গ্যাস)

☎ ০১৭১১৮০৪০৩১

✉ m.abiswas@yahoo.com



মোঃ রেজাউল করিম খান

পরিচালক (বিদ্যুৎ)

☎ ০২৫৫০১৪০০৯

✉ mrkk.ipdb@gmail.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ



মোঃ হারুনুর রশিদ

উপপরিচালক (বিদ্যুৎ)

☎ ০১৭১২-১৮১৯৯২

✉ mhrashid09@gmail.com



মোঃ শরিফুল ইসলাম শাহীন

উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

☎ ০১৭১২-৩৮৪৮৭৮, ০১৬১২-৩৮৪৮৭৮

✉ s_islam38@yahoo.com



নিশিত কুমার

উপপরিচালক (আইন ও বিধি)

☎ ০১৯১৪-৩০৬০১৩

✉ nkumer.berc@gmail.com



কামরুজ্জামান

উপপরিচালক (ট্যারিফ)

☎ ০১৭১৫-৮৫৫৭৮৭

✉ kzamanberc@gmail.com



মোঃ ফিরোজ জামান

উপপরিচালক (কনজুমার অ্যাফেয়ার্স)

☎ ০১৭৭৯-১৭৪৭১৯

✉ firozberc@gmail.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ



মুহাম্মদ রফিকুল আলম ভূঁইয়া

উপপরিচালক (পেট্রোলিয়াম)

☎ ০১৭১২-৪৭৮৩৮৮

✉ ddpetro@berc.org.bd



আহমেদ সাব্বির সাজ্জাদ

উপপরিচালক (প্রশাসন)

(সিনিয়র সহকারী সচিব)

☎ ০১৬৭৬০৬৮১৩২

✉ sabbir25685@gmail.com



মোহাম্মদ সেলিম শেখ

চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব

(সিনিয়র সহকারী সচিব)

☎ ০১৭২৩৬৮৯৭১২

✉ ps2chair.berc.bd@gmail.com



মোঃ নুরুল ইসলাম

উপপরিচালক (গ্যাস)

☎ ০১৫৩৪-৭১৪০৫৮

✉ koliaeee08@gmail.com



মোঃ আসাদুজ্জামান

সহকারী পরিচালক (বিধি)

☎ ০১৮১৬-৩২৯৪১৪

✉ eee_2k3ripon@yahoo.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ



শাহী মোঃ তানভীর আলম

সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ)

☎ ০১৭১১-০৮০৫৫৩

✉ adtariff1@berc.org.bd



বেলায়েত হোসেন

সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

☎ ০১৭৮৩-৩৫৭০১৯

✉ belayetberc@gmail.com



তারেক আহমেদ

সহকারী পরিচালক (গ্যাস-১)

☎ ০১৬৭৬৮১৯৩৮৮

✉ tarek.107@gmail.com



নাজিয়া হক

সহকারী পরিচালক (গ্যাস-২)

☎ ০১৯১৪৭৪০৩০৮

✉ orin_sust@yahoo.com



মোঃ শাহাদত হোসেন

সহকারী পরিচালক (আইন)

☎ ০১৭১৬-৪০৮৪০১

✉ shahadot@gmail.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ



মোঃ মোফাচ্ছেরুল হাসান

সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ)

☎ ০১৮৫০৬৮০৮০১

✉ sajib.prince@gmail.com



নাহিদ আফরোজ

সহকারী পরিচালক (হিসাব)

☎ ০১৯২৩-৭৭৪১০০

✉ nahid.afroze@yahoo.com



মোঃ রেজাউল হক

সহকারী পরিচালক, (পেট্রোলিয়াম ও আইসিটি)

☎ ০১৯২৩২৪৪৫৮৬

✉ reza_07_buet@yahoo.com



রাজু আহমেদ

সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ-২)

☎ ০১৬৭০-৮৩৭৭৬৩

✉ rajuahmedduib@gmail.com



মাকসুদা আহমেদ

সহকারী পরিচালক (অর্থ)

☎ ০১৯২০-৫৬৭৪৯৯

✉ mahmed.799@gmail.com



মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

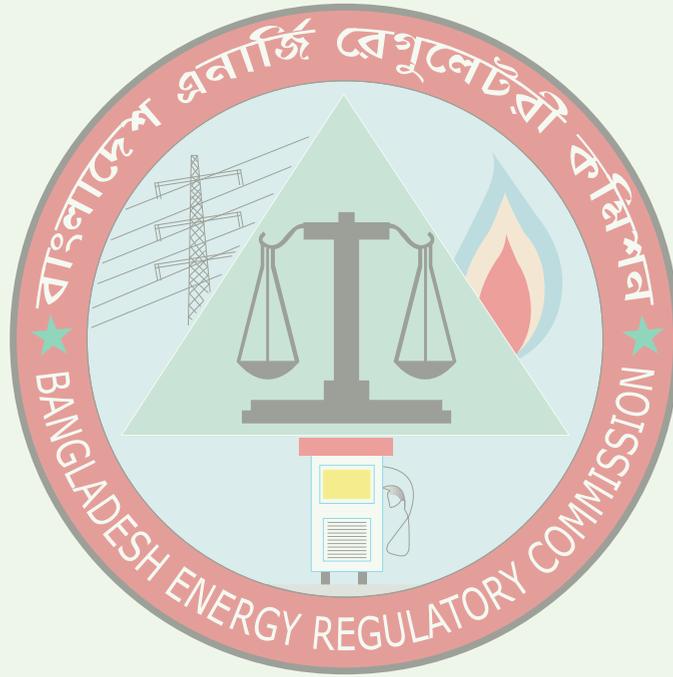
সহকারী পরিচালক (প্রটোকল)

☎ ০১৭৬৬-৯২৪৫৭১

✉ adprotocol@berc.org.bd



**BANGLADESH
ENERGY REGULATORY
COMMISSION
INDEPENDENT AUDITOR'S
REPORT
AND
FINANCIAL STATEMENTS
FOR
THE YEAR ENDED
30 JUNE 2021**



Independent Auditor's Report To Bangladesh Energy Regulatory Commission

Opinion

We have audited the financial statements of Bangladesh Energy Regulatory Commission (the "Commission"), which comprise the statement of Financial Position as at 30 June 2021, and the Statement of Income and Expenditure, Statement of Revenue, Income and Capital Expenditure, Statement of changes in equity and Statement of Cash Flows for the year then ended, and Notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bangladesh Energy Regulatory Commission as at 30 June 2021, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Commission in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters are addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Risk	Our response to the risk
<p>1. Investment in FDR</p> <p>The Commission has total Investment in FDR Tk.1,389,230,880(2020:1,420,170,244) in government and non-government commercial bank during the financial year 30 June 2021 which is 70.33% of total asset. The Commission has encashed Ten (10) FDR in total Tk. 130,000,000 along with interest Tk. 46,623,853 during the financial year.</p> <p>This was an area of focus for our audit and significant audit effort</p> <p>The Commission's disclosure relating to FDR investment are included in Note 6.00 "Investment in FDR" & Note 18.00 "Interest on FDR" to the financial position.</p>	<p>We tested the design and operating effectiveness of key controls focusing on the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ We verified the existence and legal ownership of FDR investment; ➤ Obtained and verified the FDR Receipt; ➤ Calculate and Verify the Interest received on investment; ➤ Obtain Bank statements for interest received and FDR encashment; ➤ Evaluating the adequacy of disclosure to financial statements. <p>Finally assessed the appropriateness and presentation of disclosures against FDR investment.</p>

2. Property, Plant and Equipment

The Commission has represented total Property Plant and Equipment (WDV) Tk. 106,540,691(2020: Tk. 111,187,802) during the financial year 30 June 2021 which recovers 5.39% of total assets. The Commission represents addition for property, plant equipment Tk. 2,520,013 and charged depreciation during the financial year tk. 7,167,124 for property, plant and equipment during the financial year 30 June 2021.

This was an area of focus for our audit and significant audit effort

The Commission's disclosure relating to property, plant and equipment are included in **Note 4.00 "Property, Plant and Equipment" & Annexure- A "Depreciation"** to the financial position.

We tested the design and operating effectiveness of key controls focusing on the following:

- We verified the existence and legal ownership of Property, Plant and Equipment;
- Obtained and verified the Property Plant register;
- Calculate and verify the depreciation of Property, Plant and Equipment;
- Evaluating the adequacy of disclosure to financial statements

Finally assessed the appropriateness and presentation of disclosures against Property, Plant and Equipment.

Other Information

Management of the Commission is responsible for the other information. The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our auditors' report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs, and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Commission's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Commission or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Commission's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identified and assessed the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtained audit evidence

that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtained an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluated the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Concluded on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Commission's ability to continue as a going concern. If we concluded that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions were based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Commission to cease to continue as a going concern.
- Evaluated the overall presentation, structure and content of the Commission's financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We also report that:

- we have obtained all the material information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;
- in our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Commission so far as it appeared from our examination of these books;
- the statement of financial position and statement of income and expenditure together with the annexed notes dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns and
- the expenditures incurred and payments made were for the purpose of the Commission's business for the year.

Dated, Dhaka
28 September, 2021



Md. Iqbal Hossain FCA
Partner, Enrolment No.:596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Financial Position
As at 30 June 2021

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2021	30.06.2020
ASSETS:			
Non Current Assets:			
Property, Plant and Equipment (WDV)	4.00	106,540,691	111,187,802
Intangible Assets	5.00	950,750	1,134,422
Investment in FDR	6.00	1,389,230,880	1,420,170,244
		1,496,722,321	1,532,492,468
Current Assets:			
Advance against Expenses	7.00	1,093,942	2,130,053
Interest Receivable on FDR	18.00	29,085,394	34,512,340
Cash and Cash Equivalents	8.00	448,041,142	249,216,465
		478,220,478	285,858,858
Total Assets		1,974,942,799	1,818,351,326
EQUITY AND LIABILITIES:			
Equity			
Capital Fund	9.00	27,445,325	27,445,325
Retained Earnings	10.00	1,942,350,516	1,784,112,762
		1,969,795,841	1,811,558,087
Current Liabilities:			
Creditors for Expenses	11.00	2,025,606	4,239,387
General Provident Fund	12.00	2,579,930	2,151,530
Benevolent Fund	13.00	426,258	309,258
Group Insurance	14.00	115,164	93,064
		5,146,958	6,793,239
Total Equity and Liabilities		1,974,942,799	1,818,351,326

The notes from 01 to 20 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts) BEREC

Member
BEREC

Chairman
BEREC

Dated, Dhaka
28 September, 2021

Md. Iqbal Hossain FCA
Partner, Enrolment No.:596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Income and Expenditure
For the year ended 30 June 2021

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2021	30.06.2020
A. INCOME:			
Licence Fees and Renewal Fees	15.00	172,700,855	139,482,852
System Operation Fees	16.00	182,999,361	72,828,441
Licence Application Fees	17.00	2,894,657	4,321,513
Interest on FDR	18.00	46,623,853	53,186,392
Bank Interest on SND	19.00	4,532,573	4,095,674
Dispute Settlement Fees		840,200	1,315,000
Tariff Fixation Application Fees		-	1,000,000
Recruitment Applicant Fees		-	582,900
Others Fees For License (Penalties)		1,077,566	46,238
Licence Amendment Fees		3,722,244	4,612,500
Other Income		155,626	2,077,410
Total Income		415,546,935	283,548,920
B. EXPENDITURE:			
Salary & Allowances	20.00	49,113,457	42,013,032
Overtime		1,606,855	1,352,349
Office Rent		16,730,162	16,781,065
Publicity and Advertisement		2,985,278	2,630,290
Printing & Stationary		2,987,943	2,510,582
Entertainment		1,238,396	1,031,491
Daily Labour wages		1,344,025	1,275,900
Depreciation		7,167,124	8,411,797
Amortization		237,687	283,605
Books and Periodicals		302,354	176,141
Examination Fees		129,500	104,700
Petrol and Lubricants		3,905,241	3,466,593
Honorarium/Remuneration		6,306,016	4,169,550
Legal Expenses		1,646,575	217,000
Audit Fees		86,250	86,250
Medical Expenses		883,609	1,837,612
Miscellaneous Expenses		487,809	384,169
Committee Meeting Expenses		55,800	141,673
Postage, Telegram and Telephone		841,988	890,277
Computer Accessories		880,552	491,065
Repairs and Maintenance		1,822,051	2,847,018
Bank Charges		747,516	677,066
Seminar and Conference		1,149,078	4,173,780

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2021	30.06.2020
Training		-	6,576,912
Transport Insurance		997,448	1,047,335
Travelling and Daily Allowances		405,338	9,751,190
Utility Expenses		1,725,224	1,487,109
Research and Surveys		-	593,688
Donation to Consolidated Fund		-	250,000,000
Transfer to Pension Fund		150,000,000	20,000,000
Interest Expense for GPF		1,460,205	723,193
Cleaning And Washing expenses		65,700	-
Uniform		-	88,600
Total Expenditure		257,309,181	386,221,032
Excess of Income over Expenditure [A-B]		158,237,754	(102,672,112)

The notes from 01 to 20 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:



Director
(Finance and Accounts) BEREC



Member
BEREC



Chairman
BEREC

Dated, Dhaka
28 September, 2021



Md. Iqbal Hossain FCA
Partner, Enrolment No.:596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Income, Revenue and Capital Expenditure
For the year ended 30 June 2021

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2021	30.06.2020
A. INCOME:			
Licence Fees and Renewal Fees	15.00	172,700,855	139,482,852
System Operation Fees	16.00	182,999,361	72,828,441
Licence Application Fees	17.00	2,894,657	4,321,513
Interest on FDR	18.00	46,623,853	53,186,392
Bank Interest on SND	19.00	4,532,573	4,095,674
Dispute Settlement Fees		840,200	1,315,000
Tariff Fixation Application Fee		-	1,000,000
Recruitment Applicant Fees		-	582,900
Others Fees For License (Penalties)		1,077,566	46,238
Licence Amendment Fee		3,722,244	4,612,500
Other Income		155,626	2,077,410
Total Income		415,546,935	283,548,920
B. REVENUE EXPENDITURE:			
Salary & Allowances	20.00	49,113,457	42,013,032
Overtime		1,606,855	1,352,349
Office Rent		16,730,162	16,781,065
Publicity and Advertisement		2,985,278	2,630,290
Printing & Stationary		2,987,943	2,510,582
Entertainment		1,238,396	1,031,491
Daily Labour wages		1,344,025	1,275,900
Depreciation		7,167,124	8,411,797
Amortization		237,687	283,605
Books and Periodicals		302,354	176,141
Examination Fees		129,500	104,700
Petrol and Lubricants		3,905,241	3,466,593
Honorarium/Remuneration		6,306,016	4,169,550
Legal Expenses		1,646,575	217,000
Audit Fees		86,250	86,250
Medical Expenses		883,609	1,837,612
Miscellaneous Expenses		487,809	384,169
Committee Meeting Expenses		55,800	141,673
Postage, Telegram and Telephone		841,988	890,277
Computer Accessories		880,552	491,065
Repairs and Maintenance		1,822,051	2,847,018
Bank Charges		747,516	677,066

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2021	30.06.2020
Seminar and Conference		1,149,078	4,173,780
Training		-	6,576,912
Transport Insurance		997,448	1,047,335
Travelling and Daily Allowances		405,338	9,751,190
Utility		1,725,224	1,487,109
Research and Surveys		-	593,688
Donation to Consolidated Fund		-	250,000,000
Transfer to Pension Fund		150,000,000	20,000,000
Interest Expense for GPF		1,460,205	723,193
Cleaning And Washing Expenses		65,700	-
Uniform		-	88,600
Total Revenue Expenditure		257,309,181	386,221,032
C. CAPITAL EXPENDITURE:			
Land		-	1,387,474
Furniture & Fixture		889,013	380,104
Office Equipment		77,000	-
Office Equipment CC Camera		122,520	-
Computer Equipment		505,900	851,200
Computer Software		54,015	82,150
Motor Vehicle		-	394,136
Engineering /Communication Equipment		925,580	420,890
Total Capital Expenditure		2,574,028	3,515,954
Total Expenditure (B+C)		259,883,209	389,736,986

The notes from 01 to 20 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:



Director
(Finance and Accounts) BERC



Member
BERC



Chairman
BERC

Dated, Dhaka
28 September, 2021



Md. Iqbal Hossain FCA
Partner, Enrolment No.:596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Changes in Equity
For the year ended 30 June 2021

[Amount in Taka]

Particulars	Capital Fund	TA Project	Retained Earnings	Total Equity
Balance as on 01.07.2020	9,623,496	17,821,829	1,784,112,762	1,811,558,087
Excess of Income over Expenditure	-	-	158,237,754	58,237,754
Balance as on 30.06.2021	9,623,496	17,821,829	1,942,350,516	1,969,795,841
Balance as on 01.07.2019	9,623,496	17,821,829	1,886,784,874	1,914,230,199
Excess of Income over Expenditure	-	-	(102,672,112)	102,672,112)
Balance as on 30.06.2020	9,623,496	17,821,829	1,784,112,762	1,811,558,087

The notes from 01 to 20 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts) BEREC

Member
BEREC

Chairman
BEREC

Dated, Dhaka
28 September, 2021

Md. Iqbal Hossain FCA
Partner, Enrolment No.:596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June 2021

Particulars	Amount in Taka	
	2020-2021	2019-2020
Cash Flow from Operating Activities:		
Excess of Income over Expenditure	158,237,754	(102,672,112)
Adjustment for:		
Depreciation charged	7,167,124	8,411,797
Amortization charged	237,687	283,605
(i) Operating profit before working capital changes	165,642,565	(93,976,710)
(Increase)/Decrease in Advance Against Expenses	1,036,112	(256,024)
(Increase)/Decrease in Interest Receivable on FDR	5,426,946	314,528
Increase/(Decrease) in Creditors for Expenses	(2,213,781)	(364,501)
Increase/(Decrease) in General Provident Fund	428,400	388,630
Increase/(Decrease) in Benevolent Fund	117,000	136,590
Increase/(Decrease) in Group Insurance	22,100	47,090
(ii) Changes in Working Capital	4,816,776	266,313
Interest received during the year	(39,060,636)	356,730
Net Cash flows from operating activities (i+ii)	131,398,706	(93,353,667)
Cash flow from Investing Activities:		
Acquisition of Property, Plant and Equipment	(2,520,013)	(3,433,804)
Acquisition of Software	(54,015)	(82,150)
Investment in FDR	70,000,000	253,200,000
Net Cash used in Investing Activities	67,425,972	249,684,046
Cash Flow from Financing Activities:		
Capital Fund Account	-	-
Other Finance	-	-
Net Cash flows from financing activities	-	-
Net changes in Cash & Cash Equivalent	198,824,685	156,330,387
Add: Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	249,216,457	92,886,078
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	448,041,142	249,216,457

The notes from 01 to 20 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:



Director
(Finance and Accounts) BERC



Member
BERC



Chairman
BERC

Dated, Dhaka
28 September, 2021



Md. Iqbal Hossain FCA
Partner, Enrolment No.:596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Notes to the Financial Statements

As at and for the year ended 30 June 2021

1.00 About the Commission

Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) an independent and impartial regulatory body was established on 13 March, 2003 under an Act. of Parliament (Act No.13 of 2003) and started to function with effect from 27 April, 2004 with a view to creating an atmosphere conducive to private investment in the generation of electricity and transmission, transportation and marketing of electricity, gas resources and petroleum products, ensuring transparency in the management, operation and tariff determination in these sectors and protecting consumers' interest and promoting the creation of a competitive market.

1.01 Establishment and Constitution of the Commission

Being a statutory body, the Commission shall have perpetual succession and common seal with power to acquire and hold movable and immovable properties to transfer such property subject to the provision of the Act and may be by the said name, sue and be sued.

The Commission is constituted with a full-time Chairman and Four Members appointed by the President of the republic under BERC Act 2003, Section 6 (2) who shall hold office for a period of three (3) years from the date of assumption of their respective office and shall be eligible for reappointment for another term only. At present, the Commission is a fully constituted one.

1.02 Vision of the Commission

To create an enabling environment, efficient, well-managed and sustainable energy sector in Bangladesh for providing energy at just & reasonable cost and protection of consumers interest & satisfaction through fair practice.

1.03 Mission of the Commission

- (a) To promote equal opportunities for public and private investments;
- (b) To ensure justice through dispute settlement;
- (c) To protect consumers' interest in energy sector;
- (d) To ensure good governance in energy sector;
- (e) To fix up reasonable tariff in energy sector;
- (f) To issue licenses among the government and private agencies dealing with energy business;
- (g) To ensure efficiencies in energy sector and
- (h) To develop competitive market in energy sector.

1.04 Strategic goals of the Commission

- (a) To make sure Annual work Plan for every employee;
- (b) To make out Annual Performance Agreement between supervisor and subordinate at beginning of every fiscal year;
- (c) To fix up training schedule to improve employees' efficiencies;
- (d) To fix up key performance Indicator for evaluation of employees' performance and
- (e) To digitize all operations in BERC.

1.05 Functions of Bangladesh Energy Regulatory Commission

- To determine efficiency and standard of the machinery and appliances of the institutions using energy and to ensure through energy audit the verification, monitoring, analysis of the energy and the economy use and enhancement of the efficiency of the use of energy;
- To ensure efficient use, quality services, determine tariff and safety enhancement of electricity generation and transmission, marketing, supply, storage and distribution of energy;
- To issue, cancel, amend and determine conditions of licenses, exemption of licenses and to determine the conditions to be followed by such exempted persons;
- To approve schemes on the basis of overall program of the licensee and to take decision in this regard taking into consideration the load forecast and financial status;
- To collect, review, maintain and publish statistics of energy;
- To frame codes and standards and make enforcement of those compulsory with a view to ensuring quality of service;
- To develop uniform methods of accounting for all Licensees;
- To encourage to create a congenial atmosphere to promote competition amongst the Licensees;
- To extend co-operation and advice to the Government, if necessary, regarding electricity generation, transmission, marketing, supply distribution and storage of energy;
- To resolve disputes between the Licensees, and between Licensees and consumers, and refer those to arbitration if considered necessary;
- To ensure appropriate remedy for consumer disputes, dishonest business practices or monopoly;
- To ensure control of environmental standard of energy under existing laws and
- To perform any incidental functions if considered appropriate by the Commission for the fulfillment of the objectives of this Act for electricity generation and energy transmission, marketing, supply, storage, efficient use, quality of services, tariff fixation and safety improvement.

2.00 Basis of Preparation of Financial Statements

2.01 Basis of Accounting

Bangladesh Energy Regulatory Commission generally follows the accrual basis of accounting except income from fees which are accounted on a cash basis. The Financial Statements have been prepared and the disclosures of information are made in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and International Financial Reporting Standards (IFRSs) as long as applicable for the Company.

Figures have been rounded off to the nearest Taka. Figures and Presentation relating to the previous year included in this report have been rearranged, wherever necessary, in order to conform to current year's presentation.

2.02 Reporting Period

The financial statements cover the financial year from 01 July 2020 to 30 June 2021 with comparative figures for the financial year from 01 July 2019 to 30 June 2020.

2.03 Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the financial statements only when there is legally enforceable right to set-off the recognized amounts and the organization intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and to settle the liabilities simultaneously.

2.04 Materiality and aggregation

Each material class of similar items is presented separately in the financial statements. Items of dissimilar nature or function are presented separately unless they are immaterial.

2.05 Functional and Presentation Currency

These financial statements are presented in Bangladesh Taka (Taka/Tk.), which is both functional currency and presentation currency of the Commission.

2.06 Level of Precision

The figures in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

2.07 Components of Financial Statements

The Financial Statements include the following components as per IAS 1 “Presentation of Financial Statements”:

- i. Statement of Financial Position;
- ii. Statement of Income and Expenditure;
- iii. Statement of Income, Revenue and Capital Expenditure;
- iv. Statement of Changes in Equity;
- v. Statement of Cash Flows;
- vi. Accounting Policies and Explanatory Notes.

2.08 Comparative Information

Comparative information has been disclosed in respect of the year 2019-2020 for all numerical information of the Financial Statements and also the narrative and descriptive information when it is relevant for understanding of the current period’s Financial Statements.

Last year’s figures have been rearranged where considered necessary to conform to current year’s presentation.

2.09 Consistency of Presentation

The presentation and classification of all items in the Financial Statements have been retained from one period to another period unless where it is apparent that another presentation or classification would be more appropriate having regard to the criteria for the selection and application of accounting policies or changes is required by another IFRS.

3.00 Accounting Policies

The significant accounting policies followed in the preparation and presentation of these financial statements is summarized below:

Revenue Recognition

In compliance with the requirements of IFRS 15: Revenue from Contract with Customers, revenue is recognized only when the services are provided and invoiced to the clients and its realization is reasonably certain.

Income realized from License Fees, System Operation Fees, Application Fees, Renewal Fees, Amendment Fees is recognized in the Statement of Income & Expenditures when there is certainty that all of the conditions for receipt of the income have been complied with and the relevant expenditure that it is expected to compensate has been incurred and charged to the Statement of Income & Expenditures.

Net gains and losses on the disposal of property, plant & equipment and other non-current assets, including investments, are recognized in the Statement of Income & Expenditures after deducting from the proceeds on disposal, the carrying value of the item disposed of and any related selling expenses.

Expenditure Recognition

Expenses in carrying out the operations of Commission and other activities of the Commission are recognized in the Statement of Income and Expenditure during the period in which they are incurred. Other expenses incurred in administering and running the organization and in restoring and maintaining the property, plant and equipment to perform at expected levels are accounted for on an accrual basis and charged to the Statement of Income and Expenditure.

Going Concern

The Financial Statements are prepared on a going concern basis. As per Management's assessment, there is no material uncertainty relating to events or condition which may cast doubt upon the Commission's ability to continue as a going concern.

Use of Estimates and Judgments

The preparation of Financial Statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. The estimates and underlying assumptions are based on past experience and various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the result of which form the basis of making judgments about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

In consideration of most closely reflection of the expected pattern of consumption of the assets as well as discretion of Governing Body in current year depreciation policy has been changed Reducing Balance Method.

3.01 Property, Plant and Equipment

3.01.1 Recognition and Measurement

This has been stated at cost less accumulated depreciation in compliance with the requirements of IAS 16: Property, Plant and Equipment. The cost of acquisition of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the assets to its working condition.

3.01.2 Maintenance Activities

The Commission incurs maintenance costs for all its major items of property, plant and equipment. Repair and maintenance costs are charged as expenses when incurred.

3.01.3 Depreciation

Depreciation is charged on the cost of the assets over the period of their expected useful life, in accordance with the provisions of IAS 16: Property, Plant and Equipment. Irrespective of the date of acquisition, full year depreciation is charge at the following rates on "Reducing" balance method:

Sl. No.	Items	Rates (%)
1	Office Building (Renovation)	15
2	Furniture and Fixtures	10
3	Office Equipment	15
4	Computer Equipment	20
5	Motor Vehicle	20
6	Engineering & Communication Equipment	15
7	Books & Periodicals	20
8	Sundry Assets	10

3.02 Intangible Assets

3.02.1 Components

The main item included in intangible asset is software.

3.02.2 Basis of recognition

An Intangible asset shall only be recognized if it is probable that future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the Commission and the cost of the asset can be measured reliably in accordance with IAS 38: Intangible Assets. Accordingly, this asset is stated in the Financial Statement at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

3.02.3 Subsequent expenditure

Subsequent expenditure on intangible asset is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific assets to which it relates. All other expenditure is expensed as incurred.

3.02.4 Amortization

Irrespective of the date of acquisition, full year amortization of intangible asset is charged on “Reducing” balance method at a rate of 20% to write off the cost of intangible assets.

3.03 Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash in hand, in transit and with banks on current and short-term deposit accounts which are held and available for use by the Commission without any restriction. There is insignificant risk of change in value of the same.

3.04 Advances against Expenses

Advances are initially measured at cost. After initial recognition, advances are carried at cost less deductions, adjustments or any other changes.

3.05 Capital Fund

The fund has been provided by the Government of Bangladesh to run the operation of the Commission.

3.06 General Provident Fund

The permanent employees of the Commission contribute to ‘Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund’ which is governed by the General Provident Fund Rules, 1979 as mentioned in regulation no. 54 of Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees Service Rules, 2008.

A separate trustee board was formed by the Commission on 12 August 2014 to operate and manage ‘Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund’. For this purpose, the Trustee Board opened an SND Account on 28 July 2016 at Sonali Bank Limited, Kawran Bazar Branch in the name of ‘Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund’ bearing A/C No.0117203000-217.

3.07 Employees Pension Fund:

The permanent employees of the Commission have the following retirement benefits:

- (a) General Provident Fund and
- (b) Gratuity

The Commission has taken initiative to introduce “Pension Scheme” as per provision of regulation 56 of Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees Service Regulations, 2008 for its permanent employees in place of existing retirement benefit i.e. General Provident Fund and Gratuity. It has already formed a separate Trustee Board to operate and manage ‘Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees Pension Fund’ on 27 March 2019 in its meeting Ref: 12.2019 according to the direction of ‘Energy and Mineral Resources Division’ of Ministry of Power, Energy and Mineral Resources.

The trustee board has already opened an SND Account on 1 April 2019 at Sonali Bank Limited, Kawran Bazar Branch in the name of ‘Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees Pension Fund’ bearing A/C No. 0117203000-239.

3.08 Fees Income

Income from Fees has been recognized on cash basis.

3.09 Interest Income

Interest income on fixed deposits has been recognized on accrual basis of accounting in the period in which the income is accrued.

3.10 Statement of Cash Flows

The Statement of Cash Flow has been prepared in accordance with the requirements of IAS 7: Statement of Cash Flows. The cash generated from operating activities has been reported using the Indirect Method as the benchmark treatment of IAS 7, whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments from operating activities are disclosed.

3.11 Events after the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Commission's position at the date of Statement of Financial Position or those that indicate that the going concern assumption is not appropriate are reflected in the financial statements. Events after reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes when material.

4.00 Property, Plant and Equipment:

A. Cost

	Amount in Taka	
	30.06.2021	30.06.2020
Opening Balance	1,97,771,793	194,337,989
Add: Addition during the year	2,520,013	3,433,804
	200,291,806	197,771,793

B. Accumulated depreciation

Opening Balance	86,583,991	78,172,194
Add: Depreciation charged during the year	7,167,124	8,411,797
	93,751,115	86,583,991
Written Down Value (A-B)	106,540,691	111,187,802

A schedule of fixed assets as on 30 June 2021 is enclosed under **Annexure-A**.

5.00 Intangible Assets:

A. Cost

Opening Balance	2,019,969	1,937,819
Add: Addition during the year	54,015	82,150
	2,073,984	2,019,969

B. Accumulated Amortization

Opening Balance	885,547	601,942
Add: Amortization charged during the year	237,687	283,605
	1,123,234	885,547
Written Down Value (A-B)	950,750	1,134,422

A schedule of intangible assets as on 30 June 2021 is enclosed under **Annexure-B**.

6.00 Investment in FDR:

	Amount in Taka	
	30.06.2021	30.06.2020
Opening Balance (Principal & Interest)	1,420,170,244	1,673,726,974
Add: Previous year's Interest Adjustment	-	-
	1,420,170,244	1,673,726,974
Less: FDR Encashment (Principal)	130,000,000	980,000,000
	1,290,170,244	693,726,974
Less: FDR Encashment (Interest)	12,990,163	53,857,650
	1,277,180,081	639,869,323
Add: Investment during the year (Principal)	60,000,000	726,800,000
	1,337,180,081	1,366,669,323
Add: Interest received during the year	52,050,799	53,500,920
Closing Balance (Principal & Interest)	1,389,230,880	1,420,170,244

A schedule of FDR Investment as on 30 June 2021 is enclosed under **Annexure-C**.

7.00 Advance against Expenses:

Advance against Petrol & Lubricant (Note: 7.01)	26,670	92,040
Advance against Legal Expenses (Note: 7.02)	30,000	160,000
Advance against Medical Treatment (Note: 7.03)	350,354	350,354
Advance against Mobile Bill Allowance (Note: 7.04)	10,000	10,000
Advance against Travelling Expenses (Note: 7.05)	388,668	691,169
Advance against Others (Note: 7.06)	288,250	826,490
	1,093,942	2,130,053

7.01 Advance against Petrol & Lubricant:

Opening Balance	92,040	187,805
Add: Addition During the Year	-	47,600
	92,040	235,405
Less: Adjustment During the Year	65,370	143,365
Closing Balance	26,670	92,040

7.02 Advance against Legal Expenses:

Opening Balance	160,000	130,000
Add: Addition During the Year	330,000	30,000
	490,000	160,000
Less: Adjustment During the Year	460,000	-
Closing Balance	30,000	160,000

7.03 Advance against Medical Treatment:

Opening Balance	350,354	350,354
Add: Addition During the Year	-	-
	350,354	350,354
Less: Adjustment During the Year	-	-
Closing Balance	350,354	350,354

		Amount in Taka	
		30.06.2021	30.06.2020
7.04	Advance against Mobile Bill Allowance:		
	Opening Balance	10,000	10,000
	Add: Addition During the Year	-	-
		10,000	10,000
	Less: Adjustment During the Year	-	-
	Closing Balance	10,000	10,000
7.05	Advance against Travelling Expenses:		
	Opening Balance	691,169	867,232
	Add: Addition During the Year	-	-
		691,169	867,232
	Less: Adjustment During the Year	302,501	176,063
	Closing Balance	388,668	691,169
7.06	Advance against Others:		
	Opening Balance	826,490	328,638
	Add: Addition During the Year	-	2,435,308
		826,490	2,763,946
	Less: Adjustment During the Year	538,240	1,937,456
	Closing Balance	288,250	826,490
8.00	Cash & Cash Equivalents:		
	Cash in Hand	144,133	25,248
	Sonali Bank A/c No. BERC (SND) 0117203000216	205,225,028	118,382,303
	Sonali Bank A/c No. BERC (CA) 0117-20-2000928	242,671,981	130,808,914
		448,041,142	249,216,465
9.00	Capital Fund:		
	Received from GOB	9,623,496	9,623,496
	Received from TA Project	17,821,829	17,821,829
		27,445,325	27,445,325
<p>Technical Assistance Project (TA Project) for Institutional Development of Bangladesh Energy Regulatory Commission under Power Sector Development Technical Assistance (PSDTA) Project (IDA Grant No. HO92BD), funded by World Bank, has been successfully completed on 31 December 2012. As per provision of approved TPP of the project (Page 9 of TPP) and decision of the Commission (82nd Commission Meeting CM/82/09) all Assets of the project has been transferred to the Bangladesh Energy Regulatory Commission.</p>			
10.00	Retained Earnings:		
	Opening Balance	1,784,112,762	1,886,784,874
	Add: Excess of Income over Expenditure	158,237,754	(102,672,112)
	Closing Balance	1,942,350,516	1,784,112,762
11.00	Creditors for Expenses:		
	Labour wages	104,250	114,750
	Officer's Salary	-	1,343,220
	House Rent Allowance	-	668,237

	Amount in Taka	
	30.06.2021	30.06.2020
Medical Allowance	-	33,000
Education Allowance	-	6,500
Telephone Allowance	-	9,445
Special Allowance	-	76,000
Charge Allowance	-	3,000
Overtime	132,424	122,487
Electricity	227,034	137,501
Telephone	12,004	50,200
Books and Periodicals	21,390	10,710
Audit Fee	86,250	86,250
Office Rent	1,392,980	1,376,122
Internet and Fax	5,000	55,500
Fuel & Lubricant	-	102,372
Postage & Mailing exp	9,210	-
Utility Exp	35,064	-
Water	-	43,493
Entertainment Allowance	-	600.00
	2,025,606	4,239,387

12.00 General Provident Fund:

Opening Balance	2,151,530	1,762,900
Add: Deduction From Salary during The Year	2,901,500	2,371,430
	5,053,030	4,134,330
Less: Transfer to GPF own Account (A/C No.-217)	2,473,100	1,982,800
Closing Balance	2,579,930	2,151,530

During this year, an amount of Tk. 39,33,305 in total, of 58 employees' contribution of Tk. 2,473,100 along with the interest of Tk. 1,460,205 have been transferred from the BERC's CD A/C 0117-20-2000928 to 'BERC Employees General Provident Fund' A/C (no. 0117203000-217). In addition, deduction from salary during the year is Tk. 2,901,500.

13.00 Benevolent Fund:

Opening Balance	309,258	172,668
Add: Deduction From Salary during The Year	117,000	136,590
	426,258	309,258

During this financial year deduction from salary is Tk. 117,000 for Benevolent Fund.

14.00 Group Insurance:

	Amount in Taka	
	30.06.2021	30.06.2020
Opening Balance	93,064	45,974
Add: Deduction From Salary during The Year	22,100	47,090
	115,164	93,064
Less: Transfer to SND Account	-	-
Closing Balance	115,164	93,064

Deduction from salary during the financial year is Tk.22,100 for Group Insurance.

		Amount in Taka	
		30.06.2021	30.06.2020
15.00	License Fees and Renewal Fees:		
	Power	46,157,133	47,997,220
	Gas	79,316,500	45,112,825
	Petroleum	47,227,222	46,372,807
		172,700,855	139,482,852
16.00	System Operation Fees:		
	Power	101,372,278	-
	Gas	81,533,835	72,798,116
	Petroleum	93,248	30,325
		182,999,361	72,828,441
17.00	Application Fees:		
	Power	1,926,100	3,468,475
	Gas	155,000	231,000
	Petroleum	813,557	622,038
		2,894,657	4,321,513
18.00	Interest on FDR:		
	Interest Received during the year	52,050,799	53,500,920
	Add: Interest receivable during the year	29,085,394	34,512,340
		81,136,193	88,013,260
	Less: Last year Receivable	34,512,340	34,826,868
		46,623,853	53,186,392
<i>Detail schedule of Interest receivable as on 30 June 2021 is enclosed under Annexure-C.</i>			
19.00	Bank Interest on SND/CA:		
	Sonali Bank A/c No. 216	4,532,573	4,095,674
		4,532,573	4,095,674
20.00	Salary & Allowances:		
	Officer's Salary	15,973,189	15,760,530
	Staff Salary	7,762,040	6,822,300
	Festival Bonus	3,888,410	3,722,130
	Consultation fee	882,353	226,989
	House Rent Allowance	12,760,716	12,263,801
	Cook Allowance	1,273,382	-
	Medical Allowance	1,314,000	1,206,966
	Charge Allowance	37,275	44,484
	Entertainment Allowance	8,750	4,200
	Telecommunication Allowance	103,600	78,205
	Bangla New Year Allowance	393,368	392,946
	Rest & Recreation Allowance	88,380	137,720

	Amount in Taka	
	30.06.2021	30.06.2020
Energy Allowance	1,850,312	-
Education assistance Allowance	341,000	280,500
Special Allowance	837,000	787,000
Washing Allowance	33,800	28,600
Security Allowance	1,273,382	-
Tiffin Allowance	124,800	114,668
Conveyance Allowance	167,700	141,993
	49,113,457	42,013,032

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Schedule of Property, Plant & Equipment
As at 30 June 2021

[Annexure-A]
Amount in Taka

Sl. No.	Particulars	COST				Rate of Dep.	DEPRECIATION				Written Down Value as on 30.06.2021
		Balance as on 01.07.2020	Addition During the Year	Disposal during the year	Balance as on 30.06.2021		Balance as on 01.07.2020	Charged during the year	Adjustment during the year	Balance as on 30.06.2021	
		1	2	3	4=1+2-3		5	6	7=(4-6)*5	8	
1	Land & Land Development:										
	Land	74,430,022	-	-	74,430,022	0%	-	-	-	-	74,430,022
2	Building Decoration:										
i.	Functional Building Decoration	2,055,576	-	-	2,055,576	15%	1,231,751	123,574	-	1,355,325	700,251
ii.	Office Building Decoration	3,479,939	-	-	3,479,939	15%	3,479,938	-	-	3,479,938	1
iii.	Furniture & Fixture	5,891,577	889,013	-	6,780,590	10%	3,314,927	346,566	-	3,661,493	3,119,097
3	Office Equipment:										
i.	Office Equipment	1,052,130	77,000	-	1,129,130	15%	434,455	104,201	-	538,656	590,474
ii.	Office Equipment: Air-cooling & Ducting	2,348,440	-	-	2,348,440	15%	2,173,659	26,217	-	2,199,876	148,564
iii.	Office Equipment: Television	604,190	-	-	604,190	15%	363,266	36,139	-	399,405	204,785
iv.	Office Equipment: CC Camera	1,008,277	122,520	-	1,130,797	15%	527,678	90,468	-	618,146	512,651
v.	Office Equipment: Other's	2,034,084	-	-	2,034,084	15%	1,930,449	15,545	-	1,945,994	88,090
4	Computer Equipment	9,054,741	505,900	-	9,560,641	20%	6,837,839	544,560	-	7,382,399	2,178,242
5	Motor Vehicles	88,906,660	-	-	88,906,660	20%	62,625,209	5,256,291	-	67,881,500	21,025,160
6	Engineering /Communication Equipment	6,101,840	925,580	-	7,027,420	15%	2,890,016	620,611	-	3,510,627	3,516,793
7	Books & Periodicals	715,115	-	-	715,115	20%	715,114	-	-	715,114	1
8	Sundry Assets	89,202	-	-	89,202	10%	59,690	2,952	-	62,642	26,560
Total		197,771,793	2,520,013	-	200,291,806		86,583,991	7,167,124	-	93,751,115	106,540,691

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Schedule of Intangible Assets
As at 30 June 2021

[Annexure-B]
Amount in Taka

Sl. No.	PARTICULARS	COST				Rate of Dep.	AMORTIZATION				Written Down Value as on 30.06.2021
		Balance as on 01.07.2020	Addition During the Year	Disposal during the year	Balance as on 30.06.2021		Balance as on 01.07.2020	Charged during the year	Adjustment during the year	Balance as on 30.06.2021	
		1	2	3	4=1+2-3		5	6	7=(4-6)*5	8	
1	Intangible Assets:										
	Computer Software	2,019,969	54,015	-	2,073,984	20%	885,547	237,687	-	1,123,234	950,750
	Total	2,019,969	54,015		2,073,984		885,547	237,687	-	1,123,234	950,750

২০২০-২০২১
 বার্ষিক প্রতিবেদন



Bangladesh Energy Regulatory Commission
FDR Statement
As at 30 June 2021

[Annexure- C]

Sl. No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment				Interest Rate %	Interest				
				Opening Balance	Investment During the Year	Encashed During the year	Closing Balance		Opening Balance	Received During the Year	Accrued During the Year	Encashed During the year	Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
1	Mutual Trust Bank Ltd.	27.02.2019	319819	10,000,000	-	10,000,000	-	-	89,435	1,114,169	-	1,303,604	-
2	BRAC Bank Limited	01.04.2019	070478	10,000,000	-	10,000,000	-	-	137,692	1,187,541	-	1,325,233	-
3	CITY Bank Limited	01.04.2019	750005	20,000,000	-	20,000,000	-	-	274,310	2,313,295	-	2,587,605	-
4	Bank Asia Limited	15.04.2019	381062	20,000,000	-	20,000,000	-	-	243,090	2,500,845	-	2,743,935	-
5	CITY Bank Limited	19.11.2019	750003	10,000,000	-	10,000,000	-	-	471,750	249,034	-	720,784	-
6	CITY Bank Limited	30.12.2019	50004	10,000,000	-	10,000,000	-	-	361,250	396,247	-	757,497	-
7	BRAC Bank Limited	30.12.2019	48007	10,000,000	-	10,000,000	-	-	361,250	340,755	-	702,005	-
8	Mutual Trust Bank Ltd.	30.12.2019	329125	10,000,000	-	10,000,000	-	-	361,250	331,250	-	692,500	-
9	IFIC Bank	26.01.2020	1352768	20,000,000	-	20,000,000	-	-	677,049	957,951	-	1,635,000	-
10	Bank Asia Limited	26.01.2020	0318881	10,000,000	-	10,000,000	-	-	219,583	302,417	-	522,000	-
11	Basic Bank Limited	20.05.2018	102732	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	129,578	1,182,808	137,201	-	1,312,386
12	IFIC Bank	20.05.2018	1285103	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	258,385	1,146,075	156,286	-	1,404,460
13	Agrani Bank Ltd	03.07.2018	507349	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	1,528,786	464,315	1,697,099	-	1,993,101
14	Janata Bank	03.07.2018	0547558	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	1,198,638	833,193	284,271	-	2,031,831

Sl. No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment				Interest Rate %	Interest				
				Opening Balance	Investment During the Year	Encashed During the year	Closing Balance		Opening Balance	Received During the Year	Accrued During the Year	Encashed During the year	Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
15	Sonali Bank	01.04.2019	0905941	70,000,000	-	-	70,000,000	6.00%	937,699	742,068	1,922,505	-	1,679,767
16	Janata Bank	01.04.2019	547594	80,000,000	-	-	80,000,000	6.00%	1,118,945	3,240,438	1,130,028	-	4,359,383
17	Agrani Bank Ltd	01.04.2019	507386	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	402,008	1,610,928	422,510	-	2,012,936
18	Bangladesh Krishi Bank	01.04.2019	3781	80,000,000	-	-	80,000,000	6.00%	1,257,904	3,733,713	1,141,847	-	4,991,617
19	EXIM Bank	01.04.2019	851190	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	411,761	686,269	288,507	-	1,098,030
20	IFIC Bank	01.04.2019	1285415	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	301,113	956,475	311,517	-	1,257,588
21	Premier Bank limited	01.04.2019	0278794	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	321,345	948,141	291,624	-	1,269,486
22	Janata Bank	15.04.2019	0547595	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	291,513	539,670	275,994	-	831,183
23	Bangladesh Krishi Bank	15.04.2019	629502	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	337,588	1,537,905	357,515	-	1,875,493
24	Bangladesh Commerce Bank	15.04.2019	4239	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	342,943	739,474	240,129	-	1,082,417
25	Janata Bank	25.06.2019	547213	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	30,097	1,560,037	28,327	-	1,590,134
26	Agrani Bank Ltd	26.06.2019	67699	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	14,881	1,056,527	6,256	-	1,071,408
27	Basic Bank Limited	25.06.2019	118549	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	27,007	1,848,486	28,601	-	1,875,493
28	Bangladesh Krishi Bank	25.06.2019	3811	18,233,188	-	-	18,233,188	6.00%	19,145	1,114,565	17,374	-	1,133,710
29	Bangladesh Commerce Bank	25.06.2019	2854	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	27,435	1,054,983	12,194	-	1,082,418
30	Premier Bank limited	25.06.2019	0278900	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	21,592	1,258,009	19,595	-	1,279,601
31	BRAC Bank Limited	08.07.2019	48005	21,800,000	-	-	21,800,000	6.00%	1,726,121	356,959	1,179,681	-	2,083,080
32	Janata Bank	14.10.2019	547224	20,000,000	-	-	20,000,000	6.25%	813,119	841,362	243,164	-	1,654,481
33	Bangladesh Krishi Bank	14.10.2019	3828	35,000,000	-	-	35,000,000	7.00%	1,474,674	580,826	918,668	-	2,055,500

Sl. No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment				Interest Rate %	Interest				
				Opening Balance	Investment During the Year	Encashed During the year	Closing Balance		Opening Balance	Received During the Year	Accrued During the Year	Encashed During the year	Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
34	IFIC Bank	14.10.2019	1352613	15,000,000	-	-	15,000,000	7.50%	932,964	600,427	785,700	-	1,533,391
35	South East Bank Ltd.	14.10.2019	7522232	10,000,000	-	-	10,000,000	5.50%	576,465	213,535	252,216	-	790,000
36	Sonali Bank	20.11.2019	905960	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	927,250	575,750	981,844	-	1,503,000
37	Sonali Bank	20.11.2019	905961	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	927,250	575,750	803,327	-	1,503,000
38	Sonali Bank	20.11.2019	905962	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	927,250	575,750	981,844	-	1,503,000
39	Sonali Bank	20.11.2019	905963	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	614,167	378,833	654,282	-	993,000
40	Sonali Bank	20.11.2019	905964	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	614,167	378,833	654,282	-	993,000
41	Janata Bank	19.11.2019	0547225	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	1,053,575	639,925	992,740	-	1,693,500
42	Agrani Bank Ltd	19.11.2019	507408	40,000,000	-	-	40,000,000	6.00%	1,246,000	767,000	928,487	-	2,013,000
43	Agrani Bank Ltd	19.11.2019	507409	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	943,500	571,500	987,152	-	1,515,000
44	Agrani Bank Ltd	20.11.2019	507410	40,000,000	-	-	40,000,000	6.00%	1,252,333	760,667	1,315,827	-	2,013,000
45	Bangladesh Krishi Bank	19.11.2019	3842	20,000,000	-	-	20,000,000	7.00%	721,833	441,167	640,093	-	1,163,000
46	Bank Asia Limited	19.11.2019	0318841	15,000,000	-	-	15,000,000	4.00%	629,000	387,000	272,901	-	1,016,000
47	BRAC Bank Limited	19.11.2019	48006	10,000,000	-	-	10,000,000	4.00%	445,542	373,292	133,968	-	818,834
48	Sonali Bank	30.12.2019	905967	50,000,000	-	-	50,000,000	6.00%	1,263,000	1,235,000	1,338,699	-	2,498,000
49	Janata Bank	30.12.2019	0547231	60,000,000	-	-	60,000,000	6.25%	1,708,500	1,311,500	1,675,031	-	3,020,000
50	Basic Bank Limited	30.12.2019	118846	10,000,000	-	-	10,000,000	7.00%	297,500	312,500	316,168	-	610,000
51	Social Islamic Bank	30.12.2019	10512307	10,000,000	-	-	10,000,000	6.50%	446,250	472,500	320,141	-	918,750
52	Sonali Bank	26.01.2020	905970	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	340,000	665,000	288,644	-	1,005,000
53	Janata Bank	27.01.2020	0547235	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	490,403	642,098	464,364	-	1,132,501
54	Agrani Bank Ltd	26.01.2020	0507416	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	439,167	565,833	461,235	-	1,005,000

Sl. No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment				Interest Rate %	Interest				
				Opening Balance	Investment During the Year	Encashed During the year	Closing Balance		Opening Balance	Received During the Year	Accrued During the Year	Encashed During the year	Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
55	Bangladesh Krishi Bank	26.01.2020	3856	20,000,000	-	-	20,000,000	6.50%	512,361	662,639	503,715	-	1,175,000
56	Premier Bank Limited	26.01.2020	02198119	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	585,556	759,444	468,701	-	1,345,000
57	Bangladesh Commerce Bank	26.01.2020	200849	10,000,000	-	-	10,000,000	7.50%	329,375	458,125	295,394	-	787,500
58	NRBC Bank	04.10.2020	0097957	-	30,000,000	-	30,000,000	6.00%	-	-	960,500	-	-
59	NRBC Bank	03.03.2021	40071	-	30,000,000	-	30,000,000	6.00%	-	-	497,250	-	-
Grand Total				1,405,033,188	60,000,000	130,000,000	1,335,033,188		34,512,343	52,050,799	9,085,394	12,990,163	73,572,979
				2019-2020									
				Opening Balance (Principal)	1,658,233,188								
				Add: Encashment (Principal)	980,000,000								
				Less: Investment (Principal)	726,800,000								
				1,405,033,188									

গণিত শিখারত
 ২০২০-২০২১



Bangladesh Energy Regulatory Commission
Interest Receivable & Received Calculation
As at 30 June 2021

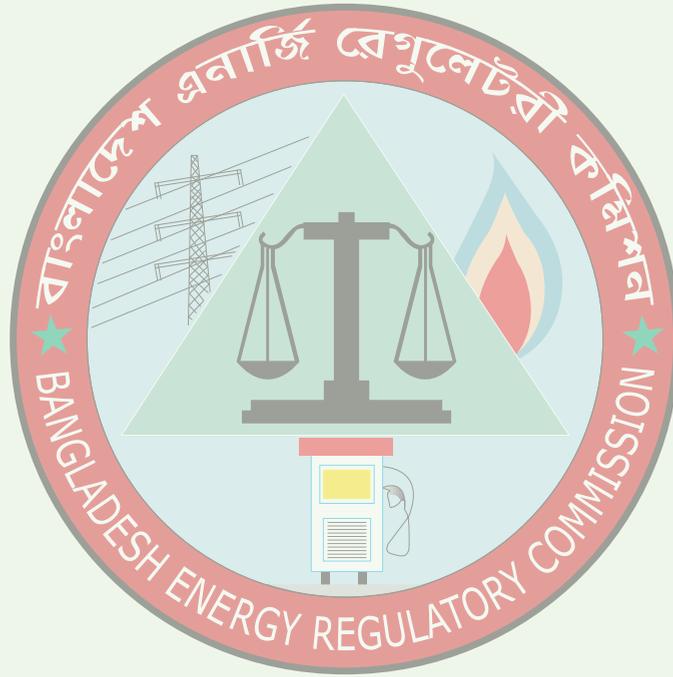
Sl. No.	BERC FDR No.	Name of Bank	Date	FDR No.	Received principal	Rate	Renewal Principal Amount	Rate	Received	Source Tax	Excise Duty	Net Interest Received	Interest Receivable	Source Tax	Excise Duty	Source Tax+ Excise Duty	Net Interest Receivable
					1	2	3	4	5=(1*2)/360*D	6	7	8	9=(3*4)/360*D	10	11	12=10+11	13=9-12
1	89	Basic Bank Limited	20.05.2018	102732	22,309,016	7.00%	23,621,403	6.00%	1,409,186	211,378	15,000	1,182,808	161,413	24,212	-	24,212	137,201
2	90	IFIC Bank	20.05.2018	1285103	24,007,858	6.50%	25,412,317	6.00%	1,273,417	127,342	-	1,146,075	173,651	17,365	-	17,365	156,286
3	97	Agrani Bank Ltd	03.07.2018	507349	31,454,250	5.75%	33,462,349	6.00%	563,899	84,584	15,000	464,315	1,996,587	299,488	-	299,488	1,697,099
4	98	Janata Bank	03.07.2018	0547558	21,008,000	6.75%	23,064,599	6.00%	1,011,992	151,799	27,000	833,193	334,437	50,166	-	50,166	284,271
6	136	Sonali Bank	01.04.2019	0905941	73,545,000	6.00%	75,392,353	6.00%	1,117,240	335,172	40,000	742,068	2,261,771	339,266	-	339,266	1,922,505
7	137	Janata Bank	01.04.2019	547594	84,250,000	6.25%	88,629,626	6.00%	3,888,750	583,313	65,000	3,240,438	1,329,444	199,417	-	199,417	1,130,028
8	138	Agrani Bank Ltd	01.04.2019	507386	31,530,000	6.00%	33,138,030	6.00%	1,895,209	284,281	-	1,610,928	497,070	74,561	-	74,561	422,510
9	139	Bangladesh Krishi Bank	01.04.2019	3781	84,565,000	7.00%	89,556,618	6.00%	4,439,663	665,949	40,000	3,733,713	1,343,349	201,502	-	201,502	1,141,847
10	140	EXIM Bank	01.04.2019	851190	21,530,000	6.00%	22,628,030	6.00%	807,375	121,106	-	686,269	339,420	50,913	-	50,913	288,507
12	142	IFIC Bank	01.04.2019	1285415	21,800,000	6.00%	23,075,300	6.00%	1,062,750	106,275	-	956,475	346,130	34,613	-	34,613	311,517
14	144	Premier Bank limited	01.04.2019	0278794	21,603,000	8.00%	22,872,488	6.00%	1,133,107	169,966	15,000	948,141	343,087	51,463	-	51,463	291,624
15	145	Janata Bank	15.04.2019	0547595	21,105,000	6.50%	21,646,608	6.00%	610,805	44,135	27,000	539,670	324,699	48,705	-	48,705	275,994
16	146	Bangladesh Krishi Bank	15.04.2019	629502	31,773,000	7.00%	33,648,493	6.00%	1,826,947	274,042	15,000	1,537,905	420,606	63,091	-	63,091	357,515
18	148	Bangladesh Commerce Bank	15.04.2019	4239	21,518,000	6.00%	22,600,418	6.00%	887,617	133,143	15,000	739,474	282,505	42,376	-	42,376	240,129
19	149	Janata Bank	25.06.2019	547213	31,708,500	6.70%	33,325,634	6.00%	1,867,102	280,065	27,000	1,560,037	33,326	4,999	-	4,999	28,327
20	150	Agrani Bank Ltd	26.06.2019	67699	21,008,000	6.00%	22,079,408	6.00%	1,242,973	186,446	-	1,056,527	7,360	1,104	-	1,104	6,256
21	151	Basic Bank Limited	25.06.2019	118549	31,773,000	7.00%	33,648,494	6.00%	2,192,337	328,851	15,000	1,848,486	33,648	5,047	-	5,047	28,601
22	152	Bangladesh Krishi Bank	25.06.2019	3811	19,306,063	7.00%	20,439,773	6.00%	1,328,900	199,335	15,000	1,114,565	20,440	3,066	-	3,066	17,374
23	153	Bangladesh Commerce Bank	25.06.2019	2854	21,518,000	6.00%	21,518,000	6.00%	1,258,803	188,820	15,000	1,054,983	14,345	2,152	-	2,152	12,194
24	154	Premier Bank limited	25.06.2019	0278900	21,773,000	6.00%	23,052,601	6.00%	1,497,658	224,649	15,000	1,258,009	23,053	3,458	-	3,458	19,595

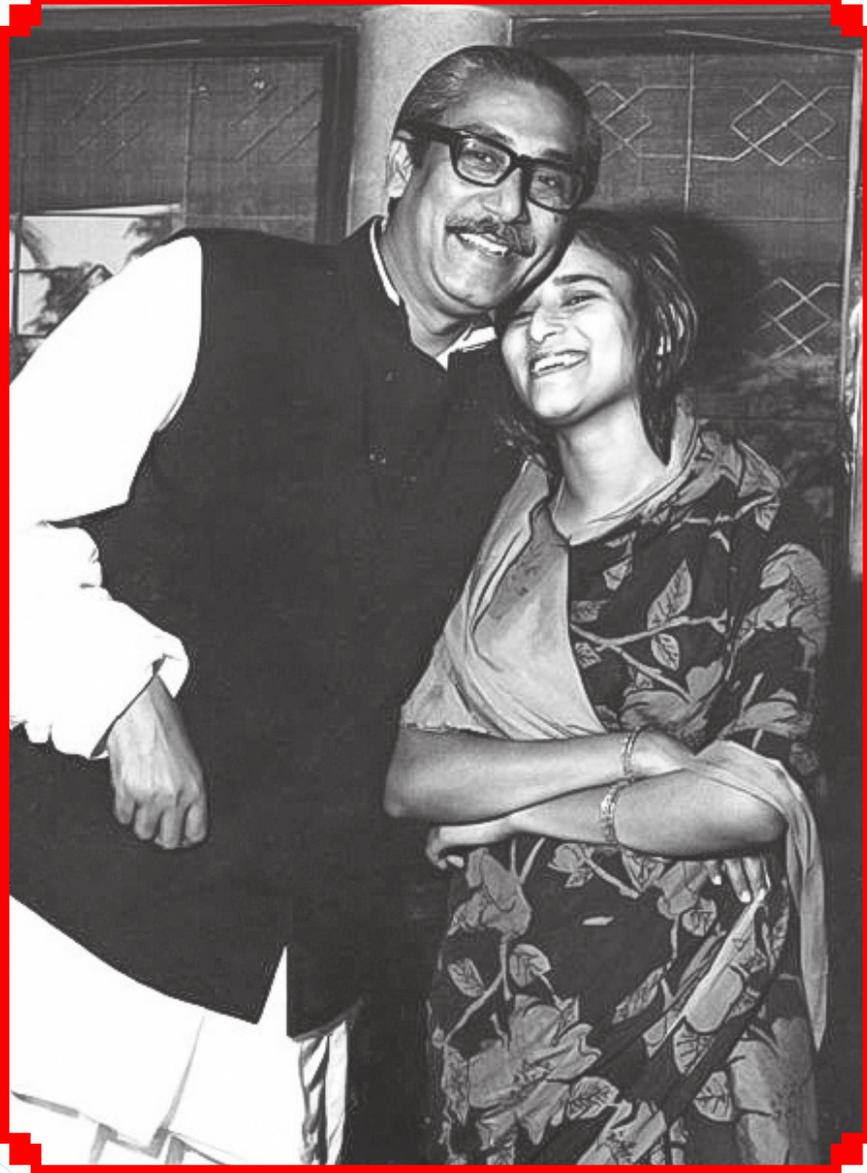
Sl. No.	BERC FDR No.	Name of Bank	Date	FDR No.	Received principal	Rate	Renewal Principal Amount	Rate	Received	Source Tax	Excise Duty	Net Interest Received	Interest Receivable	Source Tax	Excise Duty	Source Tax+ Excise Duty	Net Interest Receivable	
					1	2	3	4	5=(1*2)/360*D	6	7	8	Daily	9=(3*4)/360*D	10	11	12=10+11	13=9-12
25	155	BRAC Bank Limited	08.07.2019	48005	21,800,000	9.50%	23,589,689	6.00%	368,177	11,218	-	356,959	1,387,860	208,179	-	208,179	1,179,681	
26	156	Janata Bank	14.10.2019	547224	20,000,000	6.70%	21,681,481	6.25%	1,021,602	153,240	27,000	841,362	286,075	42,911	-	42,911	243,164	
27	157	Bangladesh Krishi Bank	14.10.2019	3828	35,000,000	7.00%	37,055,500	7.00%	700,972	105,146	15,000	580,826	1,080,785	162,118	-	162,118	918,668	
28	158	IFIC Bank	14.10.2019	1352613	15,000,000	7.50%	16,368,750	7.50%	615,427	-	15,000	600,427	873,000	87,300	-	87,300	785,700	
29	159	South East Bank Ltd.	14.10.2019	7522232	10,000,000	6.00%	10,790,000	5.50%	271,806	40,771	17,500	213,535	296,725	44,509	-	44,509	252,216	
30	160	Sonali Bank	20.11.2019	905960	30,000,000	6.00%	31,503,000	6.00%	695,000	104,250	15,000	575,750	1,155,110	173,267	-	173,267	981,844	
31	161	Sonali Bank	20.11.2019	905961	30,000,000	6.00%	31,503,000	6.00%	695,000	104,250	15,000	575,750	945,090	141,764	-	141,764	803,327	
32	162	Sonali Bank	20.11.2019	905962	30,000,000	6.00%	31,503,000	6.00%	695,000	104,250	15,000	575,750	1,155,110	173,267	-	173,267	981,844	
33	163	Sonali Bank	20.11.2019	905963	20,000,000	6.00%	20,993,000	6.00%	463,333	69,500	15,000	378,833	769,743	115,462	-	115,462	654,282	
34	164	Sonali Bank	20.11.2019	905964	20,000,000	6.00%	20,993,000	6.00%	463,333	69,500	15,000	378,833	769,743	115,462	-	115,462	654,282	
35	165	Janata Bank	19.11.2019	0547225	30,000,000	6.70%	31,708,500	6.00%	770,500	115,575	15,000	639,925	1,167,930	175,189	-	175,189	992,740	
36	166	Agrani Bank Ltd	19.11.2019	507408	40,000,000	6.00%	42,013,000	6.00%	920,000	138,000	15,000	767,000	1,092,338	163,851	-	163,851	928,487	
37	167	Agrani Bank Ltd	19.11.2019	507409	30,000,000	6.00%	31,530,000	6.00%	690,000	103,500	15,000	571,500	1,161,355	174,203	-	174,203	987,152	
38	168	Agrani Bank Ltd	20.11.2019	507410	40,000,000	6.00%	42,028,000	6.00%	926,667	139,000	27,000	760,667	1,548,031	232,205	-	232,205	1,315,827	
39	169	Bangladesh Krishi Bank	19.11.2019	3842	20,000,000	7.00%	21,163,000	7.00%	536,667	80,500	15,000	441,167	753,050	112,958	-	112,958	640,093	
40	170	Bank Asia Limited	19.11.2019	0318841	15,000,000	6.00%	16,053,000	4.00%	460,000	46,000	27,000	387,000	321,060	48,159	-	48,159	272,901	
42	172	BRAC Bank Limited	19.11.2019	48006	10,000,000	6.00%	10,734,542	4.00%	439,167	65,875	-	373,292	263,593	129,625	-	129,625	133,968	
43	173	Sonali Bank	30.12.2019	905967	50,000,000	6.00%	52,498,000	6.00%	1,500,000	225,000	40,000	1,235,000	1,574,940	236,241	-	236,241	1,338,699	
44	174	Janata Bank	30.12.2019	0547231	60,000,000	6.70%	63,060,000	6.25%	1,590,000	238,500	40,000	1,311,500	1,970,625	295,594	-	295,594	1,675,031	
45	175	Basic Bank Limited	30.12.2019	118846	10,000,000	7.00%	10,627,500	7.00%	350,000	35,000	2,500	312,500	371,963	55,794	-	55,794	316,168	
49	179	Social Islamic Bank	30.12.2019	10512307	10,000,000	6.50%	10,945,000	6.50%	525,000	52,500	-	472,500	355,713	35,571	-	35,571	320,141	
50	180	Sonali Bank	26.01.2020	905970	20,000,000	6.00%	21,005,000	6.00%	800,000	120,000	15,000	665,000	339,581	50,937	-	50,937	288,644	
51	181	Janata Bank	27.01.2020	0547235	20,000,000	0.00%	21,147,500	6.00%	773,056	115,958	15,000	642,098	546,310	81,947	-	81,947	464,364	

Sl. No.	BERC FDR No.	Name of Bank	Date	FDR No.	Received principal	Rate	Renewal Principal Amount	Rate	Received	Source Tax	Excise Duty	Net Interest Received	Interest Receivable	Source Tax	Excise Duty	Source Tax+ Excise Duty	Net Interest Receivable
					1	2	3	4	5=(1*2)/360*D	6	7	8	9=(3*4)/360*D	10	11	12=10+11	13=9-12
52	182	Agrani Bank Ltd	26.01.2020	0507416	20,000,000	6.00%	21,005,000	6.00%	683,333	102,500	15,000	565,833	542,629	81,394	-	81,394	461,235
53	183	Bangladesh Krishi Bank	26.01.2020	3856	20,000,000	7.00%	21,175,000	6.50%	797,222	119,583	15,000	662,639	592,606	88,891	-	88,891	503,715
55	185	Premier Bank limited	26.01.2020	02198119	20,000,000	6.50%	21,345,000	6.00%	911,111	136,667	15,000	759,444	551,413	82,712	-	82,712	468,701
57	187	Bangladesh Commerce Bank	26.01.2020	200849	10,000,000	7.50%	10,762,000	7.50%	542,500	81,375	3,000	458,125	347,523	52,128	-	52,128	295,394
58	188	NRBC Bank	04.10.2020	0097957	-	0.00%	30,000,000	6.00%	-	-	-	-	1,130,000	169,500	-	169,500	960,500
59	189	NRBC Bank	03.03.2021	40071	-	0.00%	30,000,000	6.00%	-	-	-	-	585,000	87,750	-	87,750	497,250
Total				Grand Total			1,447,593,003		50,520,602	7,378,308	785,000	42,357,294	34,221,242	5,135,848	-	5,135,848	29,085,394



ফটো গ্যালারি





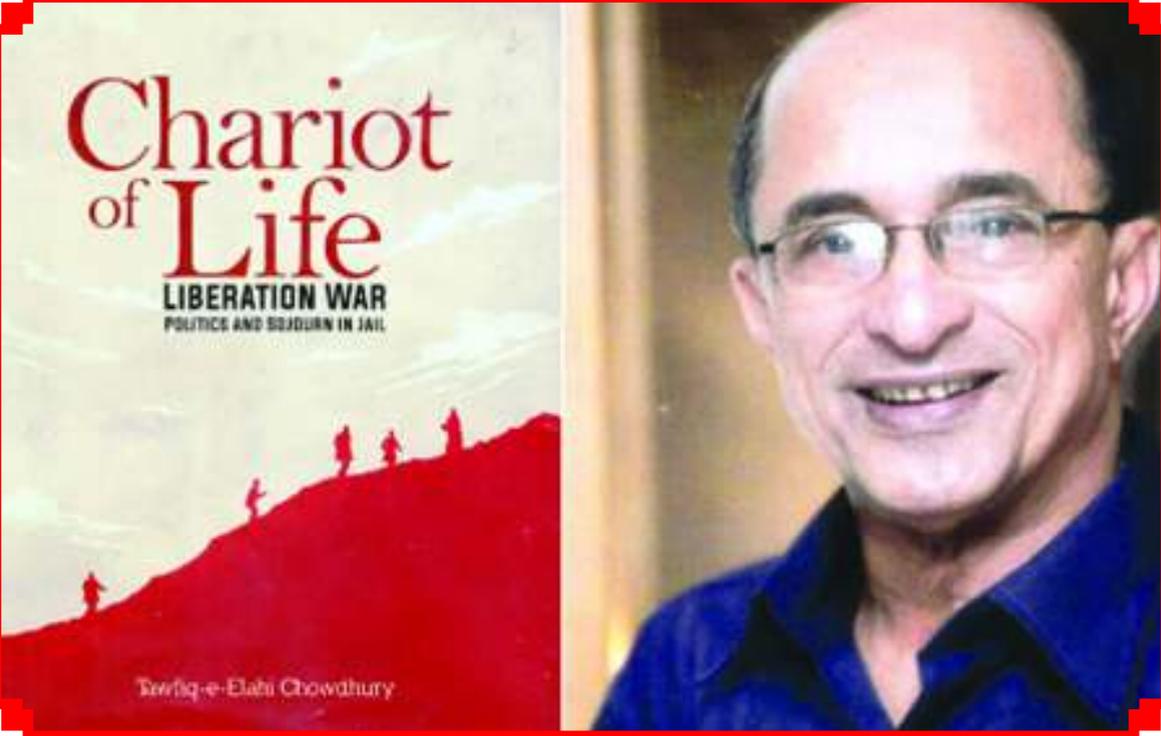
আনন্দঘন মুহুর্তে হাস্যজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু ও তাঁর প্রতিচ্ছবি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মহোদয়।



১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুৎ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় উপদেষ্টা ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।



মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত বই।



মহামান্য রাষ্ট্রপতি কিশোরগঞ্জ জেলায় উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করছেন।



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি সঞ্চালন লাইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।



স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডিহু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে কমিশনের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ।



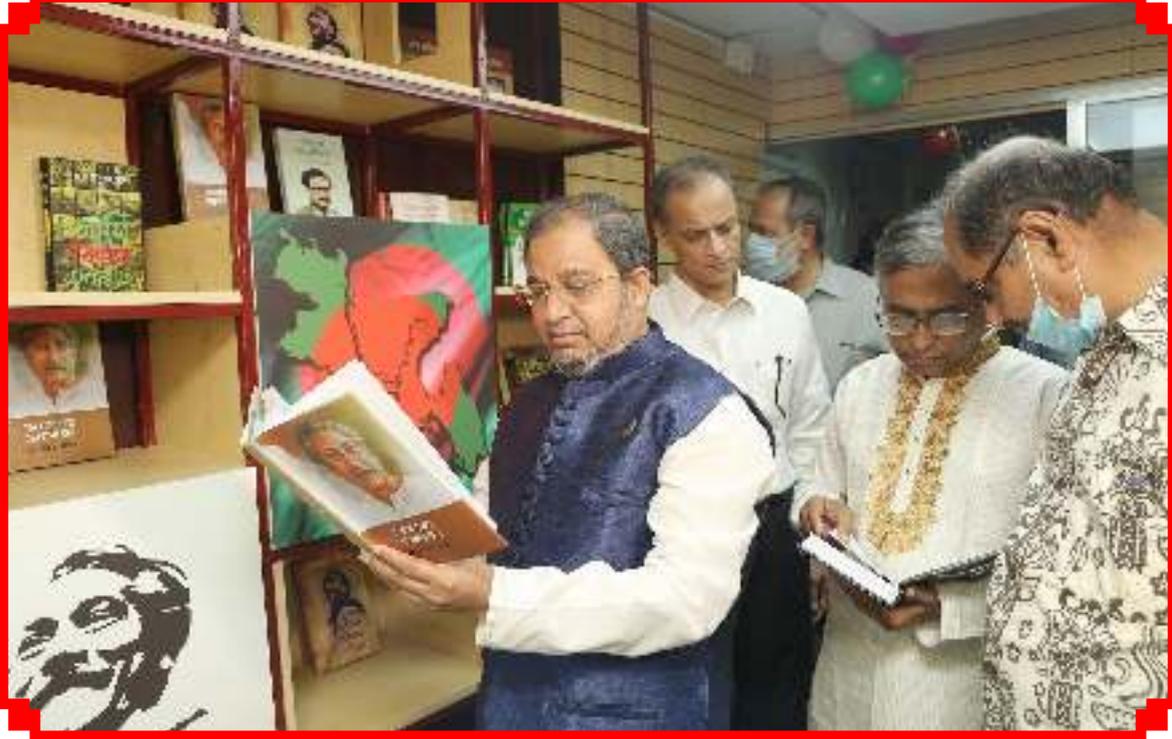
স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিল



মুজিব কর্ণার উদ্বোধন করছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কেক কাটছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সম্মানিত সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।



মুজিব কর্ণারে কিছু সময় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন
কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল জলিল।



বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় মোঃ আনিসুর রহমান-এর নিকট হস্তান্তর করছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ।



বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয় মোঃ হাবিবুর রহমান-এর নিকট হস্তান্তর করছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ।



গ্যাস খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষে কমিশনের সাথে ডিভাইন আইটি লিমিটেড ও গিগাটেক এর চুক্তি স্বাক্ষর



কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ-এর বিষয়ে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে উপস্থিতির একাংশ।



কমিশনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পক্ষ হতে মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।



কমিশনে নতুন সদস্য হিসেবে যোগদানকৃত জনাব মোঃ কামরুজ্জামান কে কমিশনের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল।



কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এমআইএসটি-এর ইন্টার্নশীপ প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করছেন কমিশনের সম্মানিত সদস্য জনাব মোহাম্মাদ আবু ফারুক ও সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী।



কমিশনের প্রাক্তন উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব সুলতানা আক্তার এর বিদায় উপলক্ষে কমিশনের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করছেন মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ও সদস্য জনাব মোহাম্মাদ আবু ফারুক।



এলপিজি'র মূল্যহার সমন্বয় সংক্রান্ত গণশুনানির একাংশ



কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ৮৩তম উন্মুক্ত সভায় উপস্থিত লাইসেন্সি ও স্টেকহোল্ডারদের একাংশ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ



ডান দিক থেকে ➤ মোঃ ফিরোজ জামান উপপরিচালক, মোঃ শাহাদত হোসেন সহকারী পরিচালক, রুবিনা ফেরদৌসী সচিব বিইআরসি, মাকসুদা আহমেদ সহকারী পরিচালক, বেলায়েত হোসেন সহকারী পরিচালক, আহমেদ সাব্বির সাজ্জাদ উপপরিচালক, রাজু আহমেদ সহকারী পরিচালক।



মুজিব বর্ষে জ্বালানি খাত এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ



বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, www.berc.org.bd